এইচ এস সি অর্থনীতি

অধ্যায়-৭: মুদ্রাস্ফীতি

প্রশ্ন ▶ ১ ইদানীং বাজারে জিনিসপত্রের দাম ক্রমাগত বাড়ছে। যার ফলশ্রুতিতে অর্থনীতিতে নানা ধরনের প্রভাব সৃষ্টি হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রেই যা নেতিবাচক। বিষয়টি নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার আর্থিক ও রাজস্ব নীতিসহ বিভিন্ন ধরনের নীতি ও কর্মসূচি গ্রহণ করছে। *[ঢা. বো., দি. বো., সি. বো., য. বো. '১৮ । প্রশ্ন নং ৮; অধ্যাপক আবদুল মজিদ কলেজ, কুমিল্লা । প্রশ্ন নং ৮]*

ক. ব্যাংক হার কী? ১

খ. মজুতদার ও চোরাচালান ক্ষতিকর কেন? ২

গ. উদ্দীপকে অর্থনীতির যে বিষয়টিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে তা বর্ণনা করো। ৩

ঘ. বিষয়টি নিয়ন্ত্রণের কোনো একক পদ্ধতি যথেষ্ট কি? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে প্রদেয় ঋণের জন্য ন্যূনতম সুদের হারই হলো ব্যাংক হার।

খ একটি গতিশীল অর্থনীতির জন্য মজুতদার ও চোরাচালান ক্ষতিকর। কারণ—

মজুতদার একটি দেশের উৎপাদিত পণ্যের সম্পূর্ণ অংশ যোগান না দিয়ে জমিয়ে বা মজুত করে রাখে। এতে দেশে দ্রব্যসামগ্রীর যোগানের ঘাটতি দেখা দেয়। এর ফলে মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয় যা সাধারণ জনগণের ভোগান্তি বৃদ্ধি করে। অন্যদিকে, চোরাচালানের ফলে দেশ থেকে মূল্যবান সম্পদ পাচার হয়ে যায়। অথচ এই মূল্যবান সম্পদ বৈধভাবে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করা যেত।

গ উদ্দীপকে অর্থনীতির যে বিষয়টিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, তা হলো মুদ্রাস্ফীতি।

মুদ্রাস্ফীতি বলতে এমন এক অবস্থাকে বোঝায় যখন স্বল্পকাল ব্যবধানে দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং এর ফলে অর্থের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং দামস্তর বাড়ে। মুদ্রাস্ফীতি ঘটলে নির্দিষ্ট আয়ের মানুষ আগে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী কিনতে পারত বর্তমানে তা পারে না। কারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়। ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার ফলে সাধারণ মানুষ প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করতে পারে না। ফলে তাদের জীবননির্বাহ করা কষ্টকর হয়। মুদ্রাস্ফীতির ফলে সাধারণ মানুষ সবসময়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে মানুষের কার্যকর চাহিদা কমে যাওয়ায় বিনিয়োগও বাড়তে পারে না। উচ্চমাত্রার মূল্যস্ফীতির ফলে দরিদ্র শ্রেণির মানুষের প্রকৃত আয়ও উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমে যায়।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, সম্প্রতি দেশটির বাজারে দ্রব্যসামগ্রীর দাম ক্রমাগত বাড়ছে তথা মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছে। যার ফলে অর্থনীতিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে মুদ্রাস্ফীতির প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি তথা মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে মূলত তিনটি প্রধান পদ্ধতি রয়েছে। যথা— আর্থিক নীতি, রাজস্ব নীতি এবং প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। এগুলোর মধ্যে কোনো একক পদ্ধতি মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট কি না তা উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করা হলো—

দেশের আর্থিক কর্তৃপক্ষ মুদ্রাস্ফীতিবিরোধী নীতি গ্রহণ করে দেশে অর্থ ও ঋণের পরিমাণ হ্রাস করতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুদ্রার প্রচলন হ্রাস, ব্যাংক হার বৃদ্ধি, খোলা বাজারে ঋণপত্র বিক্রি, নগদ জমার অনুপাত বৃদ্ধি ইত্যাদি ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মাধ্যমে ঋণের পরিমাণ কমাতে পারে। এভাবে আর্থিক নীতির কার্যকর প্রয়োগ ঘটলে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আসে। অন্যদিকে, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য রাজস্ব নীতির অধীনে সরকার বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এসব ব্যবস্থার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— সরকারি ব্যয় হ্রাস, কর হার বৃদ্ধি বা নতুন কর আরোপ, সরকারি ঋণ গ্রহণ, ভর্তুকি প্রত্যাহার, হস্তান্তর ব্যয় হ্রাস, বাধ্যতামূলক সঞ্চয় ইত্যাদি।

আবার, আর্থিক ও রাজস্ব নীতি ছাড়াও আরও কিছু প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এগুলো হলো— উৎপাদন বৃদ্ধি, আমদানি বৃদ্ধি, মজুরি নিয়ন্ত্রণ, দাম নিয়ন্ত্রণ, রেশনিং ও খোলা বাজারে বিক্রয়, ফটকা কারবার নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি। তবে এই সকল নীতিগুলোর কার্যকারিতা নির্ভর করে মুদ্রাস্ফীতির প্রকৃতির ওপর।

উপরের বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে বলা যায়, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কোনো একক পদ্ধতি কিছু ক্ষেত্রে কার্যকর হলেও তা যথেষ্ট নয়। তাই আর্থিক, রাজস্ব ও প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিত্রয়ের মধ্যে সমন্বয় দ্বারা মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা উচিত।

প্রশ্ন ▶ ২ করিম সাহেব একজন সরকারি কর্মকর্তা। ২০১৫ সালে সরকার বেতন প্রায় দ্বিগুণ করায় তিনি খুব খুশি। বাজারে এ খবর ছড়িয়ে পড়লে উৎপাদন শ্রমিকগণ আন্দোলন করে তাদের মজুরি বাড়িয়ে নেন। বাজারে চাহিদা বেশি থাকায় কাঁচামাল ও ভোগ্যপণ্যের দাম অনেক বেড়ে যায়। ফলে করিম সাহেবের মন খারাপ হয়ে যায়। অন্যদিকে, সরকার পণ্যের ন্যূনতম দাম নির্ধারণ, উৎপাদকদের ভর্তুকি প্রদান, ন্যায্যমূল্যে খোলাবাজারে পণ্য বিক্রির ব্যবস্থা করেছে। এখন করিম সাহেবের মতো লোকেরা ও বিক্রেতাগণ সবাই বিদ্যমান অবস্থাকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিয়েছেন।

[রা. বো., কু. বো., চ. বো., ব. বো. '১৮ । প্রশ্ন নং ৮]

ক. সূচক সংখ্যা কী? ১

খ. অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পেলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে মুদ্রাস্ফীতির কারণগুলো চিহ্নিত করো। ৩

ঘ. বাজারে পণ্যের দাম স্বাভাবিক রাখতে উদ্দীপকের গৃহীত সরকারি পদক্ষেপসমূহ কি যথেষ্ট? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট বছরের গড়পড়তা মূল্যকে অন্য কোনো ভিত্তি বছরের গড়পড়তা মূল্যের সাথে তুলনায় শতাংশরূপে প্রকাশ করার জন্য যে সংখ্যাবাচক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, তাকে সূচক সংখ্যা বলে।

খ অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পেলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

বাংলাদেশের মানুষ যথেষ্ট শৌখিন এবং আমোদপ্রিয়। তাই এখানে কোনো সামাজিক অনুষ্ঠান যেমন— বিয়ে, জন্মদিন, ধর্মীয় ও সামাজিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। এ অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় অতিরিক্ত চাহিদার সৃষ্টি করে, ফলে মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি করে। অন্যদিকে সরকার অনেক সময় অনুৎপাদনশীল খাত অর্থাৎ পার্ক, স্টেডিয়াম, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মাণে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে যা উৎপাদন বৃদ্ধি করে না ফলে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করে।

গ উদ্দীপকে মুদ্রাস্ফীতির কারণ হিসেবে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি এবং ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। নিচে উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা প্রদান করা হলো—

চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি: সামগ্রিক যোগানের তুলনায় সামগ্রিক চাহিদা বেশি হলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। যেমন— অর্থের যোগান বৃদ্ধি, সরকারের বিভিন্ন খাতে ব্যয় বৃদ্ধি, ঘাটতি ব্যয়, অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয়, উদার ঋণ নীতি, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, রপ্তানি বৃদ্ধি এবং জনগণের ব্যয়যোগ্য আয় বৃদ্ধি। উদ্দীপকে যোগান স্থির থেকে চাহিদা বেশি থাকায় কাঁচামাল ও ভোগ্যপণ্যের দাম অনেক বেড়ে যায় ফলে মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয়।

Teachingbd24.com

ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি: ব্যয় বৃদ্ধির কারণে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। যেমন: অসন্তোষের ফলে হরতাল, ধর্মঘটের কারণে উৎপাদন হ্রাস, বেতন ও মজুরি বৃদ্ধি, সরকারের পরোক্ষ কর বৃদ্ধির ফলে দামস্তর বৃদ্ধি, বাজারে একচেটিয়া মালিকানার প্রভাব সক্রিয় থাকলে পণ্যদ্রব্যের দাম বাড়বে। ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিবে। উদ্দীপকে শ্রমিকদের আন্দোলনের ফলে মজুরি বেড়ে যায় এবং উৎপাদক প্রতিষ্ঠানকে অতিরিক্ত ব্যয় বহন করতে হয়। ফলে ব্যয় বৃদ্ধির জন্য মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয়।

ঘ উদ্দীপকে সরকার বাজারে পণ্যের দাম স্বাভাবিক রাখতে পণ্যের ন্যূনতম দাম নির্ধারণ, উৎপাদকের জন্য ভর্তুকির ব্যবস্থা, ন্যায্যমূল্য খোলাবাজারে পণ্য বিক্রির ব্যবস্থা করেছে যা পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণের জন্য যথেষ্ট নয়। নিচে উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেওয়া হলো—

পণ্যদ্রব্যের দাম স্বাভাবিক রাখতে সরকার খাদ্য ঘাটতি হ্রাস, ঘাটতি ব্যয় কমানো, দ্রব্যের সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণ, কঠিন আইন করে শ্রমিকের মজুরি নিয়ন্ত্রণ, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধি, ফটকা কারবার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

১. সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে খাদ্যসহ বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করে, অপ্রয়োজনীয় বা কম উৎপাদনশীল ক্ষেত্র হতে সম্পদ অধিক উৎপাদনশীল বা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে স্থানান্তরের দ্বারা দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতির তীব্রতা হ্রাস করা যায়।
২. সরকার আইন করে শ্রমিকের মজুরি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
৩. সরকার ফটকা বাজার ও ফটকা কারবারিকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দামস্তর হ্রাস করতে পারে। এছাড়া মজুতদারি ও চোরাকারবারি রোধ করতে পারলেও মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা সম্ভব হবে।
৪. ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়ে ব্যবহৃত ঋণ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংককে বাংলাদেশ ব্যাংক কিস্তির সংখ্যা কম, কিস্তির সংখ্যা বেশি নির্ধারণ করতে বলবে। এর ফলে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাবে।
৫. দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাথে রাজধানী ও বন্দরের মধ্যে শক্তিশালী পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে পণ্যদ্রব্যের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি হবে না, দামস্তর নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

উদ্দীপকে সরকার তার গৃহীত পদক্ষেপগুলো ছাড়াও উপরিউল্লিখিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করে পণ্যদ্রব্যের দাম স্বাভাবিক রাখতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ৩ মিসেস অ্যাঞ্জিলিনা 'A' দেশের নাগরিক। তার LED TV এবং এয়ার কন্ডিশনার (AC) প্রয়োজন। বাজারে গিয়ে দেখেন, LED TV সেটের দাম ২০১৫ সালে ছিল ১০৫০ ডলার, যা ২০১৬ সালে দাঁড়ায় ১২০০ ডলারে এবং AC এর দাম একই সময়ে ১১০০ ডলার থেকে ১২৫০ ডলার হয়। তিনি আরও দেখেন, বাজারে অন্যান্য পণ্যের দামও ক্রমাগত বেড়ে চলছে। অ্যাঞ্জিলিনার দেশের নিম্ন আয়ের লোকজন, শ্রমিক শ্রেণি ও সরকার এ বিষয়ে উৎকণ্ঠায় আছে। *[দি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৮]*

ক. সূচক সংখ্যা কী? ১
খ. 'মুদ্রাস্ফীতি সব সময় খারাপ নয়'।— বুঝিয়ে লেখ। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে ভোক্তার দামসূচক ব্যবহার করে মুদ্রাস্ফীতির হার নির্ণয় করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব বিশ্লেষণ করো। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কতকগুলো দ্রব্যের গড় দামের সাথে অপর একটি সময়ে ওই দ্রব্যগুলোর গড় দামের তুলনায় শতকরা পরিবর্তনের হার প্রকাশ করাকে সূচক সংখ্যা বলে।

খ মৃদু মুদ্রাস্ফীতি একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কাম্য। মৃদু মুদ্রাস্ফীতির সময় বেশি মুনাফা লাভের আশায় উদ্যোক্তারা বিনিয়োগে বেশি আগ্রহী হয়। এর ফলে উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে ভোগ ও সঞ্চয় বৃদ্ধি পায়। যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বা উন্নয়নকে নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, মুদ্রাস্ফীতি সব সময় খারাপ নয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত তথ্যের আলোকে ভোক্তার দামসূচক (CPI) ব্যবহার করে মুদ্রাস্ফীতির হার নির্ণয় করা হলো—

ভোক্তার ব্যয় সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে দামসূচক নির্ণয়ের পদ্ধতিকে ভোক্তার দামসূচক (CPI) বলে। মুদ্রাস্ফীতির হার নির্ণয়ের জন্য নিচে উদ্দীপকের তথ্য ব্যবহার করে একটি সূচি তৈরি করা হলো—

সময়	২০১৫		২০১৬	p_0q_0	p_nq_0
দ্রব্য	দাম (p_0)	পরিমাণ (q_0)	দাম (p_n)		
LEDTV	১০৫০	১	১২০০	১০৫০	১২০০
AC	১১০০	১	১২৫০	১১০০	১২৫০
				Σp_0q_0 = ২১৫০	Σp_nq_0 = ২৪৫০

ল্যাসপিয়ার্সের সূত্রানুসারে,

$$CPI(P_oP_n) = \frac{\Sigma p_nq_0}{\Sigma p_0q_0} \times ১০০ = \frac{২৪৫০}{২১৫০} \times ১০০ = ১১৩.৯৫$$

সুতরাং, ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে মুদ্রাস্ফীতির হার (১১৩.৯৫ − ১০০) = ১৩.৯৫%।

অর্থাৎ, ২০১৫ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে ভোক্তার জীবনযাত্রার ব্যয় ১৩.৯৫% বৃদ্ধি পেয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত অ্যাঞ্জিলিনার দেশে নিম্ন আয়ের মানুষ, শ্রমিক শ্রেণি ও সরকারের ওপর মুদ্রাস্ফীতির নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। নিচে এসব শ্রেণির ওপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব বিশ্লেষণ করা হলো—

নিম্ন আয়ের লোকজনের ওপর প্রভাব: মুদ্রাস্ফীতির ফলে নিম্ন আয়ের লোকেরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ দাম বৃদ্ধির ফলে তারা একই পরিমাণ মজুরি দ্বারা পূর্বের তুলনায় কম পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করতে পারে। ফলে তাদের জীবনযাত্রার মান আরও নিম্ন হয়ে যায়।

শ্রমিক শ্রেণির ওপর প্রভাব: মুদ্রাস্ফীতির সময় দ্রব্য ও সেবার মূল্য বৃদ্ধি পেলেও শ্রমিক শ্রেণির মজুরি আনুপাতিক হারে বাড়ে না। তাই মুদ্রাস্ফীতির ফলে শ্রমিক শ্রেণি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সরকারের ওপর প্রভাব: মুদ্রাস্ফীতির ফলে দ্রব্য ও সেবার মূল্য বৃদ্ধির দরুন রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি হতে পারে। তাছাড়া, মুদ্রাস্ফীতির সময় জনজীবনে অসন্তোষের কারণে দেশে সুশাসন ব্যাহত হয়।

উপর্যুক্ত কারণে অ্যাঞ্জিলিনার দেশে নিম্ন আয়ের লোকজন, শ্রমিক শ্রেণি ও সরকার উৎকণ্ঠায় আছে।

প্রশ্ন ▶ ৪ 'X' দেশে ১৯৯৮ সালে ভোক্তার মূল্যসূচক ছিল ১১৫ এবং ১৯৯৯ সালে ভোক্তার মূল্যসূচক বেড়ে ১৫০ হয়। দেশটির সরকার এ সমস্যা মোকাবিলায় অর্থের যোগান হ্রাস, প্রত্যক্ষ করের হার বৃদ্ধি, ব্যাংক হার বৃদ্ধি এবং উৎপাদন বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করে। *[রা. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৮]*

ক. মুদ্রাস্ফীতি কী? ১
খ. 'মুদ্রাস্ফীতি উৎপাদনকারীর জন্য সুফল বয়ে আনে।'— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. 'X' দেশে ১৯৯৯ সালে মুদ্রাস্ফীতির হার কত ছিল? ৩
ঘ. 'X' দেশের সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপগুলোর যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুদ্রাস্ফীতি বলতে এমন এক অবস্থাকে বোঝায়, যখন স্বল্পকাল ব্যবধানে উৎপাদন স্থির থেকে দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং এর ফলে অর্থের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়।

খ মুদ্রাস্ফীতির ফলে উৎপাদন ও মুনাফা বাড়ে বলে উৎপাদনকারী লাভবান হয় ও তাদের মুনাফা বৃদ্ধি পায়।

মুদ্রাস্ফীতির বিভিন্নতার কারণে উৎপাদনের ওপর এর প্রভাব বিভিন্ন হয়। মুদ্রাস্ফীতি স্বল্প মাত্রার হলে তা উৎপাদনের ওপর অনুকূল প্রভাব ফেলে। সহনীয় মাত্রার মুদ্রাস্ফীতির কারণে অর্থনীতিতে দামস্তর ধীরে ধীরে বাড়তে থাকলে উদ্যোক্তারা অনেক সময় লাভের আশায় উৎপাদন বাড়ায়। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দ্রব্যমূল্য অধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের মুনাফা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। ফলে তারা বেশি মুনাফা অর্জনের সুযোগ পায়। তাই বলা যায়, 'মুদ্রাস্ফীতি উৎপাদনকারীর জন্য সুফল বয়ে আনে।'

https://teachingbd24.com

গ উদ্দীপক অনুযায়ী, 'X' দেশে ১৯৯৮ সালে ভোক্তার মূল্যসূচক ছিল ১১৫ এবং ১৯৯৯ সালে ভোক্তার মূল্যসূচক বেড়ে ১৫০ হয়। এ অবস্থায় ভোক্তার মূল্যসূচকের ভিত্তিতে দেশটির মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপ করা হলো—

ভোক্তার দামসূচক (CPI) $= \frac{\sum P_n Q_o}{\sum P_o Q_o} \times$ ১০০

এখানে, P_n = চলতি বছরের মূল্য,

Q_n = চলতি বছরের দ্রব্যের পরিমাণ

P_o = ভিত্তি বছরের মূল্য,

Q_o = ভিত্তি বছরের দ্রব্যের পরিমাণ

$\sum$ = সমষ্টি।

সুতরাং, ভোক্তার মূল্যসূচক (CPI) $= \frac{১৫০}{১১৫} \times ১০০ = ১৩০.৪৩$

সাধারণত ভিত্তি বছরের মূল্য ১০০ ধরা হয়, উপরের তথ্য অনুযায়ী, ভোক্তার মূল্যসূচক (১৩০.৪৩ − ১০০)= ৩০.৪৩% বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ 'X' দেশে ১৯৯৯ সালে মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল ৩০.৪৩%।

ঘ 'X' দেশের সরকার মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য চর্তুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যেমন- অর্থের যোগান হ্রাস, প্রত্যক্ষ করের হার বৃদ্ধি, ব্যাংক হার বৃদ্ধি এবং উৎপাদন বৃদ্ধি।

অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণ: 'X' দেশে মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম প্রধান কারণ হলো অর্থের যোগান বৃদ্ধি। কেননা 'X' দেশের সরকারকে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রয়োজনে অর্থের যোগান বাড়াতে হয়। কিন্তু একই সাথে মুদ্রাস্ফীতির চাপ থেকে ভোক্তা সাধারণকে রক্ষা করতে হলে অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন।

ব্যাংক হার বৃদ্ধি: কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাংকরেট বৃদ্ধি করলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোও সুদের হার বাড়িয়ে দেয়। ফলে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে বিনিয়োগ ও ভোগের জন্য ঋণ প্রদানের ক্ষমতা হ্রাস পায়। এর মাধ্যমে অর্থের যোগান কমানো যায় এবং মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পায়।

প্রত্যক্ষ করের হার বৃদ্ধি: দ্রব্যসামগ্রীর দাম কমাতে হলে পরোক্ষ করের হার বৃদ্ধি না করে রাজস্ব সংগ্রহ বৃদ্ধির জন্য প্রত্যক্ষ করের আওতা বৃদ্ধি করা যায়। তাই 'X' দেশের সরকার মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য নতুন নতুন কর আরোপ ও বিদ্যমান করগুলোর হার বৃদ্ধি করে জনগণের ব্যয়যোগ্য আয় কমাতে পারে। তখন সামগ্রিক চাহিদা হ্রাস পাবে এবং দামস্তর কমবে।

উৎপাদন বৃদ্ধি: 'X' দেশে মুদ্রাস্ফীতি প্রতিকারের অন্যতম উপায় হলো কৃষি, শিল্প ও অন্যান্য সব খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি করা। উৎপাদন বাড়লে দ্রব্যসামগ্রীর যোগান বাড়বে এবং তা দ্রব্য ও সেবার বর্ধিত চাহিদা পূরণের মাধ্যমে দামস্তরের উর্ধ্বগতি রোধ করবে। কলাকৌশলের উন্নয়ন, অধিক প্রয়োজনীয় খাতে সম্পদের বরাদ্দকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে উৎপাদন বাড়ানো যেতে পারে।

সুতরাং, 'X' দেশের সরকার কর্তৃক মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের উপরিউক্ত ব্যবস্থা কতটুকু কার্যকরী হবে তা নির্ভর করে মুদ্রাস্ফীতির প্রকৃতির ওপর।

প্রশ্ন ▶ ৫

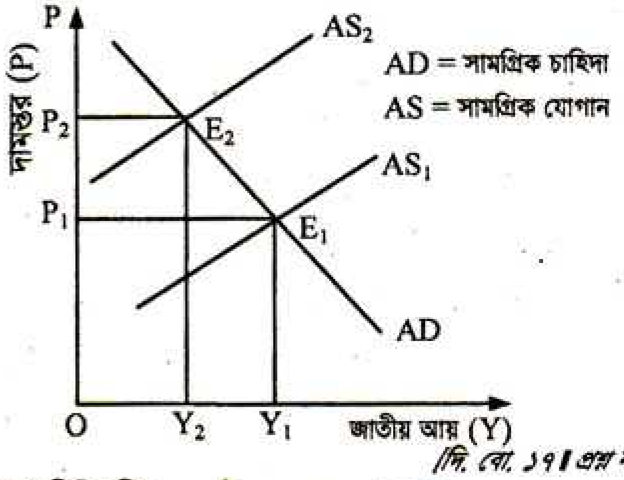

[দি. বো. ১৭। প্রশ্ন নং ৮]

ক. মুদ্রাস্ফীতি কী? ১

খ. 'অতিরিক্ত সরকারি ব্যয় মুদ্রাস্ফীতি ঘটায়'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. চিত্রে কোন ধরনের মুদ্রাস্ফীতি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পেলে প্রদত্ত চিত্রে কী পরিবর্তন হবে? ব্যাখ্যা করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুদ্রাস্ফীতি বলতে এমন এক অবস্থাকে বোঝায়, যখন স্বল্পকাল ব্যবধানে উৎপাদন স্থির থেকে দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং এর ফলে অর্থের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়। মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম কারণ হলো অতিরিক্ত সরকারি ব্যয়।

খ অতিরিক্ত সংসারি ব্যয় বৃদ্ধির কারণে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয়। দেশে বিভিন্ন অনুন্নয়ন ও উন্নয়নমূলক কাজের জন্য সরকার প্রায়ই তার আয়ের তুলনায় অনেক বেশি ব্যয় করে ফেলে। এ অত্যধিক ব্যয় মেটাতে গিয়ে স্বল্প সময়েই সরকারকে অতিরিক্ত নোট ছাপাতে হয় কিংবা বিদেশ থেকে ঋণ গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু স্বল্পকালে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হয় না বলে দামস্তর বাড়ে ও মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

গ চিত্রে ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি প্রকাশ পেয়েছে।

উৎপাদন খরচ বৃদ্ধির কারণে সামগ্রিক যোগান হ্রাসের মাধ্যমে যে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে, তাকে ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে।

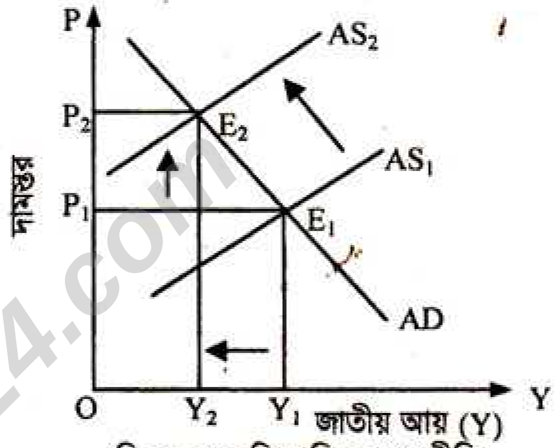

চিত্র: ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি

চিত্রে, ভূমি (OY) অক্ষে জাতীয় আয় ও লম্ব (OP) অক্ষে দামস্তর নির্দেশ করা হয়েছে। উপকরণের দামবৃদ্ধি, উৎপাদন হ্রাস ইত্যাদির কারণে সামগ্রিক যোগান রেখা বামে স্থানান্তরের মাধ্যমে দামস্তর বৃদ্ধি পায়। চিত্রে প্রাথমিক অবস্থায় তথা E_1 বিন্দুতে AD = AS_1 হওয়ায় Y_1 আয়স্তরে P_1 দাম নির্ধারিত হয়। সামগ্রিক যোগান হ্রাসের ফলে সামগ্রিক যোগান রেখা AS_1 থেকে AS_2 হওয়ায় E_1E_2 পরিমাণ অতিরিক্ত যোগান হ্রাস পায়। ফলে P_1 থেকে P_2-তে দাম বৃদ্ধি পায়। সামগ্রিক যোগান হ্রাসের কারণে এ মুদ্রাস্ফীতি ঘটে বলে একে ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বা যোগান মুদ্রাস্ফীতি বলে।

ঘ সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পেলে প্রদত্ত চিত্রে AD রেখা ডানদিকে উপরে স্থানান্তরিত হবে।

অর্থনীতিতে সামগ্রিক চাহিদা (AD) বৃদ্ধির কারণে যে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে তাকে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়। সাধারণত ভোগ বৃদ্ধি, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি, রপ্তানি বৃদ্ধি, মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি ও সুদের হার হ্রাস-বৃদ্ধির কারণে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি ঘটে থাকে।

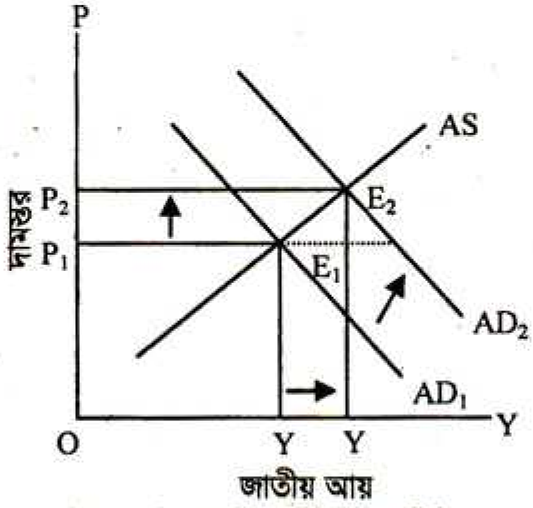

চিত্র: চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি

https://teachingbd24.com

চিত্রে, ভূমি (OY) অক্ষে জাতীয় আয় ও লম্ব (OP) অক্ষে দামস্তর নির্দেশ করা হয়েছে। E_1 বিন্দুতে $AD_1 = AS$ এর মাধ্যমে প্রাথমিক ভারসাম্য অর্জিত হয়। ফলে P_1 দামস্তরে Y_1 জাতীয় আয় নির্ধারিত হয়। সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির কারণে AD_1 থেকে AD_2 হয় ফলে E_1E_2 পরিমাণ অতিরিক্ত চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে। $AD_2 = AS$ হওয়ায় E_2 বিন্দুতে ভারসাম্য অর্জিত হয়েছে। সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির জন্য ব্যক্তির আয় Y_1 থেকে Y_2 হয় এবং দামস্তর P_1 থেকে P_2 বৃদ্ধি পায়। এভাবে চাহিদা বৃদ্ধির ফলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে।

প্রশ্ন ▶ ৬ জাতীয় বেতন স্কেল বাস্তবায়নের কারণে সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন ভাতা বাবদ সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় দ্বিগুণ। একই সাথে পাল্লা দিয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে জিনিসপত্রের দাম ও জীবনযাত্রার ব্যয়ভার। ফলশ্রুতিতে ভূমিহীন কৃষক, বেকার, গরিব জনসাধারণ ও সীমিত আয়ের লোকদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। *[কু. বো. ১৭। প্রশ্ন নং ১১]*

ক. সূচক সংখ্যা কী? ১
খ. অর্থ সরবরাহ বৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতির মূল কারণ— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিস্থিতি অর্থনীতির কোন বিষয়কে নির্দেশ করে— ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে আয় ও সম্পদ বণ্টনের ওপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব কীরূপ হবে— আলোচনা করো। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সূচক সংখ্যা হলো একটি সংখ্যাবাচক গড় পদ্ধতি, যা অর্থের মূল্য পরিবর্তন পরিমাপ করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

খ অর্থের সরবরাহ বৃদ্ধি পেলে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায় ফলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে।
বাজারে অর্থের যোগান বৃদ্ধি পেলে অর্থের মূল্য কমে যায়। এটি বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতির প্রধান কারণ বলে বিবেচিত হয়। কারণ, বাজারে অর্থের ক্রয়ক্ষমতা কমে গেলে একই পণ্য পূর্বের তুলনায় অধিক পরিমাণ অর্থ দিয়ে ক্রয় করতে হয়। অর্থাৎ অর্থের যোগান বিপুল পরিমাণে বাড়লে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার তুলনায় দামস্তর বেড়ে যায়। ফলে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয়। এভাবে বাজারে অর্থের সরবরাহ বৃদ্ধি পেলে অর্থের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় মুদ্রাস্ফীতি ঘটে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিস্থিতি অর্থনীতির চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতিকে নির্দেশ করে।
অর্থনীতিতে চাহিদা বৃদ্ধির জন্য দামস্তর বৃদ্ধির প্রবণতাকে চাহিদা বৃদ্ধি জনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে। একটি অর্থনীতিতে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি অর্থাৎ ভোগ বৃদ্ধি, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি, রপ্তানি বৃদ্ধি, মুদ্রার সরবরাহ বৃদ্ধি, সুদের হার হ্রাসের ফলে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি ঘটে থাকে। এক্ষেত্রে চাহিদা বৃদ্ধির জন্য (AD) রেখা ডান দিকে স্থান পরিবর্তন করে। চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। কারণ এর ফলে দামস্তর বৃদ্ধির সাথে সাথে উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। যা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে।
উদ্দীপকে জাতীয় বেতন স্কেল বাস্তবায়নের ফলে বেতন ভাতা বৃদ্ধি পায়। ফলে সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি পায়, আর সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায়। ফলে দামস্তরের বৃদ্ধি ঘটে এবং মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয়। এই ধরনের মুদ্রাস্ফীতি চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতিকে নির্দেশ করে। কারণ সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির ফলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটলে তা চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির অন্তর্ভুক্ত।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে আয় ও সম্পদের বণ্টনের ওপর মুদ্রাস্ফীতির ঋণাত্মক প্রভাব পরিলক্ষিত হবে।
মুদ্রাস্ফীতির ফলে সমাজে আয়বৈষম্য সৃষ্টি হয়। ধনীরা আরো ধনী ও গরিবেরা আরো গরিব হতে থাকে। এতে এক শ্রেণির লোক লাভবান আর অন্য শ্রেণি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের নাগালের বাইরে চলে যায়। এছাড়া সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষকেও হিমশিম খেতে হয়। অন্যদিকে, সরকারি চাকরিজীবী, ধনী ব্যবসায়ী শ্রেণি, শিল্পপতি সমাজে এরা লাভবান হতে থাকে। এর ফলে ঋণদাতা ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও ঋণগ্রহীতা লাভবান হয়। স্থির আয়ের জনগণ যেমন- বেসরকারি চাকরিজীবী, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ী এরা ব্যাপকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়। একটি উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে একই সমাজের দুইমুখী অবস্থান কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। এতে সামগ্রিকভাবে সকলে লাভবান হয় না। ফলে অর্থনীতিতে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটে।
উদ্দীপকে দেখা যায়, সরকারি বেতন বৃদ্ধি পায় বলে সরকার ব্যয় নির্বাহের জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের দাম বাড়িয়ে প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থান করে। কিন্তু এতে শুধু একশ্রেণি লাভবান হচ্ছে। অপরদিকে, ভূমিহীন কৃষক, বেকার, গরিব জনসাধারণ, স্থির বা সীমিত আয়ের লোকদের জীবননির্বাহ করা কঠিন হয়ে পড়েছে।
সুতরাং, আমরা বলতে পারি যে, বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে এ ধরনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য কাম্য নয়। দেশের বেশির ভাগ সম্পদ কুক্ষিগত হয় মুষ্টিমেয় ব্যক্তিবর্গের হাতে। বাকি সিংহভাগ জনসাধারণ মানবেতর জীবননির্বাহ করে। দেশের এই বিপুল পরিমাণ জনগণের স্বার্থ উপেক্ষা করে কোনোভাবেই কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব না। এটি উন্নয়নের পরিপন্থী।

প্রশ্ন ▶ ৭ সরকার বিগত বছরগুলোতে দেশের অর্থনৈতিক ও নিয়োগ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকল্পে ব্যয়বৃদ্ধি করছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রাস্তাঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট, ফ্লাইওভারসহ বড় বড় অবকাঠামো নির্মিত হচ্ছে। ফলে দ্রব্যসামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে, এর ফলশ্রুতিতে নির্দিষ্ট আয়ের লোকজন চাপে পড়ছে। *[চ. বো. ১৭। প্রশ্ন নং ৭]*

ক. মুদ্রাস্ফীতি কী? ১
খ. মুদ্রাস্ফীতির সাথে অর্থের মূল্যের কি ধরনের সম্পর্ক রয়েছে?— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মুদ্রাস্ফীতিটি কী ধরনের মুদ্রাস্ফীতি?— ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে নির্দিষ্ট আয়ের লোকদের চাপ নিরসনের জন্য তুমি কোন ধরনের সমাধান সুপারিশ করবে?— তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুদ্রাস্ফীতি বলতে এমন এক অবস্থাকে বোঝায়, যখন স্বল্পকাল ব্যবধানে উৎপাদন স্থির থেকে দ্রব্য মূল্য ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং এর ফলে অর্থের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়।

খ মুদ্রাস্ফীতির সাথে অর্থের মূল্যের বিপরীত সম্পর্ক রয়েছে।
দেশে যখন মুদ্রাস্ফীতির মাত্রা বাড়ে তখন দামস্তর বাড়ে। দামস্তরের সাথে মুদ্রার মূল্যের সম্পর্ক বিপরীত। কাজেই দেশে যখন মুদ্রাস্ফীতির মাত্রা বাড়ে তখন দামস্তর বাড়ে অর্থাৎ অর্থের মূল্য কমে যায়। আবার মুদ্রাস্ফীতির মাত্রা কমলে অর্থাৎ দামস্তর কমলে অর্থের মূল্য বাড়বে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত মুদ্রাস্ফীতিটি ব্যয় বৃদ্ধিজনতি মুদ্রাস্ফীতি হিসেবে পরিচিত।
উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির ফলে সামগ্রিক যোগান (AS) হ্রাসের মাধ্যমে যে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়, তাকে ব্যয় বৃদ্ধিজনতি মুদ্রাস্ফীতি (Cost Push Inflation) বলে। এ মুদ্রাস্ফীতি নিচে চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো—
চিত্রে AD, ASo ও AS_1 হলো যথাক্রমে সামগ্রিক চাহিদা রেখা, প্রাথমিক সামগ্রিক যোগান রেখা এবং পরিবর্তিত সামগ্রিক যোগান রেখা। প্রাথমিক অবস্থায় E_0 বিন্দুতে AD রেখা ASo রেখাকে ছেদ করায় Y_0 আয়স্তরে Po দামস্তর নির্ধারিত হয়। এখন ব্যয় বৃদ্ধির কারণে AS_1 রেখা AD রেখাকে E_1 বিন্দুতে ছেদ করায় নতুন আয়স্তর Y_1 এ দামস্তর P_1 নির্ধারিত হয়।

https://teachingbd24.com

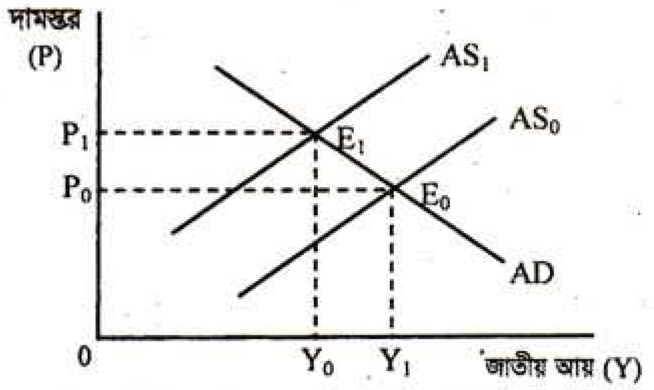

এক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধির দরুন যোগান হ্রাসের কারণে দামস্তর P_0 থেকে P_1 তে বৃদ্ধি পায়। ফলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। ব্যয় বৃদ্ধির দরুণ সামগ্রিক যোগান হ্রাসের কারণে এ মুদ্রাস্ফীতি ঘটে বলে একে ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে।

ঘ উদ্দীপকে যে ধরনের মুদ্রাস্ফীতির বিষয় তুলে ধরা হয়েছে তা ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি হিসেবে পরিচিত। সরকার বিগত বছরগুলোতে আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো নির্মাণ ও দারিদ্র্য নিরসনের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছে। এদিকে কলকারখানায় শ্রমিকদের মজুরিও অনেক বেড়েছে। ফলশ্রুতিতে দেখা দিয়েছে ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি। এর দরুন সমাজের নির্দিষ্ট আয়ের লোকজন চাপের মধ্যে পড়েছে। তাদের চাপ নিরসনের জন্য নিম্নোক্ত সুপারিশগুলো করা যায়—

১. ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম কারণ হলো অতিরিক্ত সরকারি ব্যয়। কাজেই এ ধরনের মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারি ব্যয় হ্রাস করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সরকারের অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় কমাতে পারে।

২. ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম কারণ হলো উল্লেখযোগ্য হারে মজুরি বৃদ্ধি। সাধারণত শ্রমিক সংঘের প্রবল চাপের দরুন এমনটি ঘটে। তাই সরকারের উচিত, শ্রমিক সংঘগুলোকে তাদের মজুরি বৃদ্ধির অযৌক্তিক দাবিগুলো সম্পর্কে সচেতন করা এবং প্রয়োজনে মজুরির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করে দেয়া।

৩. হঠাৎ করে উৎপাদন হ্রাস পেলেও ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি ঘটতে পারে। তাই এরূপ মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য অর্থনীতির সকল খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি প্রয়োজন।

৪. জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলেও ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে। তাই সরকার জনসাধারণের কাছ থেকে বিভিন্ন মেয়াদি ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে তাদের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস করে বিদ্যমান মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে।

৫. পরোক্ষ কর বিদ্যমান মুদ্রাস্ফীতিতে ইন্ধন যোগায়। তাই তা নিয়ন্ত্রণের জন্য পরোক্ষ করহার হ্রাস করা প্রয়োজন।

উপরিউল্লিখিত বিভিন্ন উপায়ে ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করে নির্দিষ্ট আয়ের লোকদের ওপর চাপ কমানো যায়।

প্রশ্ন ▶ ৮

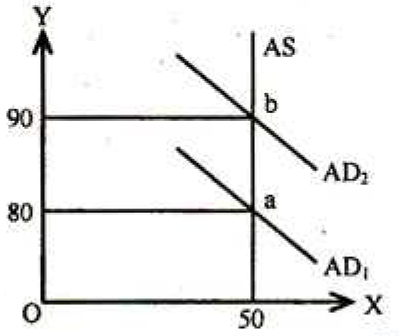

[সি. বো. ১৭। প্রশ্ন নং ৮]

ক. সূচক সংখ্যা কী? ১
খ. রপ্তানি বৃদ্ধি কীভাবে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করে? ব্যাখ্যা করো। ২
গ. চিত্র অনুযায়ী, মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ নির্ণয় করো। ৩
ঘ. চিত্রে উল্লিখিত মুদ্রাস্ফীতির কারণ বিশ্লেষণ করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট বছরের গড়পড়তা মূল্যকে অন্য কোনো ভিত্তি বছরের গড়পড়তা মূল্যের সাথে তুলনায় শতাংশরূপে প্রকাশ করার জন্য যে সংখ্যাবাচক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, তাকে সূচক সংখ্যা বলে।

খ রপ্তানি বৃদ্ধির দ্বারা অভ্যন্তরীণ বাজারে পণ্যের যোগান হ্রাস পেলে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয়।
কোনো দেশে আমদানি অপেক্ষা রপ্তানি বেশি হলে তথা বৈদেশিক বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত দেখা দিলে জনগণের আয় বৃদ্ধি পায় ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সে অনুপাতে উৎপাদন না হলে তখন দ্রব্যসামগ্রীর দামস্তর বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। সুতরাং, রপ্তানি বৃদ্ধির দ্বারা অভ্যন্তরীণ যোগান হ্রাস বা আয় বৃদ্ধি ঘটলে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয়।

গ উল্লিখিত চিত্র অনুযায়ী, মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ ab বা ১০ একক।
উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্রটি হলো চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি। ভোগ ব্যয়, বিনিয়োগ ও সরকারি ব্যয় তথা চাহিদা বৃদ্ধির ফলে যদি দামস্তর বৃদ্ধি পায়, তবে তাকে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে।
প্রদত্ত চিত্রে লক্ষ করা যায়, X-অক্ষ বরাবর দ্রব্যের পরিমাণ ও Y অক্ষ বরাবর দাম বা দামস্তর দেখানো হয়েছে। আরো লক্ষ করা যায়, প্রাথমিক চাহিদা (AD_1) এবং যোগান (AS) রেখা a বিন্দুতে ছেদ করেছে। যেখানে দামস্তর ৮০ একক। পরবর্তীতে চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে AD_1 থেকে AD_2 হলে AD_2 ও AS রেখা b বিন্দুতে ছেদ করে। যেখানে দাম নির্ধারিত হয় ৯০ একক। এক্ষেত্রে দামস্তর হলো (৯০-৮০) বা ১০ একক। যা চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতিকে নির্দেশ করে।
উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, প্রদত্ত চিত্র অনুযায়ী, মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ হলো ১০ একক।

ঘ প্রদত্ত চিত্রে উল্লিখিত মুদ্রাস্ফীতিটি হলো চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি। নিচে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির কারণ বিশ্লেষণ করা হলো।
বর্তমানে যোগানের তুলনায় চাহিদা বেশি হলে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। কারণসমূহ হলো নিম্নরূপ:

১. **সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি:** সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম কারণ। দেশের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। কিন্তু সে অনুপাতে স্বল্পকালে উৎপাদন বাড়ে না, যার ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

২. **অর্থের যোগান বৃদ্ধি:** অর্থের যোগান বাড়লে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে। ফলে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয়।

৩. **ব্যয়যোগ্য আয় বৃদ্ধি:** দেশে জনগণের ব্যয়যোগ্য আয় বাড়লে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়ে। ফলে দামস্তর ঊর্ধ্বমুখী হয়।

৪. **জনসংখ্যা বৃদ্ধি:** জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে চাহিদা বৃদ্ধির দ্বারা দেশের দামস্তর বাড়ে তথা মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

উপর্যুক্ত কারণগুলো ছাড়াও চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির অন্যান্য কারণগুলো হলো ঘাটতি ব্যয়, অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বৃদ্ধি, রপ্তানি বৃদ্ধি ও উদার ঋণ নীতি ইত্যাদি।

প্রশ্ন ▶ ৯ বাংলাদেশে দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা সত্ত্বেও তা অব্যাহত রয়েছে। এর ফলে ভোগান্তির শিকার হচ্ছে গরিব, নিম্নবিত্ত, চাকরিজীবী ও সীমিত আয়ের মানুষ। অপরদিকে, লাভবান হচ্ছে অসাধু ব্যবসায়ীরা।

[য. বো. ১৭। প্রশ্ন নং ৭]

ক. ভোক্তার মূল্যসূচক কী? ১
খ. সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতি ঘটায়— ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অবস্থায় সমাজের ওপর প্রভাবসমূহ আলোচনা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত গরিব, নিম্নবিত্ত, সীমিত আয়ের মানুষের ভোগান্তি থেকে উত্তরণের জন্য কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে? ৪

Teachingbd24.com

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভোক্তাদের ব্যয় সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে মূল্যসূচক নির্ণয়ের পদ্ধতিকে ভোক্তার মূল্যসূচক বা CPI বলে।

খ সৃজনশীল ৫ এর 'খ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

গ বাংলাদেশে বিদ্যমান মুদ্রাস্ফীতি সমাজে বসবাসরত বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের ওপর বিভিন্ন প্রভাব ফেলে।

বাংলাদেশে গরিব, নিম্নবিত্ত, চাকরিজীবী ও সীমিত আয়ের লোকেরা সংখ্যায় বেশি। বিগত বছরগুলোতে দ্রব্যমূল্য ক্রমাগতভাবে বাড়লেও তাদের আয় তেমন বাড়েনি। এ জন্য একদিকে তাদেরকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম কম ক্রয় করতে হচ্ছে; অন্যদিকে জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি তথা জীবনমান উন্নত করে এমন অনেক দ্রব্য ও সেবার ভোগ বাদ দিতে হচ্ছে। এসবের ফলে তাদের জীবনযাত্রার মানে ক্রমাবনতি ঘটছে। তারা দুঃখ, কষ্ট ও হতাশার মধ্যে জীবনযাপন করছে।

বাংলাদেশে যারা সরাসরি উৎপাদনের সাথে জড়িত তারা যে দামে উৎপাদনের উপকরণসমূহ ক্রয় করছে তার চেয়ে অনেক বেশি দামে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবাদি বিক্রয় করছে। ফলে উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির দরুন তারা লাভবান হচ্ছে। তাছাড়া, ব্যবসায়ী শ্রেণি দ্রব্যাদি কম দামে ক্রয় করে সাধারণ ক্রেতাদের কাছে অনেক বেশি দামে বিক্রয় করছে। বিদ্যমান এ মুদ্রাস্ফীতির জন্য তারাও যথেষ্ট লাভবান হচ্ছে।

যারা ফটকা কারবারের সাথে জড়িত তারা কম দামে মালামাল ক্রয় করে মজুত করছে; পরে সুযোগ মতো বেশি দামে বিক্রয় করে প্রচুর মুনাফা হাতিয়ে নিচ্ছে। তাই সব মিলিয়ে লাভবান হচ্ছে অসাধু ব্যবসায়ীরা। এভাবে দেখা যায়, বাংলাদেশে চলমান মুদ্রাস্ফীতি গরিব, নিম্নবিত্ত, চাকরিজীবী ও সীমিত আয়ের মানুষদেরকে বিরূপভাবে এবং অসাধু ব্যবসায়ীদেরকে অনুকূলভাবে প্রভাবিত করছে।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত গরিব, নিম্নবিত্ত, সীমিত আয়ের মানুষেরা চলমান উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির শিকার; তাদের দুর্ভোগের শেষ নেই। এ শ্রেণির মানুষদেরকে ভোগান্তি থেকে উত্তরণের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। নিচে তা আলোচনা করা হলো:

১. দেশে বিদ্যমান উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি প্রতিকারের অন্যতম উপায় হলো কৃষি, শিল্পসহ সব খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি করা। দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের উৎপাদন তথা যোগান যথেষ্ট বৃদ্ধি পেলে তা তখন বর্ধিত চাহিদা পূরণে সক্ষম হবে। সে অবস্থায় দামস্তরের ঊর্ধ্বগতি রোধ হবে এবং মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আসবে।

২. উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পেলে উৎপাদিত পণ্যের দাম কমে যায়। তখন মুদ্রাস্ফীতির চাপ কমে বাংলাদেশে উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি প্রতিকারের জন্য তাই উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করা প্রয়োজন।

৩. অর্থ ও ঋণের যোগানের বিপুল বৃদ্ধি বাংলাদেশে চলমান মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম কারণ। তাই মুদ্রাস্ফীতির প্রতিকার করতে হলে বাংলাদেশে ব্যাংক কর্তৃক মুদ্রার যোগান এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কর্তৃক সৃষ্ট ঋণের পরিমাণ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

৪. বাংলাদেশে উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির প্রতিকারার্থে বিদ্যমান আর্থিক পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাজস্ব নীতি গ্রহণ করতে হবে। এর অধীনে পরোক্ষ করের পরিবর্তে প্রত্যক্ষ করের আওতা ও হার বৃদ্ধি, অনুৎপাদনশীল ও অপ্রয়োজনীয় খাতে সরকারি ব্যয় হ্রাস ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

৫. সরকার ফটকা বাজার ও ফটকা কারবারিকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দামস্তর হ্রাস করতে পারে। এছাড়া মজুতদারি ও চোরাকারবারি রোধ করতে পারলে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা সম্ভব হবে।

সুতরাং বলা যায়, উপরিউল্লিখিত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ ও তা যথাযথভাবে কার্যকর করলে দেশে বিরাজমান উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হবে এবং সাধারণ মানুষদের ভোগান্তি অনেকটাই কমবে।

প্রশ্ন ▶১০ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

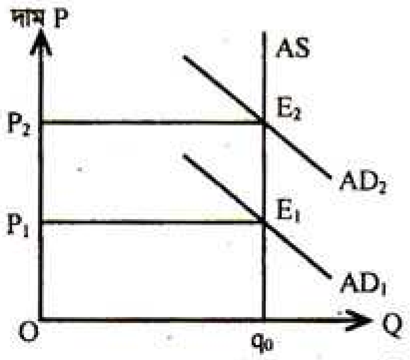

[ব. বো. ১৭। প্রশ্ন নং ৭]

ক. সূচক সংখ্যা কী? ১

খ. খরচ বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি অর্থনীতির জন্য খারাপ কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে দাম P_1 থেকে P_2-তে পরিবর্তনের কারণগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, আর্থিক নীতি দামস্তর P_2 থেকে P_1 এ নিয়ন্ত্রণের জন্য যথেষ্ট? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট বছরের গড়পড়তা দামকে অন্য কোনো ভিত্তি বছরের গড়পড়তা দামের তুলনায় শতাংশরূপে প্রকাশ করার জন্য যে সংখ্যাবাচক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, তাকে সূচক সংখ্যা বলে।

খ খরচ বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকারক।

খরচ বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি ঘটার অন্যতম কারণ হলো— শ্রমিক সংঘসমূহের দাবির প্রেক্ষিতে মজুরি এতটা বৃদ্ধি, যা তাদের উৎপাদনশীলতার সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। তাছাড়া, একচেটিয়া কারবারিরা অতিরিক্ত মুনাফার লোভে তাদের দ্রব্যের যোগান লক্ষণীয়ভাবে কমিয়ে দিলে এ মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। ব্যাপকভাবে পরোক্ষ কর আরোপের দরুন দামস্তর বাড়লে জনসাধারণ বেশি ব্যয় করতে বাধ্য হয়; তখন স্থির আয়ের লোকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এসব কারণে খরচ বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি অর্থনীতির জন্য খারাপ বলে গণ্য হয়।

গ উদ্দীপকের চিত্রে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি দেখানো হয়েছে। দাম P_1 থেকে P_2-তে পরিবর্তিত হওয়ায় এ মুদ্রাস্ফীতি ঘটেছে। চিত্রে দাম P_1 থেকে P_2-তে পরিবর্তনের কিছু কারণ রয়েছে; নিচে তা ব্যাখ্যা করা হলো:

১. সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম কারণ– বর্তমানে দেশের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। কিন্তু সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির অনুপাতে স্বল্পকালে উৎপাদন বাড়ে না। ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

২. মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম প্রধান কারণ হলো জনসংখ্যা বৃদ্ধি। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে পণ্যসামগ্রীর চাহিদা বেড়ে যায়। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় উৎপাদন না বাড়লে মূল্যস্তর বৃদ্ধির মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

৩. বর্তমানে সকল সরকারকেই অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় করতে হয়। যেমন— শিশু পার্ক, অডিটোরিয়াম, চিত্তবিনোদ কেন্দ্র, স্টেডিয়াম, খেলাধুলার সরঞ্জাম ক্রয় প্রভৃতি খাতে সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। এজন্যও মুদ্রাস্ফীতি হয়।

৪. রপ্তানি বৃদ্ধির কারণেও মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। কেননা রপ্তানি বৃদ্ধির ফলে অভ্যন্তরীণ বাজারে যোগান কমে যায় এবং মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে চিত্রে দাম P_1 থেকে P_2-তে পরিবর্তনের জন্য উপরিউল্লিখিত কারণগুলো দায়ী।

ঘ উদ্দীপকের চিত্রে যে মুদ্রাস্ফীতি দেখানো হয়েছে তা চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে পরিচিত। এ মুদ্রাস্ফীতি কেবল আর্থিক নীতির দ্বারাই নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।

Teachingbd24.com

মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক যেসকল পদ্ধতি অবলম্বন করে সেগুলোর সমষ্টিই হলো আর্থিক নীতি। এ নীতির অধীনে ব্যাংক হার বৃদ্ধি, নগদ জমার অনুপাত বৃদ্ধি, খোলাবাজারে সরকারি ঋণপত্র বিক্রয় ইত্যাদির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশে অর্থের যোগান ও বাণিজ্যিক ব্যাংক সৃষ্ট ঋণের পরিমাণ হ্রাস করে। কিন্তু কখনো কখনো মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য এসব ব্যবস্থা পুরোপুরি কার্যকর হয় না। এ পদ্ধতির কার্যকারিতা অনেকটাই নির্ভর করে ঋণগ্রহীতাদের ওপর। মুদ্রাস্ফীতির সময় তারা অধিক ঋণ নিতে গেলে তবেই এ ব্যবস্থা কার্যকর হয় ও দামস্তর কম ও মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

আর্থিক নীতি মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য যথেষ্ট না হলে সরকার রাজস্ব নীতিরও আশ্রয় নেয়। রাজস্ব নীতির মধ্যে সরকারি ব্যয় হ্রাস, করের পরিমাণ বৃদ্ধি, সরকারি ঋণ গ্রহণ ইত্যাদি।

মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য আর্থিক ও রাজস্ব নীতির আশ্রয় গ্রহণ সত্ত্বেও কখনো কখনো সরকারকে এসবের সাথে কিছু প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে হয়। এগুলো হলো: দাম নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং, মজুরি নিয়ন্ত্রণ, আমদানি বৃদ্ধি, ফটকা কারবার নিয়ন্ত্রণ।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের চিত্রে দাম P_1 থেকে P_2-তে পরিবর্তন হলে অর্থাৎ চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলে তা নিয়ন্ত্রণের জন্য কেবল আর্থিক নীতির প্রয়োগই যথেষ্ট নয়।

প্রশ্ন ▶ ১১ উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং নিম্নের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

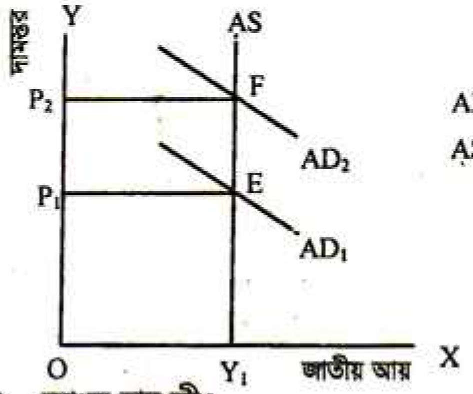

AD = সামগ্রিক চাহিদা
AS = সামগ্রিক যোগান

[ঢা. বো. ২০১৬ | প্রশ্ন নং ৮]

ক. ব্যাংক হার কী? ১

খ. মুদ্রাস্ফীতি অর্থনীতির জন্য আশীর্বাদ না অভিশাপ? ২

গ. উল্লিখিত চিত্রটি অর্থনীতির কোন ধারণার সাথে সংগতিপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. চিত্রে AD_1 স্থানান্তরিত হয়ে AD_2 হওয়ায় অর্থনীতিতে কীরূপ প্রভাব পড়ছে বলে তুমি মনে করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ব্যাংক হার বলতে এমন একটি বাট্টার হারকে বোঝায়, যে হারে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংককে অর্থ ধার দেয়।

খ মুদ্রাস্ফীতি অর্থনীতির জন্য আশীর্বাদ না অভিশাপ তা সরাসরি বলা যায় না। কারণ, মৃদু ও সহনীয় মাত্রার মুদ্রাস্ফীতি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে, যা অর্থনীতিতে আশীর্বাদ হিসেবে কাজ করে।

আবার অতিরিক্ত হারে মুদ্রাস্ফীতি সামাজিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে, বৈষম্য বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদন ও ব্যবসায় ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব ফেলে। মুদ্রাস্ফীতির জন্য মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে যায়। তখন মুদ্রাস্ফীতিকে অভিশাপ বলা যায়।

গ সৃজনশীল ১০ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

ঘ উদ্দীপকের চিত্রে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি প্রকাশ পেয়েছে। সামগ্রিক যোগান স্থির থেকে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির ফলে বাজারে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। তখন শ্রমের দক্ষতা, যোগান, উৎপাদন কৌশল, উৎপাদন ব্যয় প্রভৃতি স্থির অবস্থায় দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ফলে দামস্তর বৃদ্ধি পায়। এ ধরনের মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম উৎস হলো সামগ্রিক চাহিদা বা AD বৃদ্ধি। সমাজে সাধারণত ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় বাড়লে AD বাড়ে। সামগ্রিক যোগান AS প্রদত্ত অবস্থায় AD বৃদ্ধি পেলে দামস্তর বাড়ে; ফলে মুদ্রাস্ফীতির চাপ সৃষ্টি হয়।

১. অধিক হারে মুদ্রাস্ফীতির ফলে অর্থের ক্রয়ক্ষমতা কমে যায়। তাই জনগণ অধিক খরচে উৎসাহী হয়ে পড়ে। ফলে তাদের ভোগ ব্যয় বেড়ে যায় এবং সঞ্চয় কমে যায়। এ ছাড়াও অধিক হারে মুদ্রাস্ফীতির ফলে সঞ্চয়ের প্রকৃত মূল্য কমে যায় এবং জনগণ সঞ্চয়ে অনুৎসাহী হয়ে পড়ে। সুতরাং মুদ্রাস্ফীতি শুধু সঞ্চয়ের স্পৃহাই কমায় না, সঞ্চয়ের ক্ষমতাও (ability to save) কমায়।

২. মুদ্রাস্ফীতি স্বর্ণ, জুয়েলারি, রিয়েল এস্টেট, বাড়ি তৈরি প্রভৃতি অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগে উৎসাহী করে। এ ধরনের অনুৎপাদনশীল সম্পদ অর্থনীতির উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ায় না।

৩. মুদ্রাস্ফীতির সবচেয়ে বড় অনাকাঙ্ক্ষিত ফলাফল হলো এটি উন্নয়নশীল দেশগুলোতে গরিব মানুষের জীবনযাত্রার মানকে আরও নিচে নামিয়ে দেয়। এ কারণে প্রায়শই বলা হয় মুদ্রাস্ফীতি হলো এক নম্বর শত্রু। মুদ্রাস্ফীতির কারণে গরিব জনগণ তাদের মৌলিক চাহিদা (basic need) পূরণ করতে পারে না বলে নিম্নতম জীবননির্বাহী স্তরও বজায় রাখতে পারে না।

প্রশ্ন ▶ ১২ হাবিব একজন গ্রাম্য কৃষক। তুষার সে গ্রামের গ্রাম্য মহাজন। হাবিব তার কৃষিকাজ পরিচালনার জন্য অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎস হতে ঋণ নিয়ে থাকেন। ২০১৪ সালে হাবিব প্রতিমণ আলু ৬০০ টাকা দরে ও প্রতিমণ ধান ৪০০ টাকা দরে বিক্রি করেছিলেন। ২০১৫ সালে বাজারে আলু ও ধানের দাম একটু বেশি ছিল। তিনি আলু প্রতিমণ ৯০০ টাকা দরে ও ধান প্রতিমণ ৬০০ টাকায় বিক্রি করেন। বেশি দামে আলু ও ধান বিক্রি করতে পেরে হাবিব খুব খুশি। কিন্তু তুষারের মন বেশ খারাপ। [রা. বো. ২০১৬ | প্রশ্ন নং ৬]

ক. সূচক সংখ্যা কাকে বলে? ১

খ. 'মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে অর্থের যোগানের পরিবর্তন আবশ্যক'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে ২০১৪ সালের ভিত্তিতে ২০১৫ সালে মুদ্রাস্ফীতির হার নির্ণয় করো। ৩

ঘ. মুদ্রাস্ফীতির ফলে হাবিব ও তুষারের মনোভাব ভিন্ন রকম হওয়ার কারণ কী? ব্যাখ্যা করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট বছরের গড়পড়তা মূল্যকে অন্য কোনো ভিত্তি বছরের গড়পড়তা মূল্যের তুলনায় শতাংশরূপে প্রকাশ করার জন্য যে সংখ্যাবাচক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, তাকে সূচক সংখ্যা বলে।

খ মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের একটি অন্যতম উপায় হচ্ছে অর্থের যোগান কমানো।

মুদ্রাস্ফীতি প্রতিকারের জন্য আর্থিক কর্তৃপক্ষ তথা কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার অর্থের যোগান পরিবর্তন করে যে নীতি গ্রহণ করে তা মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আর্থিক নীতি নামে পরিচিত। সুতরাং, মুদ্রাস্ফীতি কমাতে হলে অর্থের পরিমাণ কমানো প্রয়োজন। অর্থের পরিমাণ কমাতে হলে ব্যাংক ঋণ, সরকারি ব্যয়, কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বিদেশ থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণ, টাকা ছাপানো ইত্যাদি কমাতে হবে। কারণ ব্যাংক ঋণ অর্থের পরিমাণ বাড়ায়।

গ উদ্দীপকের আলোকে, ভোক্তার মূল্যসূচক সংখ্যা ব্যবহার করে ২০১৪ সালের ভিত্তিতে ২০১৫ সালের মুদ্রাস্ফীতির হার নির্ণয় করা যায়—

	ভিত্তি বছর: ২০১৪ সাল		হিসাবি বছর: ২০১৫ সাল	
দ্রব্য	দ্রব্যের দাম (P_o)	হার $\frac{p_0}{p_0} \times 100$	দ্রব্যের দাম (Pn)	হার $\frac{p_0}{p_0} \times 100$
আলু	৬০০ টাকা প্রতিমণ	$\frac{৬০০}{৬০০} \times ১০০ =$ ১০০	৯০০ টাকা প্রতিমণ	$\frac{৯০০}{৬০০} \times ১০০ =$ ১৫০
ধান	৪০০ টাকা প্রতিমণ	$\frac{৪০০}{৪০০} \times ১০০ =$ ১০০	৬০০ টাকা প্রতিমণ	$\frac{৬০০}{৪০০} \times ১০০ =$ ১৫০

Teachingbd24.com

https://teachingbd24.com

উপরের সারণিতে দেখা যায়, ২০১৪ সালের মূল্যসূচক সংখ্যা ১০০। ২০১৫ সালের এ সংখ্যা হলো ১৫০। এ থেকে বোঝায়, ২০১৪ সাল থেকে ২০১৫ সালের দামস্তর (১৫০−২০০) = ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ অর্থের ক্রয়ক্ষমতা ৫০% হারে হ্রাস পেয়েছে।

ঘ মুদ্রাস্ফীতির ফলে কৃষক হাবিব লাভবান হবে। পক্ষান্তরে, গ্রাম্য মহাজন তুষার ক্ষতিগ্রস্ত হবে। নিচে তাদের মনোভাব ভিন্নরকম হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করা হলো–

দামস্তর বৃদ্ধির ফলে কৃষিজীবী সম্প্রদায় লাভবান হয়। বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতির ফলে কৃষি উপকরণের মূল্য যতটুকু বৃদ্ধি পায় তার তুলনায় কৃষিপণ্যের মূল্য অনেক বেশি বৃদ্ধি পায়। সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন কৃষি উপকরণের মূল্য বৃদ্ধির কারণে কৃষিপণ্যের মূল্য তার চেয়ে অধিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে কৃষিপণ্যের উৎপাদনে মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব পড়ে। এক্ষেত্রে সচ্ছল কৃষকরা লাভবান হলেও দরিদ্র কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে মুদ্রাস্ফীতির ফলে কৃষি উৎপাদনের ওপর অনুকূল প্রভাব সৃষ্টি হয়।

অন্যদিকে, মুদ্রাস্ফীতির ফলে পাওনাদার বা ঋণদাতারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ, তারা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ফিরে পেলেও তা দ্বারা পূর্বাপেক্ষা কম পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে পারবে।

পক্ষান্তরে, মুদ্রাস্ফীতির ফলে দেনাদাররা লাভবান হয়। কারণ, মুদ্রাস্ফীতির সময় ঋণগ্রহীতারা অপেক্ষাকৃত কম দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় করে নির্দিষ্ট পরিমাণ দেনার অর্থ পরিশোধ করতে পারে।

উদ্দীপকের হাবিব ও তুষারের মধ্যে এই একই প্রভাবগুলো পরিলক্ষিত হয়েছে। হাবিব মুদ্রাস্ফীতির সময় তার উৎপাদিত পণ্যের দাম পূর্বের চেয়ে বেশি পেয়েছেন এবং কম দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় করেই তুষারের ঋণ পরিশোধ করেছেন। এতে করে তুষার তার নির্দিষ্ট পরিমাণ পাওনা ফেরত পেলেও তা দ্বারা পূর্বাপেক্ষা কম পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে পারবে। এভাবে মুদ্রাস্ফীতির ফলে হাবিব ও তুষারের মনোভাব ভিন্ন রকম হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ১৩ উন্নয়নশীল দেশগুলো দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ঘাটতি ব্যয় ও অতিরিক্ত অর্থের যোগানসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করে। ফলে দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমতাবস্থায় বাজারে পর্যাপ্ত দ্রব্যসামগ্রীর যোগান থাকা সত্ত্বেও নিম্নবিত্ত মানুষের সংসার চালাতে কষ্ট হয়। এজন্য মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সরকারকে পদক্ষেপ নিতে হয়। *[দি. বো. ২০১৬ | প্রশ্ন নং ৬]*

- ক. মুদ্রাস্ফীতি কী? ১
- খ. সীমিত আয়ের মানুষের ওপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব কিরূপ? ২
- গ. উদ্দীপকের আলোকে মুদ্রাস্ফীতির কারণগুলো বাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারের পদক্ষেপগুলো বর্ণনা করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যখন কোনো দেশে প্রচলিত অর্থের পরিমাণ উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর তুলনায় অধিক হওয়ার ফলে দামস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখন সে অবস্থাকে মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়।

খ মুদ্রাস্ফীতির ফলে সীমিত আয়ের লোকেরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ দামস্তর বাড়লে একই পরিমাণ মজুরি দ্বারা তারা পূর্বের চেয়ে কম দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে বাধ্য হয়।

সীমিত আয়ের লোকের ওপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব সবচেয়ে বেশি লক্ষ করা যায়। কারণ তাদের আয়ের সীমা নির্দিষ্ট থাকে। এই নির্দিষ্ট আয়ের ওপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব পড়লে তাদের প্রকৃত আয় কমে যায়। ফলে তাদের জীবনযাত্রার মান এবং ভোগব্যয় কমে যায়। এ ছাড়াও মুদ্রাস্ফীতি চলমান অবস্থায় দেশের ভূমিহীন, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ তাদের ক্রয়ক্ষমতা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

গ উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, উন্নয়নশীল দেশগুলো ঘাটতি ব্যয় ও অতিরিক্ত অর্থের যোগানসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করার ফলে দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। নিচে এর কারণগুলো ব্যাখ্যা করা হলো–

১. উন্নয়নশীল দেশে মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম প্রধান কারণ হলো অর্থের যোগানের বিপুল বৃদ্ধি। অর্থের যোগান বিপুল পরিমাণ বাড়লেও দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাদির পরিমাণ তার তুলনায় না বাড়ায় দামস্তর বেড়ে মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয়েছে।

২. বড় আয়তনের বাজেট বাস্তবায়নের জন্য অভ্যন্তরীণ ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণ বৃদ্ধি পাওয়ায় তা দামস্তর বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। বিগত বছরগুলোতে রাজস্ব ও উন্নয়ন ব্যয় উভয়ই যথেষ্ট পরিমাণে বেড়েছে। রাজস্ব ব্যয় বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন তেমন না বাড়ায় এবং নির্বাহকৃত উন্নয়ন ব্যয়ের সুফল দ্রুত প্রাপ্ত না হওয়ায় দামস্তর বেড়ে চলেছে।

৩. উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও দরিদ্রদের জন্য আর্থিক নিরাপত্তাব্যবস্থা এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে উচ্চহারে ভর্তুকি বজায় রাখার স্বার্থে সরকারের সামগ্রিক ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে বাজেট ঘাটতি অব্যাহত রয়েছে। এ বিষয়টি দেশের মূল্যস্ফীতির একটি কারণ।

৪. উন্নয়নশীল দেশে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বড় আয়তনের বাজেট বাস্তবায়নের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। কিন্তু এসব ব্যয়ের বিপরীতে সমপরিমাণ দ্রব্য ও সেবাপ্রবাহ সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হয় না বলে দামস্তর বৃদ্ধি পায়। এসব দেশে উন্নয়নমুখী ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

ঘ সৃজনশীল ৪ এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৪ 'A' একটি দরিদ্র দেশ। 'A' দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে সরকার প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ জ্বালানি তেল আন্তর্জাতিক বাজার থেকে ক্রয় করে। ২০১০ সালে 'A' দেশে প্রতি লিটার তেলের দাম ছিল ৬০ টাকা। পরবর্তী বছর মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ বিগ্রহের কারণে জ্বালানি তেলের আন্তর্জাতিক বাজারে অস্থিরতা দেখা দেয় এবং 'A' দেশের সরকারকে প্রতি লিটার জ্বালানি তেল ৯০ টাকা করে কিনতে হয়। জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির ফলে সরকার বিপুল পরিমাণ ভর্তুকি দিয়ে জ্বালানি তেল আমদানি করে। এতে সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি পায়। *[কু. বো. ২০১৬ | প্রশ্ন নং ৫]*

- ক. মুদ্রাস্ফীতি কাকে বলে? ১
- খ. মুদ্রাস্ফীতির ওপর মুদ্রার যোগান বৃদ্ধির প্রভাব বুঝিয়ে লেখ। ২
- গ. উদ্দীপক হতে ২০১১ সালে 'A' দেশের জ্বালানি তেলের মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপ করো। ৩
- ঘ. 'A' দেশের সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি সামগ্রিক মুদ্রাস্ফীতি তৈরিতে কীভাবে ভূমিকা রাখে বলে তুমি মনে করো? ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যখন কোনো দেশে প্রচলিত অর্থের পরিমাণ উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর তুলনায় অধিক হওয়ার ফলে দামস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখন সে অবস্থাকে মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়।

খ মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম কারণ হলো অর্থের যোগান বৃদ্ধি। বাংলাদেশেও মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম প্রধান কারণ অর্থের যোগানের বিপুল বৃদ্ধি। অর্থের যোগান বিপুল পরিমাণ বাড়লে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাদির পরিমাণ তার তুলনায় না বাড়লে দামস্তর বেড়ে মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি করে। আর অর্থের যোগান বাড়লে মানুষের আয় ও ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে। ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। এভাবেই মুদ্রার যোগান বৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতির ওপর প্রভাব ফেলে।

গ উদ্দীপক অনুসারে ভোক্তার দামসূচক ব্যবহার করে 'A' দেশের ২০১১ সালের জ্বালানি তেলের মুদ্রাস্ফীতির হার পরিমাপ করা যায়। এজন্য নিম্নের সূত্রটি ব্যবহার করে নির্ণয় করতে পারি। মুদ্রাস্ফীতির হার (২০১১ সাল)

$$= \frac{\text{চলতি বছরের দামস্তর (২০১১)} - \text{গত বছরের দামস্তর (২০১০)}}{\text{গত বছরের দামস্তর (২০১০)}} \times ১০০$$

Teachingbd24.com

২০১০ সালের জ্বালানি তেলের দাম ছিল ৬০ টাকা এবং ২০১১ সালের জ্বালানি তেলের দাম বেড়ে দাঁড়ায় ৯০ টাকা। তাহলে ২০১১ সালের মুদ্রাস্ফীতির হার কত হবে তা নির্ণয় করি:

$$\text{মুদ্রাস্ফীতির হার (২০১১ সাল)} = \frac{৯০-৬০}{৬০} \times ১০০$$

$$= \frac{৩০}{৬০} \times ১০০ = \frac{৩০০০}{৬০} = ৫০\% ।$$

সুতরাং, 'A' দেশে ২০১১ সালে জ্বালানি তেলের মুদ্রাস্ফীতির হার হলো ৫০%।

ঘ 'A' দেশের সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি সামগ্রিক মুদ্রাস্ফীতি তৈরিতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখে।

যেকোনো দেশের অর্থনীতিতে জ্বালানি ও বিদ্যুৎ গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আমদানিকৃত খনিজ তেল, দেশে উৎপাদিত গ্যাস, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য জ্বালানির দাম উর্ধ্বগামী হওয়ায় 'A' দেশে উৎপাদন ব্যয় বাড়ছে। উৎপাদনের উপকরণ বিশেষ করে কাঁচামাল ও শ্রম ইত্যাদির দাম বৃদ্ধির ফলে উৎপাদনের ব্যয় বাড়ার মাধ্যমে যে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় তাকে ব্যয় প্ররোচিত মুদ্রাস্ফীতি বলে। আধুনিককালে সরকারকে বিভিন্ন ধরনের জনকল্যাণমূলক কাজ করতে হয়। এর ফলে সরকারকে একদিকে ভর্তুকি দিয়ে দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী আমদানি করতে হয়। অন্যদিকে, বিভিন্ন আমদানিকৃত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়িয়ে অর্থ সংস্থান করতে হয়। যেমন— পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস প্রভৃতির দাম বাড়লে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাড়ে। এর ফলে মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয়।

সরকার ব্যাপক হারে পণ্যসামগ্রীর ওপর পরোক্ষ কর আরোপ করলে মূল্যস্তর বেড়ে যায় এবং মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয়। এভাবে 'A' দেশের সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি সামগ্রিক মুদ্রাস্ফীতি তৈরিতে ভূমিকা রাখে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ▶ ১৫ সালাম সাহেব 'X' দেশে বাস করেন। তার দেশের ২০১০ এবং ২০১৪ সালের বিভিন্ন ভোগ্যদ্রব্যের দাম এবং পরিমাণের তালিকা নিম্নরূপ:

ভোগ্যদ্রব্য	২০১০ সাল		২০১৪ সালের
	দাম (টাকা)	পরিমাণ (কেজি)	দাম (টাকা)
চাল	৩০	৩৫	৩৮
গম	২৮	১০	৩২
চিনি	৩৫	৫	৪৩
বিবিধ	২০	১২	২৪

দেশটির সরকার দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার তাগিদে ব্যাংক হার, সঞ্চয়পত্রের ওপর সুদের হার, নগদ রিজার্ভের অনুপাত বৃদ্ধি এবং পরোক্ষ করের হার কমিয়ে দেয়। *[সি. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৬]*

ক. ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি কী? ১

খ. মুদ্রাস্ফীতির সময়ে করদাতা লাভবান না ক্ষতিগ্রস্ত হন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে 'X' দেশের ভোক্তার মূল্যসূচক (CPI) নির্ণয় করো। ৩

ঘ. সরকারের গৃহীত কার্যক্রমসমূহ দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা অর্জনে কীভাবে ভূমিকা রাখে? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করো। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দ্রব্যের চাহিদা স্থির থেকে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির কারণে অথবা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে উৎপাদন হ্রাস পেলে দ্রব্যের যোগান হ্রাস পেয়ে যে মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয়, তাকে ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে। মুদ্রাস্ফীতির সময়ে করদাতারা লাভবান হয়।

খ মুদ্রাস্ফীতির সময় করদাতা লাভবান হন। দামস্তর বৃদ্ধির ফলে করদাতারা পূর্বাপেক্ষা কম দ্রব্যসামগ্রী বিক্রি করে কর পরিশোধ করতে পারে বলে করদাতা লাভবান হয়। তাছাড়া মুদ্রাস্ফীতির সময় নগদ অর্থের আকারে কর প্রদান করায় করদাতাদের প্রকৃত ভার কম হয়।

গ নিচে উদ্দীপকের আলোকে 'X' দেশের ভোক্তার মূল্য সূচক নির্ণয় করা হলো—

ভোগ্যদ্রব্য	ভিত্তি বছর (২০১০)			চলতি বছর (২০১৪)	
	পরিমাণ (Q_0)	দাম (P_0)	ব্যয় (P_0Q_0)	দাম (Pn)	ব্যয় (PnQ_0)
চাল	৩৫	৩০	১০৫০	৩৮	১৩৩০
গম	১০	২৮	২৮০	৩২	৩২০
চিনি	৫	৩৫	১৭৫	৪৩	২১৫
বিবিধ	১২	২০	২৪০	২৪	২৮৮
মোট ব্যয়	$\sum P_0Q_0$ = ১৭৪৫			$\sum PnQ_0$ = ২১৫৩	

সুতরাং ভিত্তি বছরে ভোক্তার মূল্যসূচক (CPI)

$$= \frac{\sum P_0Q_0}{\sum P_0Q_0} \times ১০০ = \frac{১৭৪৫}{১৭৪৫} \times ১০০$$

$$= ১০০$$

চলতি বছরে ভোক্তার মূল্যসূচক (CPI)

$$= \frac{\sum PnQ_0}{\sum P_0Q_0} \times ১০০ = \frac{২১৫৩}{১৭৪৫} \times ১০০$$

$$= ১২৩.৩৮$$

এক্ষেত্রে দামস্তর ২০১০ সালের তুলনায় ২০১৪ সালে (১২৩.৩৮−১০০) = ২৩.৩৮% বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতির হার হলো ২৩.৩৮%।

ঘ সালাম সাহেবের দেশে অর্থাৎ 'X' দেশটিতে সরকার দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য আর্থিক নীতি গ্রহণ করেছে।

দেশের আর্থিক কর্তৃপক্ষ (সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক) কর্তৃক অর্থব্যবস্থা পরিচালনা এবং অর্থ ও ঋণের যোগানের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ-সংক্রান্ত নীতিই হলো আর্থিক নীতি। এ নীতির অন্তর্গত মুদ্রাস্ফীতিবিরোধী নীতি গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশে অর্থ ও ঋণের পরিমাণ হ্রাস করতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রার প্রচলন সরাসরি হ্রাস করতে পারে। আবার কেন্দ্রীয় ব্যাংক, ব্যাংক হার বৃদ্ধি, খোলাবাজারে ঋণপত্র বিক্রয়, নগদ জমার অনুপাত বৃদ্ধি ইত্যাদি পরিমাণবাচক ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ কমাতে পারে। তাছাড়া ঋণের রেশনিং, ঋণের বরাদ্দকরণ, জামিনের প্রান্তিক হার পরিবর্তন, ভোক্তার ঋণ নিয়ন্ত্রণ, সরাসরি আদেশ প্রদান, নৈতিক চাপ, প্ররোচনা ইত্যাদি গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মাধ্যমে ঋণের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আর্থিক নীতি প্রয়োগ ঘটলে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

মুদ্রাস্ফীতি সকল অর্থনৈতিক কার্যক্রমে সমস্যা সমস্যা সৃষ্টি করে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এ জন্য কোনো অবস্থাতেই এটি কাম্য নয়। তাই মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের যথাযথ কার্যক্রমসমূহ দ্রব্যের স্থিতিশীলতা অর্জনে ভূমিকা রাখবে।

প্রশ্ন ▶ ১৬ 'A' দেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। দেশে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সরকার বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করছে। অন্যদিকে, একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী অধিক মুনাফার আশায় নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের কৃত্রিম সংকট তৈরি করছে। এর ফলে দেশে নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমতাবস্থায় সরকার নিম্ন আয়ের লোকদের খাদ্যদ্রব্য প্রাপ্তি সহজ করতে সারা দেশে খোলা বাজারে সুলভমূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিক্রয় শুরু করে। *[য. বো. ২০১৬। প্রশ্ন নং ৬]*

ক. ভোক্তার মূল্যসূচক বলতে কী বোঝায়? ১

খ. মুদ্রাস্ফীতি হলে ঋণদাতারা কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে 'A' দেশের অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতির সহায়ক কোন কোন কারণ বিদ্যমান আছে? —সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকের দেশে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসে কতটা সহায়ক বলে তুমি মনে কর? ৪

Teachingbd24.com

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভোক্তাদের ব্যয় সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে দামসূচক নির্ণয়ের পদ্ধতিকে ভোক্তার দামসূচক বা CPI বলে।

খ মুদ্রাস্ফীতির সময় দামস্তর বৃদ্ধির ফলে ঋণদাতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মুদ্রাস্ফীতির সময় ঋণদাতারা নির্দিষ্ট সময়ের পরে সুদাসলসহ যে অর্থ পায় তার ক্রয়ক্ষমতা পূর্বের চেয়ে কম হয়। কেননা মুদ্রাস্ফীতির ফলে অর্থের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায় বলে ঋণদাতার ফেরত প্রাপ্ত অর্থের মূল্য আগের চেয়ে কম হয়।এ জন্য তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

গ 'A' দেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। 'A' দেশের অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি সহায়ক কারণগুলো হলো।

প্রথমত, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সরকারের তদারকি ব্যবস্থার দুর্বলতা এবং ব্যবসা-বাণিজ্য মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার জন্য তাদের মাত্রাতিরিক্ত মুনাফা অর্জন মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম কারণ।

দ্বিতীয়ত, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বাজার ব্যবস্থা বা দাম প্রক্রিয়া সঠিকভাবে কাজ করে না। এতে করে মনোপলি ক্ষমতার সৃষ্টি হয় এবং দামস্তর বেড়ে যায়।

তৃতীয়ত, সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম কারণ। বর্তমানে দেশের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। কিন্তু সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির অনুপাতে স্বল্পকালে উৎপাদন বাড়ে না। ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

চতুর্থত, বর্তমানে সকল সরকারকেই অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় করতে হয়। যেমন- শিশু পার্ক, অডিটোরিয়াম, চিত্তবিনোদন কেন্দ্র, স্টেডিয়াম, খেলাধুলার সরঞ্জাম ক্রয় প্রভৃতি খাতে সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। এজন্যও মুদ্রাস্ফীতি হয়।

ঘ উদ্দীপকের দেশে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ মুদ্রাস্ফীতি হ্রাসে সহায়ক বলে আমি মনে করি। এ ধরনের কার্যক্রমকে সরকারের মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ বলা হয়। নিচে এগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

১. মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর দামের সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দিতে পারে; সাথে সাথে ঐসব দ্রব্য রেশনিং ব্যবস্থার মাধ্যমে বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। আবার খোলা বাজারে বাজার দাম থেকে কম দামে এসব দ্রব্য বিক্রয় করলে মুদ্রাস্ফীতির চাপ কমানো যায়।

২. চাহিদার তুলনায় অতি-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির যোগান কম হলে মুদ্রাস্ফীতির মাত্রা বাড়ে। তাই এ মাত্রা কমানোর জন্য দেশে উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী বিদেশ থেকে আমদানি করা প্রয়োজন।

৩. মুদ্রাস্ফীতির সময় ক্রমবর্ধমান দামস্তরের সুযোগ নিয়ে অতিরিক্ত লাভ করার উদ্দেশ্যে জনসাধারণের একাংশ ফটকা কারবারে জড়িয়ে পড়ে। এর ফলে দামস্তর আরও বাড়ে। কাজেই এ কারবার নিয়ন্ত্রণ করলে দামস্তর হ্রাস পায় ও মুদ্রাস্ফীতির প্রচণ্ডতা কমে।

প্রশ্ন ▶ ১৭ নজরুল সাহেব বাজার থেকে ফিরে বিরক্তির সুরে তার সহকর্মীকে বলতে লাগলেন, আর বলবেন না ভাই, গত বছর সবজি ও মাছ প্রতি কেজি ১০ ও ২০০ টাকায় কিনেছি। এবার তা আর সম্ভব হচ্ছে না। এই দেখুন না, সবজি ও মাছ প্রতি কেজি কিনলাম ২০ টাকা ও ৩০০ টাকা দরে। *[ব. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৭]*

ক. ভোক্তার দামসূচক কী? ১

খ. চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে সবজি ও মাছের দামের ভিত্তিতে বর্তমান বছরের ভোক্তার দামসূচক নির্ণয় করে দেখাও। ৩

ঘ. 'উদ্দীপকে মুদ্রাস্ফীতির সব কারণ উল্লেখ হয়নি'—বিশ্লেষণ করো। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভোক্তার ব্যয় সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে দামসূচক নির্ণয়ের পদ্ধতিকে ভোক্তার দামসূচক (CPI) পদ্ধতি বলে।

খ দেশে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির ফলে যে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়, তাকে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে।

একটি অর্থনীতির সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি অর্থাৎ ভোগ বৃদ্ধি, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি, রপ্তানি বৃদ্ধি, মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি, সুদের হার হ্রাস ইত্যাদির কারণে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। সামগ্রিক যোগান স্থির থেকে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পেলে বাজারে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়।

গ ভোক্তারা যেসব দ্রব্য ভোগ করে সেগুলোর মধ্যে প্রতিনিধিত্ব করে এমন কতকগুলো দ্রব্য নিয়ে একটি দ্রব্যগুচ্ছ তৈরি করা হয়। এ দ্রব্যগুচ্ছ ক্রয় করতে পূর্বে তথা ভিত্তি বছরের পাইকারি দামে কত ব্যয় হতো এবং বর্তমানে তথা চলতি বছরের বিদ্যমান দামে কত ব্যয় হয় তা নির্ণয় করা হয়। এর ভিত্তিতে উভয় বছরের দামসূচক নির্ণয় করে তাদের মধ্যে তুলনা করলে মুদ্রাস্ফীতির হার পাওয়া যায়। এটিই মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপের ভোক্তার দামসূচক পদ্ধতি। নিচে উদ্দীপকের তথ্যের সাহায্যে ভোক্তার দামসূচক নির্ণয় করা হলো:

ভোগ্যদ্রব্যের নাম	ভিত্তি বছর (০)			চলতি বছর (n)	
	পরিমাণ (Q_0)	দাম (P_0)	ব্যয় (P_0Q_0)	দাম (P_n)	ব্যয় (P_nQ_0)
সবজি (কেজি)	১	১০	১০	২০	২০
মাছ (কেজি)	১	২০০	২০০	৩০০	৩০০
মোট ব্যয়	$\sum P_0Q_0$ = ২১০			$\sum P_nQ_0$ = ৩২০	

সুতরাং, চলতি বছরে ভোক্তার দামসূচক (CPI)

$$= \frac{\sum P_nQ_0}{\sum P_0Q_0} \times ১০০$$

$$= \frac{৩২০}{২১০} \times ১০০$$

$$= ১৫২$$

তাহলে ভিত্তি বছরে ভোক্তার দামসূচক (CPI)

$$= \frac{\sum P_0Q_0}{\sum P_0Q_0} \times ১০০$$

$$= \frac{২১০}{২১০} \times ১০০$$

$$= ১০০$$

এক্ষেত্রে দামস্তর (১৫২ – ১০০) = ৫২% বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতির হার হলো ৫২%।

ঘ সৃজনশীল ১৩ এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ১৮

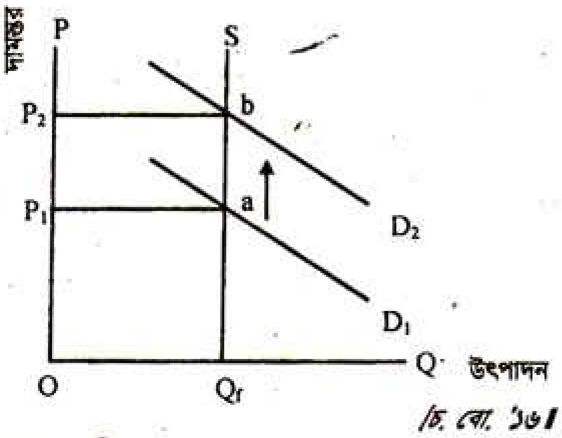

[চ. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৬]

ক. সূচক সংখ্যা কী? ১

খ. শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি পেলে কী ধরনের মুদ্রাস্ফীতি ঘটবে? ২

গ. চিত্রে কী ধরনের মুদ্রাস্ফীতি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে সৃষ্ট মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকার কী ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করবে? আলোচনা করো। ৪

https://teachingbd24.com

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট বছরের গড়পড়তা মূল্যকে অন্যকোনো ভিত্তি বছরের গড়পড়তা মূল্যের সাথে তুলনায় শতাংশরূপে প্রকাশ করার জন্য যে সংখ্যাবাচক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় তাকে সূচক সংখ্যা বলে।

খ শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি পেলে উৎপাদন খরচ বেড়ে 'ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি' ঘটবে।

শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি পেলে উৎপাদন খরচ বাড়ে, ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। শ্রমের চাহিদা বৃদ্ধির কারণে শ্রমিকের দরকষাকষি ক্ষমতা বাড়ে। ফলে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা না বাড়লেও মজুরি বাড়বে। যা মুদ্রাস্ফীতি ঘটাবে।

গ চিত্রে চাহিদাজনিত মুদ্রাস্ফীতি প্রকাশ পেয়েছে।

সামগ্রিক যোগান স্থির থেকে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির ফলে বাজারে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। তখন শ্রমের দক্ষতা, যোগান, উৎপাদন কৌশল, উৎপাদন ব্যয় প্রভৃতি স্থির অবস্থায় দ্রব্য সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পায় ফলে দামস্তরও বৃদ্ধি পায়।

উদ্দীপকের চিত্রে ভূমি অক্ষে চাহিদার পরিমাণ/উৎপাদনের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে দাম দেখানো হয়েছে। Q_fS নির্দিষ্ট পরিমাণ যোগান যা স্থির এবং D_1ও D_2হলো চাহিদা রেখা। যোগান স্থির অবস্থায় চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে D_1ও D_2 হলে দামস্তর বৃদ্ধি পায় এবং P_1 থেকে বেড়ে দাঁড়ায় P_2। সুতরাং, এক্ষেত্রে চাহিদাজনিত মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয় ab পরিমাণ।

ঘ উদ্দীপকে সৃষ্ট মুদ্রাস্ফীতি হলো চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি। এই ধরনের মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকার নানা ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। যেমন—

অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণ: উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সরকার ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রয়োজনে অর্থের যোগান বাড়াতে হয়। কিন্তু একই সাথে মুদ্রাস্ফীতির চাপ থেকে ভোক্তা সাধারণকে রক্ষা করতে হলে অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা দরকার।

ঋণের যোগান নিয়ন্ত্রণ: অনুৎপাদনশীল, অপ্রয়োজনীয় বা কম প্রয়োজনীয় উৎপাদন খাতে ব্যবহৃত ঋণের যোগান হ্রাস করে সরকার মুদ্রাস্ফীতির চাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ: চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করার একটি উপায় হলো ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ। তাহলে খাদ্যসহ সব রকম দ্রব্যসামগ্রীর অতিরিক্ত চাহিদা হ্রাস পাবে এবং মুদ্রাস্ফীতির মাত্রা কমবে।

সঞ্চয় বৃদ্ধিতে উৎসাহ প্রদান: চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির সময় সরকার জনসাধারণকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করে দাম বৃদ্ধির প্রবণতা হ্রাস করতে পারে। বিভিন্ন আমানতি হিসেবে সুদের হার কিছুটা বৃদ্ধি করে মানুষকে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করা যায়। এ ছাড়া বিভিন্ন ঋণপত্র বিক্রয়ের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছ থেকে উদ্বৃত্ত আয় তুলে নিয়ে স্বল্পকালে মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা হ্রাস করা সম্ভব।

আমদানি বৃদ্ধি: অভ্যন্তরীণ ঘাটতি মেটানো জন্য সরকার বিভিন্ন দেশ থেকে অনেক প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানি করতে পারে। এত করে দেশে বিভিন্ন পণ্যসামগ্রীর যোগান বাড়বে। ফলে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আসবে।

প্রশ্ন ▶ ১৯

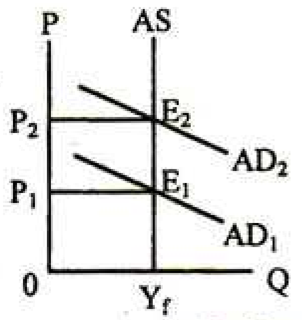

[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৭]

ক. ভোক্তার মূল্য সূচক কী? ১

খ. মুদ্রাস্ফীতি সব সময় খারাপ নয় — ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে দ্রব্যের দাম P_1 থেকে P_2 হওয়ায় যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তার কারণগুলো ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের প্রত্যক্ষ কার্যক্রমের কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করো। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভোক্তাদের ব্যয় সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে মূল্যসূচক নির্ণয়ের পদ্ধতিকে ভোক্তার মূল্যসূচক বা CPI বলে।

খ মৃদু মুদ্রাস্ফীতি একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কাম্য তাই মুদ্রাস্ফীতি সবসময় খারাপ নয়।

মৃদু মুদ্রাস্ফীতির সময় বেশি মুনাফা লাভের আশায় উদ্যোক্তারা বিনিয়োগে বেশি আগ্রহী হয়। এর ফলে উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে ভোগ ও সঞ্চয় বৃদ্ধি পায়। যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বা উন্নয়নকে নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, মুদ্রাস্ফীতি সব সময় খারাপ নয়।

গ উদ্দীপকের চিত্রে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি দেখানো হয়েছে। দাম P_1 থেকে P_2-তে পরিবর্তিত হওয়ায় এ মুদ্রাস্ফীতি ঘটেছে। চিত্রে দাম P_1 থেকে P_2-তে পরিবর্তনের কিছু কারণ রয়েছে; নিচে তা ব্যাখ্যা করা হলো:

১. সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম কারণ— বর্তমানে দেশের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। কিন্তু সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির অনুপাতে স্বল্পকালে উৎপাদন বাড়ে না। ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।
২. মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম প্রধান কারণ হলো জনসংখ্যা বৃদ্ধি। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে পণ্যসামগ্রীর চাহিদা বেড়ে যায়। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় উৎপাদন না বাড়লে মূল্যস্তর বৃদ্ধির মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।
৩. বর্তমানে সকল সরকারকেই অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় করতে হয়। যেমন— শিশু পার্ক, অডিটোরিয়াম, চিত্তবিনোদ কেন্দ্র, স্টেডিয়াম, খেলাধুলার সরঞ্জাম ক্রয় প্রভৃতি খাতে সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। এ জন্যও মুদ্রাস্ফীতি হয়।
৪. রপ্তানি বৃদ্ধির কারণেও মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। কেননা রপ্তানি বৃদ্ধির ফলে অভ্যন্তরীণ বাজারে যোগান কমে যায় এবং মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে চিত্রে দাম P_1 থেকে P_2-তে পরিবর্তনের জন্য উপরিউল্লিখিত কারণগুলো দায়ী।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের প্রত্যক্ষ কার্যক্রমের কার্যকারিতা নিচে বিশ্লেষণ করা হলো।

মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের আর্থিক ও রাজস্ব পদ্ধতি ছাড়াও সরকার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বন করে। যেমন- দাম নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং, মজুরি নিয়ন্ত্রণ, উৎপাদন বৃদ্ধি, ফটকা কারবার নিয়ন্ত্রণ এবং আমদানি বৃদ্ধি ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হলে দেশে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রিত হয়। একটি দেশে উৎপাদন কম হলে চাহিদার তুলনায় যোগান কম হয় বলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। এজন্য উৎপাদন বৃদ্ধি করলে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রিত হয়। আবার, চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হলো মজুরি বৃদ্ধি। তাই সরকার মজুরি নিয়ন্ত্রণ করলে চাহিদার হ্রাস দরুণ মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রিত হয়।

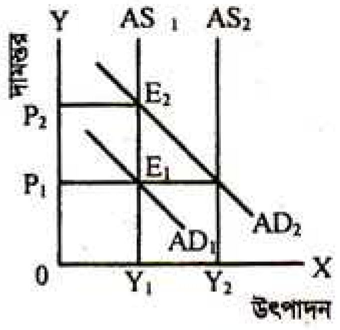

চিত্র: মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ

https://teachingbd24.com

উপরের চিত্রে লক্ষ করা যায়, চাহিদা (AD_2) যোগান বৃদ্ধি করে AS_2 করা হলে দামস্তর P_2 থেকে কমে P_1 হয়। অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পায়। আবার, মজুরি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে চাহিদা হ্রাস করে তথা AD_2 থেকে AD_1 করা হলে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রিত হবে। তাই বলা যায়, চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি যথেষ্ট কার্যকর।

প্রশ্ন ▶ ২০

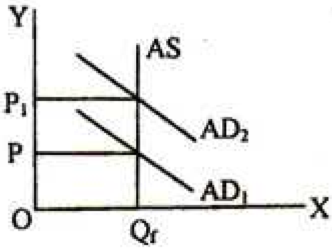

[ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৭]

ক. সূচকসংখ্যা কী? ১

খ. উৎপাদনকারীর ওপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকের চিত্রটি কী প্রকাশ করছে তার কারণসমূহ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে সৃষ্ট মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের কোনো ভূমিকা আছে কি — মতামত দাও। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট বছরের গড়পড়তা দামকে অন্য কোনো ভিত্তি বছরের গড়পড়তা দামের তুলনায় শতাংশরূপে প্রকাশ করার জন্য যে সংখ্যাবাচক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, তাকে সূচকসংখ্যা বলে।

খ মুদ্রাস্ফীতির ফলে উৎপাদন ও মুনাফা বাড়ে বলে উৎপাদনকারী লাভবান হয় ও তাদের মুনাফা বৃদ্ধি পায়।

মুদ্রাস্ফীতির বিভিন্নতার কারণে উৎপাদনের ওপর এর প্রভাব বিভিন্ন হয়। মুদ্রাস্ফীতি স্বল্প মাত্রার হলে তা উৎপাদনের ওপর অনুকূল প্রভাব ফেলে। সহনীয় মাত্রার মুদ্রাস্ফীতির কারণে অর্থনীতিতে দামস্তর ধীরে ধীরে বাড়তে থাকলে উদ্যোক্তারা অনেক সময় লাভের আশায় উৎপাদন বাড়ায়। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দ্রব্যমূল্য অধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের মুনাফা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। ফলে তারা বেশি মুনাফা অর্জনের সুযোগ পায়।

গ উদ্দীপকের চিত্রে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি দেখানো হয়েছে। দাম P থেকে P_1-তে পরিবর্তিত হওয়ায় এ মুদ্রাস্ফীতি ঘটেছে। চিত্রে দাম P থেকে P_1-তে পরিবর্তনের কিছু কারণ রয়েছে; নিচে তা ব্যাখ্যা করা হলো:

১. সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম কারণ। বর্তমানে দেশের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। কিন্তু সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির অনুপাতে স্বল্পকালে উৎপাদন বাড়ে না। ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

২. মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম প্রধান কারণ হলো জনসংখ্যা বৃদ্ধি। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে পণ্যসামগ্রীর চাহিদা বেড়ে যায়। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় উৎপাদন না বাড়লে মূল্যস্তর বৃদ্ধির মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

৩. বর্তমানে সকল সরকারকেই অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় করতে হয়। যেমন— শিশু পার্ক, অডিটোরিয়াম, চিত্তবিনোদ কেন্দ্র, স্টেডিয়াম, খেলাধুলার সরঞ্জাম ক্রয় প্রভৃতি খাতে সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। এজন্যও মুদ্রাস্ফীতি হয়।

৪. রপ্তানি বৃদ্ধির কারণেও মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। কেননা রপ্তানি বৃদ্ধির ফলে অভ্যন্তরীণ বাজারে যোগান কমে যায় এবং মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে চিত্রে দাম P_1 থেকে P_2-তে পরিবর্তনের জন্য উপরি কারণগুলো দায়ী।

ঘ উদ্দীপকে সৃষ্ট মুদ্রাস্ফীতি হলো চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি। এই ধরনের মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকার নানা ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সরকার ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রয়োজনে অর্থের যোগান বাড়ায়। কিন্তু একই সাথে মুদ্রস্ফীতির চাপ থেকে ভোক্তা সাধারণকে রক্ষা করতে হলে অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা দরকার। অনুৎপাদনশীল, অপ্রয়োজনীয় বা কম প্রয়োজনী উৎপাদনশীল খাতে ব্যবহৃত ঋণের যোগান হ্রাস করে সরকার মুদ্রাস্ফীতির চাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে।

আবার চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করার একটি উপায় হলো ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ। তাহলে খাদ্যসহ সব রকম দ্রব্যসামগ্রীর অতিরিক্ত চাহিদা হ্রাস পাবে এবং মুদ্রাস্ফীতির মাত্রা কমবে। এছাড়া চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির সময় সরকার জনসাধারণকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করে দাম বৃদ্ধির প্রবণতা হ্রাস করতে পারে। বিভিন্ন আমনতি হিসাবে সুদের হার কিছুটা বৃদ্ধি করে মানুষকে সঞ্চয়ে উৎসাহিত করা যায়। এছাড়া বিভিন্ন ঋণপত্র বিক্রয়ের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছ থেকে উদ্বৃত্ত আয় তুলে নিয়ে স্বল্পকালে মুদ্রাস্ফীতির প্রবণতা হ্রাস করা সম্ভব।

অভ্যন্তরীণ ঘাটতি মেটানোর জন্য সরকার বিভিন্ন দেশ থেকে অনেক প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানি করতে পারে। এতে করে দেশে বিভিন্ন পণ্যসামগ্রীর যোগান বাড়বে। ফলে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আসবে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

প্রশ্ন ▶ ২১ A একটি উন্নয়নশীল দেশ। উক্ত দেশে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সরকার বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উৎস হতে ঋণ গ্রহণ করেছে। অন্যদিকে একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী অধিক মুনাফার আশায় নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্যের কৃত্রিম সংকট তৈরি করে। এর ফলে দেশে নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল খাদ্যদ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে সমাজে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রায় ব্যাপক প্রভাব পড়ে। *[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৭]*

ক. ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি কী? ১

খ. আকস্মিকভাবে কোন দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেয়ে অল্প সময় পর পূর্বের অবস্থায় ফিরে গেলে তাকে কি মুদ্রাস্ফীতি বলা যাবে? ২

গ. A দেশে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির বিষয়টি কোন বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত? এর কারণগুলো উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত পরিস্থিতির জন্য জনজীবনে কী প্রভাব ফেলবে? বিশ্লেষণ কর। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির ফলে সামগ্রিক যোগান হ্রাসের মাধ্যমে যে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়, তাকে ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়।

খ আকস্মিকভাবে কোনো দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেয়ে অল্প সময় পর পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসলে তাকে মুদ্রাস্ফীতি বলা যাবে না। কারণ এতে অর্থের মূল্যের ক্রমাগত হ্রাস পায় না।

সাধারণত মুদ্রাস্ফীতি বলতে উৎপাদন বৃদ্ধি না পেয়ে অর্থের যোগান বৃদ্ধিকে বোঝায়। অর্থাৎ, দ্রব্যসামগ্রীর যোগান না বেড়ে অর্থের যোগান বাড়লে অর্থের ক্রয়ক্ষমতা তথা অর্থের মূল্য হ্রাস পায় এবং দ্রব্যের সাধারণ দামস্তর বৃদ্ধি পায়। তাই হঠাৎ করে দাম বেড়ে তা আবার আগের অবস্থায় ফিরে গেলে অর্থের মূল্যের কোনো পরিবর্তন হয় না বলে, একে মুদ্রাস্ফীতি বলা যাবে না।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত A দেশে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির বিষয়টি হলো মুদ্রাস্ফীতি। নিচে এর কারণগুলো উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা করা হলো।

Teachingbd24.com

উন্নয়নশীল দেশে মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম প্রধান কারণ হলো অর্থের যোগান বৃদ্ধি। অর্থের যোগান বিপুল পরিমাণ বাড়লেও দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার পরিমাণ তার তুলনায় না বাড়লে দামস্তর বেড়ে মুদ্রাস্ফীতি তৈরি করে। তাছাড়া, ঘাটতি বাজেটের অর্থসংস্থানের জন্য সরকারের ঋণ গ্রহণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে দাম বৃদ্ধি পায় তথা মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, উন্নয়নশীল 'A' দেশে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকার অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উৎস থেকে প্রচুর পরিমাণে ঋণ সংগ্রহ করে। আবার, অসাধু ব্যবসায়ী কৃত্রিম সংকট তৈরি করে দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাড়িয়ে দেয়। যার ফলশ্রুতিতে A দেশটিতে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছে। তাই বলা যায়, সরকারের ব্যয় বৃদ্ধি ও কৃত্রিম সংকটের কারণে দেশটিতে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিস্থিতি তথা মুদ্রাস্ফীতি জনজীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। নিচে বিষয়টি বিশ্লেষণ করা হলো।

সাধারণত একটি দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলে সাধারণ ভোক্তা, স্থির আয়ের মানুষ, শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও উৎপাদক ও ঋণগ্রহীতা উপকৃত হয়। তাই মৃদু মুদ্রাস্ফীতি একটি অর্থনীতির জন্য কাম্য হলেও উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি জনজীবনে দুর্ভোগ তৈরি করে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, A দেশে মুদ্রাস্ফীতি বিদ্যমান থাকায় কিছু ব্যবসায়ী লাভবান হলেও সাধারণ জনগণ চরম দুর্ভোগে পড়ে। কারণ দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় ভোক্তাকে উচ্চদামে দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে হয়।

আবার, মুদ্রাস্ফীতির সময় স্থির আয়ের লোকেরা বেশি অর্থ ব্যয় করেও পূর্বের চেয়ে কম পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা ভোগ করে। এতে তাদের প্রকৃত আয় হ্রাস পায়। অন্যদিকে, দাম বৃদ্ধি পেলে উৎপাদক ও ব্যবসায়ী শ্রেণির পূর্বের চেয়ে বেশি মুনাফা লাভের সুযোগ সৃষ্টি হয়। যা জাতীয় আয় বৃদ্ধির সহায়ক। তাই উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, অর্থনীতিতে উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করে মৃদু মুদ্রাস্ফীতি বজায় রাখতে পারলে জনজীবনে এর সুফল পড়তে পারে; অন্যথায় তা শুধু দুর্ভোগই বয়ে আনবে।

প্রশ্ন ▶ ২২ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর:

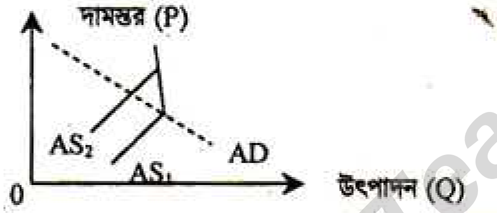

[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৪]

ক. ব্যাংক হার কী? ১

খ. পণ্যের দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে অর্থের প্রচলন গতির ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. চিত্রে কী ধরনের মুদ্রাস্ফীতি প্রকাশ পেয়েছে— তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. চিত্রে উল্লিখিত মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাজস্বনীতি ও প্রত্যক্ষ কার্যক্রমের ভূমিকা আলোচনা কর। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে প্রদেয় ঋণের জন্য যে ন্যূনতম সুদের হার ধার্য করে টাকা ধার দেয় তাকে ব্যাংক হার বলে।

খ অর্থের প্রচলন গতি পণ্যের দাম নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

অর্থের প্রচলন গতি বলতে নির্দিষ্ট সময় মেয়াদে এক একক অর্থের হস্তান্তরিত হওয়ার সংখ্যা বোঝায়। অর্থের প্রচলন গতি, মজুরি দেয়ার প্রথার ওপর নির্ভরশীল। মজুরি প্রদান যত বেশি ঘন ঘন হবে অর্থের প্রচলন গতি তত বাড়বে। স্বল্পকালে ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ স্থির থাকে বিধায় অর্থের প্রচলন গতি এবং ঋণপত্রের প্রচলন গতি স্থির থাকে। ফলে অর্থের পরিমাণ যে হারে পরিবর্তিত হয় দামস্তরও সে হারে পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ অর্থের যোগান দ্বিগুণ হলে দামস্তরও দ্বিগুণ হতে এবং অর্থের যোগান অর্ধেক হলে দামস্তরও অর্ধেক হবে। আবার, দামস্তরের সাথে অর্থের মূল্যের সম্পর্ক বিপরীত।

গ চিত্রে যোগান বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি প্রকাশ পেয়েছে।

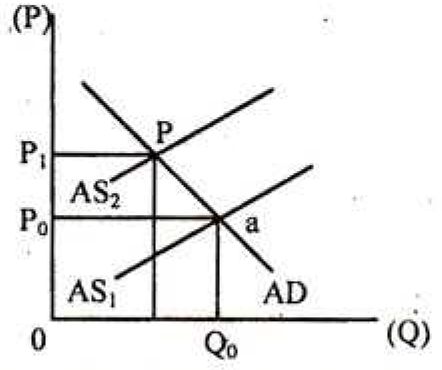

ব্যয় বৃদ্ধিজনিত বা যোগান মুদ্রাস্ফীতি

চিত্র বিশ্লেষণ: চিত্রে ভূমি অক্ষে প্রকৃত উৎপাদন (Q) ও লম্ব অক্ষের দামস্তর (P), AS সামগ্রিক যোগান রেখা ও AD সামগ্রিক চাহিদা রেখা নির্দেশ করে। চিত্রে সামগ্রিক চাহিদা (AD) স্থির থেকে সামগ্রিক যোগান হ্রাস পেয়ে As_1 থেকে As_2 হলে দামস্তর বৃদ্ধি পায় OP_1 থেকে Op_1 তথা যোগান মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয় P_0P_1 পরিমাণ। এক্ষেত্রে যোগানের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় যোগান রেখা বামদিকে স্থানান্তরিত হয়েছে।

তাই উদ্দীপকের চিত্রটিকে যোগান বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলা যায়।

ঘ মুদ্রাস্ফীতি চিত্রে ব্যয়বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছে। এ ধরনের মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকার তার রাজস্বনীতির হাতিয়ারসমূহের পাশাপাশি প্রত্যক্ষ কার্যক্রমও গ্রহণ করতে পারে।

মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য রাজস্ব নীতির অধীনে সরকার বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ সকরতে পারে। এসব ব্যবস্থার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সরকারি ব্যয় হ্রাস, করের পরিমাণ বৃদ্ধি, সরকারি ঋণপত্র বিক্রি করে জনগণের হাতের টাকা হ্রাস, হস্তান্তর ব্যয় হ্রাস এবং সরকারি অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেনশন সাময়িক বন্ধ বা হ্রাস, ভর্তুকি প্রত্যাহার, সরকারি ঋণ গ্রহণ ইত্যাদি।

আবার, সরকারের মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাজস্বনীতির পাশাপাশি প্রত্যক্ষ কার্যক্রমও ভূমিকা রাখতে পারে। এগুলো হলো- খাদ্যঘাটতি হ্রাস, ঘাটতি ব্যয় কমানো, দ্রব্যের সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণ, রেশনিং বা ন্যায্যমূল্যের দোকান চালু, কঠিন আইন করে শ্রমিকের মজুরি নিয়ন্ত্রণ, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, অপ্রয়োজনীয় বা কম উৎপাদনশীল ক্ষেত্র হতে সম্পদ অধিক উৎপাদনশীল বা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে স্থানান্তর, ফটকা কারবার নিয়ন্ত্রণ, সঞ্চয়ী আমানতের অংশবিশেষ এবং মুদ্রা বাতিল ঘোষণা প্রভৃতি করে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

অতএব আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকের মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের রাজস্বনতির মতো প্রত্যক্ষ কার্যক্রমের ভূমিকাও রয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ২৩ ড. রেজাউল করিম সাহেব X দেশে বাস করেন। উক্ত দেশে ২০১৪ এবং ২০১৮ সালে বিভিন্ন ভোগ্য দ্রব্যের কেজিপ্রতি দাম এবং পরিমাণের তালিকা নিম্নরূপ:

ভোগ্য দ্রব্যের নাম	ভিত্তি বছর ২০১৪		চলতি বছর ২০১৭
	পরিমাণ (Qo) কেজি/লিটার	দাম (Po) এককপ্রতি	এককপ্রতি দাম (Pn)
চাল	৪০	৪০	৬০
ডাল	১২	১০০	১২০
আটা	১৫	২৫	৩৫

দেশটির সরকার ব্যাংক হার, সঞ্চয়পত্রের সুদের হার, নগদ রিজার্ভের পরিমাণ ও পরোক্ষ করের পরিমাণ পরিবর্তনের মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করে। *[নটর ডেম কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. সূচক সংখ্যা কী? ১

খ. রপ্তানি কীভাবে মুদ্রাস্ফীতিকে প্রভাবিত করে? ২

https://teachingbd24.com

গ. উদ্দীপকের আলোকে X দেশের ভোক্তার মূল্যসূচক (CPI) নির্ণয় কর। ৩

ঘ. সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা অর্জনে কীভাবে ভূমিকা রাখে? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট বছরের গড়পড়তা মূল্যকে অন্য কোনো ভিত্তি বছরের গড়পড়তা মূল্যের সাথে তুলনায় শতাংশরূপে প্রকাশ করার জন্য যে সংখ্যাবাচক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, তাকে সূচক সংখ্যা বলে।

খ রপ্তানি বৃদ্ধির দ্বারা অভ্যন্তরীণ বাজারে পণ্যের যোগান হ্রাস পেলে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয়।

কোনো দেশে আমদানি অপেক্ষা রপ্তানি বেশি হলে তথা বৈদেশিক বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত দেখা দিলে জনগণের আয় বৃদ্ধি পায় ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সে অনুপাতে উৎপাদন না হলে তখন দ্রব্যসামগ্রীর দামস্তর বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। সুতরাং, রপ্তানি বৃদ্ধির দ্বারা অভ্যন্তরীণ যোগান হ্রাস বা আয় বৃদ্ধি ঘটলে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয়।

গ ধরি, ভিত্তিবছর ২০১৪ = ০, চলতি বছর ২০১৭+ = n, দাম = P, পরিমাণ = Q_0। প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে X দেশের ভোক্তার মূল্যসূচক সংখ্যা নির্ণয় করি।

ভোগ্যদ্রব্যের নাম	P_0	P_n	Q_0	P_nQ_0	P_0Q_0
চাল	৪০	৬০	৪০	২৪০০	১৬০০
ডাল	১০০	১২০	১২	১৪৪০	১২০০
আটা	২৫	৩৫	১৫	৫২৫	৩৭৫
				ΣP_nQ_0 = ৪৩৬৫	ΣP_0Q_0 = ৩১৭৫

∴ ২০১৪ সালের প্রেক্ষিতে ২০১৭ সালের ভোক্তার মূল্যসূচক সংখ্যা

$$CPI = OP_n = \frac{\Sigma P_nQ_0}{\Sigma P_0Q_0} \times ১০০$$

$$= \frac{৪৩৬৫}{৩১৭৫} \times ১০০$$

$$= ১৩৭.৪৮$$

সুতরাং ভিত্তি বছরের তুলনায় চলতি বছরে দামস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে (১৩৭.৪৮ − ১০০) = ৩৭.৪৮%। অর্থাৎ বিবেচ্য বছরে মূল্যস্ফীতির হার = ৩৭.৪৮%।

ঘ উদ্দীপকে X দেশটিতে সরকার দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য আর্থিক নীতি গ্রহণ করেছে।

দেশের সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রকৃত অর্থব্যবস্থা পরিচালনা এবং অর্থ ও ঋণের যোগানের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ-সংক্রান্ত নীতিই হলো আর্থিক নীতি। এ নীতির অন্তর্গত মুদ্রাস্ফীতিবিরোধী নীতি গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশে অর্থ ও ঋণের পরিমাণ হ্রাস করতে পারে। আবার, কেন্দ্রীয় ব্যাংক, ব্যাংক হার বৃদ্ধি, খোলাবাজারে ঋণপত্র বিক্রয়, নগদ জমার অনুপাত বৃদ্ধি ইত্যাদি পরিমাণবাচক ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ কমাতে পারে।

তাছাড়া ঋণের রেশনিং, ঋণের বরাদ্দকরণ, ভোক্তার ঋণ নিয়ন্ত্রণ, সরকারি আদেশ প্রদান, নৈতিক চাপ, প্ররোচনা ইত্যাদি গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মাধ্যমে ঋণের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এভাবে আর্থিক নীতি প্রয়োগ ঘটালে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আসে। মূল্যস্ফীতি সকল অর্থনৈতিক কার্যক্রম দারুণভাবে বিঘ্নিত করে। সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবেও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এজন্য কোনো অবস্থাতেই এটি কাম্য নয়। তাই মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে X দেশটি আর্থিক নীতির প্রয়োগ ঘটিয়ে দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা বজায়ে ভূমিকা রেখেছে।

প্রশ্ন ▶ ২৪ A দেশে ২০১৭-এর তুলনায় ২০১৮-তে দ্রব্যের দাম নিম্নলিখিতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

দ্রব্য	২০১৭	২০১৮
চাল	৫০	৬০
গম	৩৫	৩৯
সবজি	২০	২৫

মনে করা হচ্ছে উৎপাদন হ্রাসই এর কারণ। *[ঢাকা কলেজ । প্রশ্ন নং ৮]*

ক. মুদ্রাস্ফীতি কাকে বলে? ১

খ. মুদ্রাস্ফীতির ফলে ঋণদাতা ক্ষতিগ্রস্ত হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপক হতে দ্রব্য তিনটির মুদ্রাস্ফীতির হার নির্ণয় কর। ৩

ঘ. "উদ্দীপকে মুদ্রাস্ফীতির সব কারণ উল্লেখ হয়নি"—ব্যাখ্যা কর। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যখন স্বল্পকাল ব্যবধানে উৎপাদন স্থির থেকে দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং এর ফলে অর্থের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়, তখন তাকে মুদ্রাস্ফীতি বলে।

খ মুদ্রাস্ফীতির সময় দামস্তর বৃদ্ধির ফলে ঋণদাতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মুদ্রাস্ফীতির সময় ঋণদাতারা নির্দিষ্ট সময়ের পরে সুদাসলসহ যে অর্থ পায় তার ক্রয়ক্ষমতা পূর্বের চেয়ে কম হয়। কেননা মুদ্রাস্ফীতির ফলে অর্থের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায় বলে ঋণদাতার ফেরত প্রাপ্ত অর্থের মূল্য আগের চেয়ে কম হয়। এ জন্য তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

গ উদ্দীপকের দ্রব্য তিনটি হচ্ছে চাল, গম ও সবজি। দ্রব্য তিনটির মুদ্রাস্ফীতির হার নির্ণয় করা হলো-

ভিত্তি বছরের তুলনায় চলতি বছরে দ্রব্যমূল্য কতটুকু বৃদ্ধি পেয়েছে তার শতকরা হার পরিমাপকে মুদ্রাস্ফীতির হার বলে। মুদ্রাস্ফীতির হার নির্ণয় এর জন্য নিম্নোক্ত সূত্র প্রয়োগ করা হয়।

$$\text{মুদ্রাস্ফীতির হার} = \frac{\text{চলতি বছরের দাম} - \text{গত বছরের দাম}}{\text{গত বছরের দাম}} \times ১০০$$

উদ্দীপকের সূচিটিতে দেখা যাচ্ছে যে, ২০১৭ ও ২০১৮ সালে চালের দাম যথাক্রমে ৫০ টাকা ও ৬০ টাকা, গমের দাম যথাক্রমে ৩৫ টাকা ও ৩৯ টাকা এবং সবজির দাম যথাক্রমে ২০ টাকা ও ২৫ টাকা।

$$\therefore \text{২০১৮ সালে চালের মুদ্রাস্ফীতির হার} = \frac{৬০ - ৫০}{৫০} \times ১০০$$
$$= ২০\%$$

$$\therefore \text{২০১৮ সালে গমের মুদ্রাস্ফীতির হার} = \frac{৩৯ - ৩৫}{৩৫} \times ১০০$$
$$= ১১.৪৩\%$$

$$\therefore \text{২০১৮ সালে সবজির মুদ্রাস্ফীতির হার} = \frac{২৫ - ২০}{২০} \times ১০০$$
$$= ২০\%$$

ঘ উদ্দীপকে মুদ্রাস্ফীতির সব কারণ উল্লেখ হয়নি বলেই আমি মনে করি।

উদ্দীপকের সূচিটিতে দেখা যাচ্ছে যে, দেশের উৎপাদিত কৃষিজাত কয়েকটি পণ্যের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ দেশে মুদ্রাস্ফীতি ঘটেছে এবং উৎপাদন হ্রাসকেই এর কারণ হিসেবে দেখা হচ্ছে। কিন্তু উৎপাদন হ্রাসই একটি দেশের মুদ্রাস্ফীতির একমাত্র কারণ নয়। বিভিন্ন কারণেই মুদ্রাস্ফীতি হতে পারে। নিচে এর কারণগুলো আলোচনা করা হলো-

প্রথমত, উন্নয়নশীল দেশে মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম প্রধান কারণ হলো অর্থের যোগানের বিপুল বৃদ্ধি। অর্থের যোগান বিপুল পরিমাণ বাড়লেও দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাদির পরিমাণ তার তুলনায় না বাড়ায় দামস্তর বেড়ে মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয়েছে। **দ্বিতীয়ত,** বড় আয়তনের বাজেট বাস্তবায়নের জন্য অভ্যন্তরীণ ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণ বৃদ্ধি পাওয়ায়

Teachingbd24.com

তা দামস্তর বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। বিগত বছরগুলোতে রাজস্ব ও উন্নয়ন ব্যয় উভয়ই যথেষ্ট পরিমাণে বেড়েছে। রাজস্ব ব্যয় বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন তেমন না বাড়ায় এবং নির্বাহকৃত উন্নয়ন ব্যয়ের সুফল দ্রুত প্রাপ্ত না হওয়ায় দামস্তর বেড়ে চলেছে। **তৃতীয়ত,** উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও দরিদ্রদের জন্য আর্থিক নিরাপত্তাব্যবস্থা এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে উচ্চহারে ভর্তুকি বজায় রাখার স্বার্থে সরকারের সামগ্রিক ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে বাজেট ঘাটতি অব্যাহত রয়েছে। এ বিষয়টি দেশের মূল্যস্ফীতির একটি কারণ। **চতুর্থত,** উন্নয়নশীল দেশে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বড় আয়তনের বাজেট বাস্তবায়নের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। কিন্তু এসব ব্যয়ের বিপরীতে সমপরিমাণ দ্রব্য ও সেবাপ্রবাহ সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হয় না বলে দামস্তর বৃদ্ধি পায়। এসব দেশে উন্নয়নমুখী ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

সুতরাং উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, "উদ্দীপকে মুদ্রাস্ফীতির সব কারণ উল্লেখ হয়নি"—বক্তব্যটি পুরোপুরি সঠিক।

প্রশ্ন ▶ ২৫

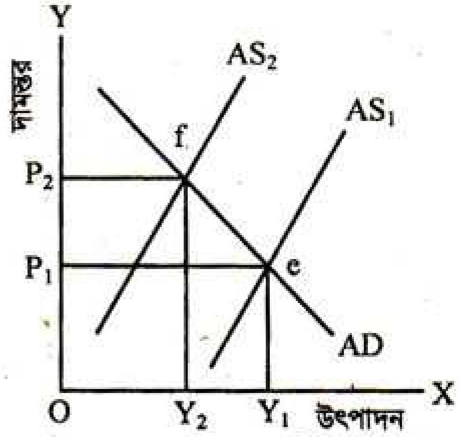

[হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৬]

ক. মুদ্রা সংকোচন কী? ১
খ. কীভাবে ব্যাংক ঋণের প্রসার মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টির জন্য দায়ী? ২
গ. উদ্দীপকের চিত্রে কী ধরনের মুদ্রাস্ফীতি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. যদি AD বৃদ্ধি পায় তবে উদ্দীপকের চিত্রের কোন ধরনের পরিবর্তন হবে। তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর। ৪

২৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনীতিতে দামস্তরের ক্রমাগত হ্রাসের প্রবণতাকে মুদ্রাসংকোচন বলে।

খ ব্যাংক ঋণের সাথে মুদ্রাস্ফীতির সমমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান।
মুদ্রাস্ফীতির প্রধান কারণ হচ্ছে অর্থের যোগান বৃদ্ধি। যখন ব্যাংকসমূহ অধিক হারে ঋণ প্রদান করে তখন অর্থের যোগান বৃদ্ধি পায়। আর অর্থের যোগান যে হারে বাড়ে সে অনুযায়ী যদি উৎপাদন বৃদ্ধি না পায় তাহলে মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয়।

গ সৃজনশীল ৫ নং প্রশ্নের এর 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৫ নং প্রশ্নের এর 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৬ মিসেস অর্পা 'Z' দেশের নাগরিক, তার ছোট মেয়ে ২০১৯ এইচএসসি পরীক্ষার্থী। মেয়ের জন্য টেস্ট পেপার কিনতে দাম দেখে তিনি অবাক হলেন। কারণ বড় মেয়ে যখন ২০১০ এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছিল তখন টেস্ট পেপারের দাম ছিল ৫০০ টাকা, কিন্তু বর্তমান টেস্ট পেপারের দাম ১৫০০ টাকা। *[হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৭]*

ক. সূচক সংখ্যা কী? ১
খ. কীভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে? ২
গ. উদ্দীপক অনুসারে উভয় বছরের দামসূচক বের করে অর্থের মূল্য নির্ধারণ কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের টেস্ট পেপারের মুদ্রাস্ফীতির হার কত? তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর। ৪

২৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কতগুলো দ্রব্যের গড় দামের সাথে অপর একটি সময়ে ওই দ্রব্যগুলোর গড় দামের তুলনায় শতকরা পরিবর্তনের হার প্রকাশ করাকে সূচক সংখ্যা বলে।

খ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
কোনো দ্রব্যের চাহিদার তুলনায় যোগান কম হলে তার দাম বৃদ্ধি পায় এবং ক্রমাগত এ অবস্থা বিরাজ করলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। তাই যদি কৃষি, শিল্প, সেবা খাতসহ অর্থনীতির সকল খাতের উৎপাদন বাড়ে তাহলে চাহিদা পূরণে অনেকটা সক্ষম হবে এবং দামস্তরের উর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতিকে নিয়ন্ত্রণ করবে।

গ উদ্দীপক অনুযায়ী 'Z' দেশে ২০১০ সালে টেস্ট পেপারের দাম ছিল ৫০০ টাকা এবং ২০১৯ সালে টেস্ট পেপারের দাম বেড়ে হয় ১৫০০ টাকা। এ অবস্থায় উভয় ক্ষেত্রে দামসূচক হলো—

২০১৯ সালের ভোক্তার দামসূচক (CPI) $= \frac{\Sigma PnQo}{\Sigma PoQo} \times ১০০$; যেখানে

Pn = চলতি বছরের মূল্য, Qo = ভিত্তি বছরের দ্রব্যের পরিমাণ, Po, ভিত্তি বছরের মূল্য।

সুতরাং $\frac{১৫০০}{৫০০} \times ১০০ = ৩০০$

আবার ২০১০ সালের ভোক্তার দামসূচক $= \frac{\Sigma P_0Qo}{\Sigma P_0Qo} \times ১০০$;

বা $\frac{৫০০}{৫০০} \times ১০০ = ১০০$

এক্ষেত্রে দামস্তর (৩০০ - ১০০) = ২০০% বৃদ্ধি পেয়েছে।
দামসূচক অনুসারে বলা যায়, ২০১০ সালের তুলনায় ২০১৯ সালে ২০০% ভোক্তার জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ অর্থের মূল্য এই সময়ের ব্যবধানে ২০০% কমেছে।

ঘ উদ্দীপকে ২০১০ ও ২০১৯ সালের ব্যবধানে টেস্ট পেপারের দাম বেড়ে ৫০০ টাকা থেকে ১৫০০ টাকা হয়েছে। এখানে ২০১৯ সালে ভোক্তার দামসূচক $= \frac{\Sigma PnQo}{\Sigma P_0Qo} \times ১০০$;

বা $\frac{১৫০০}{৫০০} \times ১০০ = ৩০০$, সাধারণত ভিত্তি বছরের দামান্তর ১০০ ধরা হয়। সুতরাং উদ্দীপকে ভোক্তার মূল্যসূচক (৩০০-১০০) = ২০০ বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ "Z" দেশে ২০১৯ সালে মুদ্রাস্ফীতির হার হলো ২০০%।

উদ্দীপকে "Z" দেশে অতি উচ্চহারের মুদ্রাস্ফীতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির কারণে ভোক্তা সাধারণের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে অনেক দ্রব্য চলে যাবে। যার ফলে তাদের জীবনযাত্রার মান অনেক নিচে নেমে যাবে। উচ্চ হারের মুদ্রাস্ফীতির কারণে স্থির আয়ের লোকের প্রকৃত আয় অনেক কমে গিয়ে তাদের ব্যক্তিজীবনে অবর্ণনীয় দুর্ভোগ ডেকে আনবে।

অধিক হারের মুদ্রাস্ফীতির কারণে জনগণের হাতের অর্থের ক্ষয়ক্ষমতা কমে যায় বলে তারা অধিক খরচ করতে বাধ্য হয়। ফলে তাদের ভোগ ব্যয় বেড়ে যাবে এবং সঞ্চয় কমে যাবে। আর সঞ্চয় কমলে বিনিয়োগের পরিমাণও কমে যাবে যার ফলে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো অনেকটাই ভেঙে পড়বে। এছাড়া মুদ্রাস্ফীতির কারণে দেশীয় পণ্যের দাম আন্তর্জাতিক বাজারে বাড়ে যার ফলে রপ্তানি হ্রাস পায়। অন্যদিকে দেশীয় ক্রেতারা আমদানিকৃত দ্রব্য সস্তায় পায় বলে আমদানি বাড়ে। এতে দেশীয় মুদ্রার বিনিময় হার হ্রাস পায় এবং লেনদেন ঘাটতি দেখা যায়।

উপরের আলোচনায় দেখা যায় 'Z' দেশে অতি উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি থাকায় এই দেশটির অর্থনীতির ভয়াবহ হুমকির মুখে পড়বে।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ২৭ একটি দেশের ২০১৭ এবং ২০১৮ সালের বিভিন্ন ভোগ্যদ্রব্যের দাম এবং পরিমাণের তালিকা নিম্নরূপ:

ভোগ্য দ্রব্য	২০১৭ সাল		২০১৮ সাল
	দাম (টাকা)	পরিমাণ (কেজি)	দাম (টাকা)
আটা	৪০	৩৫	৪৫
আলু	২০	২০	২৫
লবণ	৩৫	১০	৪০
বিবিধ	২০	১২	২৪

দেশটির সরকার দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার তাগিদে ব্যাংক হার, সঞ্চয়পত্রের উপর সুদের হার, নগদ রিজার্ভের অনুপাত বৃদ্ধি করে এবং পরোক্ষ করের হার কমিয়ে দেয়।

[আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৬]

ক. মুদ্রাস্ফীতি কী? ১

খ. "মুদ্রাস্ফীতি সব সময় খারাপ নয়" বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে দেশটির ভোক্তার সূচক (CPI) নির্ণয় কর। ৩

ঘ. সরকারের গৃহীত কার্যক্রমসমূহ দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা অর্জনে কীভাবে ভূমিকা রাখে? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুদ্রাস্ফীতি বলতে এমন এক অবস্থাকে বোঝায়, যখন স্বল্পকাল ব্যবধানে উৎপাদন স্থির থেকে দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং এর ফলে অর্থের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়।

খ মুদ্রাস্ফীতির ফলে উৎপাদন ও মুনাফা বাড়ে বলে উৎপাদনকারী লাভবান হয় ও তাদের মুনাফা বৃদ্ধি পায়। শেয়ারে অর্থ বিনিয়োগকারীরা মুদ্রাস্ফীতির কারণে লাভবান হয়। মুদ্রাস্ফীতির সময় কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা পণ্যের দাম বেশি হয়। তাই এ সময় কৃষকশ্রেণি, বিশেষ করে ধনী কৃষকেরা লাভবান হয়। মজুতদার, কালোবাজারি ও ফটকা কারবারি মুদ্রাস্ফীতির সময় পণ্য মজুত করে এগুলোর দাম বাড়িয়ে মুনাফা বৃদ্ধির চেষ্টা করে। তাছাড়া মুদ্রাস্ফীতির সময় নগদ অর্থের আকারে কর প্রদান করায় করদাতাদের প্রকৃত ভার কম হয়। তাই বলা যায়, মুদ্রাস্ফীতি সব সময় খারাপ নয়।

গ নিচে উদ্দীপকের আলোকে দেশটির ভোক্তার মূল্যসূচক (CPI) নির্ণয় করা হলো-

দুটি সময়ের ব্যবধানে মুদ্রাস্ফীতির মাত্রা পরিমাপের জন্য যে সূচক সংখ্যা ব্যবহৃত হয় তাকে মূল্যসূচক সংখ্যা বলে। আর ভোক্তাদের ব্যয় সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে মূল্যসূচক নির্ণয়ের পদ্ধতিকে ভোক্তার মূল্যসূচক (CPI - Consumer's Price Index) বলে। ল্যাপিয়ার্সের $\frac{\Sigma p_n q_0}{\Sigma p_0 q_0} \times 100$ সূত্রটি ব্যবহার করে CPI নির্ণয় করা হয়।

প্রথমে, ভিত্তি বছর ২০১৭ = 0, চলতি বছর ২০১৮ = n, দাম = p এবং পরিমাণ = q ধরে উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে ল্যাপিয়ার্সের মূল্যসূচক সংখ্যা নির্ণয় করি:

ভোগ্যদ্রব্য	ভিত্তি বছর (২০১৭ সাল)			চলতি বছর (২০১৮ সাল)	
	পরিমাণ (q_0)	দাম (p_0)	ব্যয় (p_0q_0)	দাম (p_n)	ব্যয় (p_nq_0)
আটা	৩৫	৪০	১৪০০	৪৫	১৫৭৫
আলু	২০	২০	৪০০	২৫	৫০০
লবণ	১০	৩৫	৩৫০	৪০	৪০০
বিবিধ	১২	২০	২৪০	২৪	২৮৮
মোট ব্যয়	Σp_0q_0 = ২৩৯০			Σp_nq_0 = ২৭৬৩	

সুতরাং ভিত্তি বছরে (২০১৭) ভোক্তার মূল্যসূচক,

$$CPI = \frac{\Sigma p_0 q_0}{\Sigma p_0 q_0} \times ১০০ = \frac{২৩৯০}{২৩৯০} \times ১০০ = ১০০$$

এবং চলতি বছরে (২০১৮) ভোক্তার মূল্যসূচক,

$$CPI = \frac{\Sigma p_0 q_0}{\Sigma p_0 q_0} \times ১০০$$

$$= \frac{২৭৬৩}{২৩৯০} \times ১০০$$

$$= ১১৫.৬১$$

ঘ সৃজনশীল ২৩ নং প্রশ্নের এর 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ২৮ নিচের সূচিটি লক্ষ কর:

দ্রব্য	২০০০ সালে দাম	২০০০ সালে পরিমাণ	২০১৭ সালে দাম	২০১৭ সালে পরিমাণ
চাল	২০	১০	৩৫	১৫
তৈল	৫০	৫	৮০	৭

[আনন্দ মোহন কলেজ, ময়মনসিংহ | প্রশ্ন নং ৮]

ক. মুদ্রাস্ফীতি কী? ১

খ. অর্থের যোগান কিভাবে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করে? ২

গ. উদ্দীপক হতে ফিশারের মূল্যসূচক নির্ণয় কর। ৩

ঘ. মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের উপায়গুলো বর্ণনা কর। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুদ্রাস্ফীতি বলতে এমন এক অবস্থাকে বোঝায়, যখন স্বল্পকাল ব্যবধানে উৎপাদন স্থির থেকে দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং এর ফলে অর্থের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়।

খ অর্থের সরবরাহ বৃদ্ধি পেলে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায় ফলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে।

মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম কারণ হলো অর্থের যোগান বৃদ্ধি। অর্থের যোগান বৃদ্ধি পেলে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা এবং দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু দ্রব্যের যোগান যে অনুপাতে বৃদ্ধি না পেলে দামস্তর বৃদ্ধি পায়। এর ফলে দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। এক্ষেত্রে অর্থের যোগান হ্রাসে দেশে সরকার আর্থিক নীতির প্রয়োগ ঘটাতে পারে।

গ উদ্দীপক হতে ফিশারের মূল্যসূচক নির্ণয় করা হলো-

$$\text{ফিশারের আদর্শ দামসূচক In} = \sqrt{\frac{\Sigma Po.\ Qo}{\Sigma Po.\ Qo} \times \frac{\Sigma Pn.\ Qn}{\Sigma Po.\ Qn}} \times ১০০$$

এখানে, Po = চলতি বছরের দাম,

Qo = ভিত্তি বছরের দ্রব্য,

Pn = চলতি বছরের দাম,

Qn = চলতি বছরের দ্রব্য

উদ্দীপকের সূচি অনুসারে,

দ্রব্য	দামস		পরিমাণ		PoQo	PnQo	PnQn	PoQn
	Po (২০০০)	Pn (২০১৭)	Qo (২০০০)	Qn (২০১৭)				
চাল	২০	৩৫	১০	১৫	২০০	৩৫০	৫২৫	৩০০
তেল	৫০	৮০	৫	৭	২৫০	৪০০	৫৬০	৩৫০
					ΣPoQo = ৪৫০	ΣPnQo = ৭৫০	ΣPnQn = ১০৮৫	ΣPoQn = ৬৫০

$$\therefore \text{ফিশারের দামসূচক সংখ্যা oIn} = \sqrt{\frac{\Sigma Po.\ Qo}{\Sigma Po.\ Qo} \times \frac{\Sigma Pn.\ Qn}{\Sigma Po.\ Qn}} \times ১০০$$

$$= \sqrt{\frac{৭৫০}{৪৫০} \times \frac{১০৮৫}{৬৫০}} \times ১০০$$

$$= \sqrt{১.৬৭ \times ১.৬৭} \times ১০০$$

$$= \sqrt{২.৭৮} \times ১০০$$

$$= ১.৬৭ \times ১০০$$

$$= ১৬৭$$

এক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ = (১৬৭-১০০)

= ৬৭%

সুতরাং ভিত্তি বছর ২০০০ এর তুলনায় চলতি বছর ২০১৭ সালে দাম স্তর বৃদ্ধি পেয়েছে ৬৭%

Teachingbd24.com

ঘ মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের আর্থিক নীতি, রাজস্বনীতি ও প্রত্যক্ষ কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক যেসকল পদ্ধতি অবলম্বন করে সেগুলোর সমষ্টিই হলো আর্থিক নীতি। এ নীতির অধীনে ব্যাংক হার বৃদ্ধি, নগর জমার অনুপাত বৃদ্ধি, খোলাবাজারে সরকারি ঋণপত্র বিক্রয় ইত্যাদির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশে অর্থের যোগান ও বাণিজ্যিক ব্যাংক সৃষ্ট ঋণের পরিমাণ হ্রাস করে। কিন্তু কখনো কখনো মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য এসব ব্যবস্থা পুরোপুরি, কার্যকর হয় না। এ পদ্ধতির কার্যকারিতা অনেকটাই নির্ভর করে ঋণগ্রহীতাদের ওপর। মুদ্রাস্ফীতির সময় তারা অধিক ঋণ নিতে গেলে তবেই এ অবস্থা কার্যকর হয়। দামস্তর কম হয় ও মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

আর্থিক নীতি মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট না হলে সরকার রাজস্ব নীতিরও আশ্রয় নেয়, এগুলো হলো দাম নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং মজুরি নিয়ন্ত্রণ আমদানি বৃদ্ধি, ফটকা করার নিয়ন্ত্রণ। এছাড়া মজুদদারি ও চোরাকারবারিদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে মুদ্রাস্ফীতি রোধ হয়।

সুতরাং এসব পদ্ধতিগুলোর সাহায্যে একটি দেশের মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা যায়। তবে এককভাবে কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করে তা নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। ফলে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সব পদ্ধতিগুলোই একত্রে ব্যবহার করতে হবে।

প্রশ্ন ▶ ২৯ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

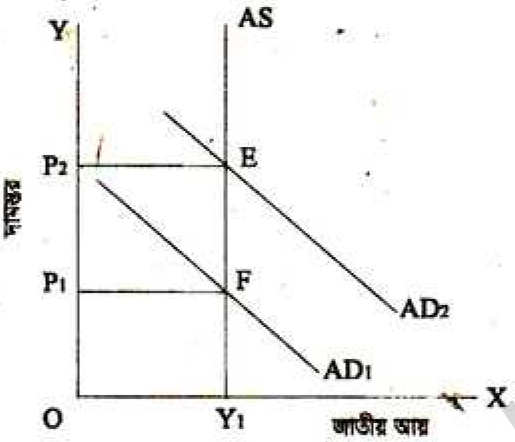

[উত্তরা হাই স্কুল ও কলেজ, ঢাকা। প্রশ্ন নং ৬]

ক. মুদ্রাস্ফীতি কী? ১

খ. "অতিরিক্ত সরকারি ব্যয় মুদ্রাস্ফীতি ঘটায়"– ব্যাখ্যা করো। ২

গ. চিত্রে কোন ধরনের মুদ্রাস্ফীতি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পেলে প্রদত্ত চিত্রে কী পরিবর্তন হবে? বিশ্লেষণ করো। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুদ্রাস্ফীতি বলতে এমন এক অবস্থাকে বোঝায়, যখন স্বল্পকাল ব্যবধানে উৎপাদন স্থির থেকে দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং এর ফলে অর্থের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়।

খ দেশে বিভিন্ন অনুন্নয়ন ও উন্নয়নমূলক কাজের জন্য সরকার প্রায়ই তার আয়ের তুলনায় অনেক বেশি ব্যয় করে ফেলে। এ অত্যধিক ব্যয় মেটাতে গিয়ে স্বল্প সময়েই সরকারকে অতিরিক্ত নোট ছাপাতে হয় কিংবা বিদেশ থেকে ঋণ গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু স্বল্পকালে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হয় না বলে দামস্তর বাড়ে ও মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

গ চিত্রে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি প্রকাশ পেয়েছে।

অর্থনীতিতে চাহিদা বৃদ্ধির জন্য দামস্তর বৃদ্ধির প্রবণতাকে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে। একটি অর্থনীতিতে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি অর্থাৎ ভোগ বৃদ্ধি, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি, রপ্তানি বৃদ্ধি, মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি, সুদের হার হ্রাসের ফলে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি হয়ে থাকে।

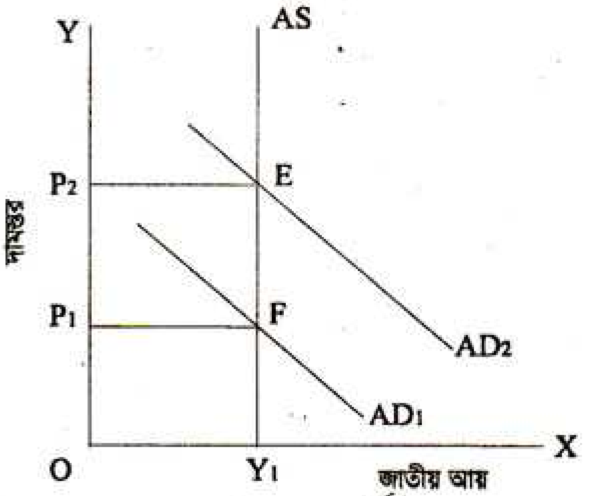

চিত্রে ভূমি অক্ষে (OX) জাতীয় আয় এবং লম্ব অক্ষে (OY) দামস্তর দেখানো হয়েছে। সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে সামগ্রিক চাহিদা রেখা ডান দিকে স্থানান্তরের কারণে দামস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। চিত্রে প্রাথমিক অবস্থায় তথা E বিন্দুতে AD_1 = AS হওয়ায় Y_1 আয়স্তরে P_1 দাম নির্ধারিত হয়। সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির ফলে সামগ্রিক চাহিদা রেখা AD_1 থেকে AD_2 হওয়ায় EF পরিমাণ অতিরিক্ত চাহিদা বৃদ্ধি পায়, যার ফলে দামাস্তর P_1 থেকে P_2-তে দাম বৃদ্ধি পায়। সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির ফলে এ মুদ্রাস্ফীতি ঘটে বলে তাকে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে।

ঘ সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পেলে প্রদত্ত চিত্রে সামগ্রিক চাহিদা রেখা AD আরও ডান দিকে স্থানান্তরিত হবে এবং দামস্তর আরও বাড়বে।

সামাজিক যোগান স্থির থেকে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির ফলে বাজারে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। তখন শ্রমের দক্ষতা, যোগান, উৎপাদন কৌশল, উৎপাদন ব্যয় প্রভৃতি স্থির অবস্থায় দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ফলে দামস্তর বৃদ্ধি পায়। এ ধরনের মুদ্রাস্ফীতি চাপের অন্যতম উৎস হলো সামগ্রিক চাহিদার AD বৃদ্ধি। সমাজে সাধারণত ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় বাড়লে AD বাড়ে। সামগ্রিক যোগান AS প্রদত্ত অবস্থায় AD বৃদ্ধি পেলে দামস্তর বাড়ে, ফলে মুদ্রাস্ফীতির চাপ সৃষ্টি হয়। উদ্দীপকে প্রদত্ত চিত্রের সাহায্যে মুদ্রাস্ফীতির চাপের এ উৎসটির ব্যাখ্যা দেওয়া যায়।

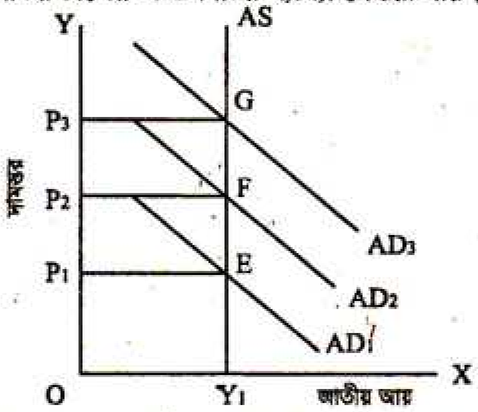

চিত্রে ভূমি অক্ষে (OX) জাতীয় আয় এবং লম্ব অক্ষে (OY) দামাস্তর পরিমাপ করা হয়েছে। চিত্রে AD ও AS হলো যথাক্রমে সামগ্রিক চাহিদা ও যোগান রেখা। চিত্রে AS প্রদত্ত অবস্থায় প্রথম দিকে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির ফলে AD_1 রেখা AD_2-তে স্থানান্তরিত হওয়ার দামস্তর P_1 থেকে বৃদ্ধি পেয়ে P_2 হয়। এরপর যদি সামগ্রিক চাহিদা আরও বৃদ্ধি পায় তাহলে AD রেখা AD_3-তে স্থানান্তরিত হবে। যেখানে দামস্তর আরও বেশি বা P_3 হবে। সুতরাং বলা যায় সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির ফলে উদ্দীপকের চিত্রের সামগ্রিক চাহিদা রেখা বৃদ্ধি পেয়ে নতুন ভারসাম্য বিন্দু G এবং নতুন দামস্তর P_3 হবে।

প্রশ্ন ▶ ৩০ সেলিম গ্রামের একজন সাধারণ মানুষ। লেখাপড়া কম জানে। সে শুধু বোঝে দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাড়ল না কমল। পণ্যসামগ্রীর দাম যখন ক্রমাগত বাড়তে থাকে তখন সেলিম ও তার আশপাশের মানুষ কষ্টের মধ্যে থাকে এবং বুঝতে পারে দেশে মুদ্রাস্ফীতি ঘটছে। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমছে এবং দুর্ভোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সবাই এ পরিস্থিতির উন্নতি চায়। তাই সরকারের উচিত মুদ্রাস্ফীতি রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। *[সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া। প্রশ্ন নং ৭]*

https://teachingbd24.com

ক. মুদ্রাস্ফীতি কাকে বলে? ১

খ. ভোক্তার মূল্যসূচক বলতে কী বোঝায়? ২

গ. মুদ্রাস্ফীতির সময় মানুষ কী ধরনের অবস্থার সম্মুখীন হয় উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মুদ্রাস্ফীতি রোধে সরকারের কী করণীয় বলে তুমি মনে কর— ব্যাখ্যা কর। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যখন কোনো দেশে প্রচলিত অর্থের পরিমাণ উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর তুলনায় অধিক হওয়ার ফলে দামস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখন সে অবস্থাকে মুদ্রাস্ফীতি বলে।

খ যে সূচকের মাধ্যমে ভোক্তার দাম বা ব্যয় দেখানো হয় তাকে ভোক্তার দামসূচক বলে।

ভোক্তা যেসব দ্রব্য ভোগ করে সেগুলোর মধ্যে প্রতিনিধিত্ব করে এমন কতকগুলো দ্রব্য নিয়ে একটি দ্রব্যগুচ্ছ তৈরি করা হয়। এ দ্রব্যগুচ্ছ ক্রয় করতে পূর্বে তথা ভিত্তি বছরের খুচরা দামে কত ব্যয় হয়েছে এবং বর্তমানে তথা চলতি বছরের বিদ্যমান দামে কত ব্যয় হবে তা নির্ণয় করা হয়। এর ভিত্তিতে উভয় বছরের দামসূচক নির্ণয় করে তাদের মধ্যে তুলনা করলে মুদ্রাস্ফীতির হার পাওয়া যায়। এটিই মূলত মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপের ভোক্তার দামসূচক পদ্ধতি।

গ মুদ্রাস্ফীতির সময় সেলিমের মতো সীমিত আয়ের মানুষদের কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়।

সমাজের সীমিত আয়ের মানুষগুলো মুদ্রাস্ফীতির ফলে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ তাদের আয়ের একটি নির্দিষ্ট সীমা থাকে। চাইলেই আয় বাড়ানো যায় না। কিন্তু এ সময় দ্রব্যমূল্য লাগামহীনভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। দামের সাথে পাল্লা দিয়ে আয় না বাড়ায় অর্থাৎ একই পরিমাণ মজুরি দ্বারা তারা পূর্বের চেয়ে কম দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ তাদের প্রকৃত আয় কমে যায়। এতে তাদের ভোগব্যয় ও জীবনযাত্রার মানও কমে যায়।

মুদ্রাস্ফীতির সবচেয়ে বড় অনাকাঙ্ক্ষিত প্রভাব হলো এটি উন্নয়নশীল দেশের সাধারণ ও নিম্ন আয়ের মানুষগুলোর ক্রয়ক্ষমতা কমিয়ে জীবনযাত্রার মান এতটাই কমিয়ে দেয় যে সে দেশের এই বৃহৎ জনগোষ্ঠী তাদের প্রয়োজনীয় মৌলিক চাহিদাগুলোই পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। কাজেই বলা যায়, মুদ্রাস্ফীতি সীমিত আয়ের মানুষের ওপর সবচেয়ে বেশি নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে, যা উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকতাস্বরূপ।

ঘ মুদ্রাস্ফীতি রোধে সরকারের তিনটি পদ্ধতি রয়েছে তা অনুসরণ অনুসরণ করে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে বলে আমি মনে করি।

দেশের আর্থিক কর্তৃপক্ষ মুদ্রাস্ফীতিবিরোধী নীতি গ্রহণ করে দেশে অর্থ ও ঋণের পরিমাণ হ্রাস করতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রার হার বৃদ্ধি, খোলা বাজারে ঋণপত্র বিক্রি, নগদ জমার অনুপাত বৃদ্ধি ইত্যাদি পরিমাণবাচক ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ কমাতে পারে। আর্থিক নীতির কার্যকর প্রয়োগ ঘটলে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য রাজস্ব নীতি অধীনে সরকার বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এসব ব্যবস্থার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-সরকারি ব্যয় হ্রাস, জনসাধারণের ব্যয়যোগ্য আয় হ্রাসের উদ্দেশ্য বিদ্যমান কর হার বৃদ্ধি বা নতুন কর আরোপ, ক্রেতা সাধারণের ক্রয়ক্ষমতা কমানোর জন্য সরকারি ঋণ গ্রহণ, ভর্তুকি প্রত্যাহার, হস্তান্তর ব্যয় হ্রাস, বাধ্যতামূলক সঞ্চয় ইত্যাদি। রাজস্ব নীতির সফল প্রয়োগ মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

আর্থিক নীতি ও রাজস্ব নীতি ছাড়াও আরও কিছু প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এগুলো হলো-উৎপাদন বৃদ্ধি, আমদানি বৃদ্ধি, মজুরি নিয়ন্ত্রণ, দাম নিয়ন্ত্রণ, রেশনিং ও খোলা বাজারে বিক্রয়, ফটকা কারবার নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি। পরিশেষে বলা যায় যে, আর্থিক নীতি, রাজস্ব নীতি ও প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

প্রশ্ন ▶ ৩১ হাবিব একজন গ্রাম্য কৃষক। তুষার সে গ্রামের মহাজন। হাবিব তার কৃষিকাজ পরচালনার জন্য অ-প্রাতিষ্ঠানিক উৎস হতে ঋণ নিয়ে থাকেন। ২০১৪ সালে হাবিব প্রতি মণ আলু ৬০০ টাকা দরে ও প্রতি মণ ধান ৪০০ টাকা দরে বিক্রি করেছিল। ২০১৫ সালে বাজারে দাম একটু বেশি। সে আলু প্রতি মণ ৯০০ টাকা দরে ও ধান প্রতি মণ ৬০০ টাকায় বিক্রি করেন। বেশি দামে আলু ও ধান বিক্রি করতে পেরে হাবিব খুব খুশি। কিন্তু তুষারের মন বেশ খারাপ।

[পুলিশ লাইন্স স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া । প্রশ্ন নং ৭]

ক. কৃষি উপকরণ কী? ১

খ. মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে অর্থের যোগানের পরিবর্তন আবশ্যক— ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ২০১৪-এর ভিত্তিতে ২০১৫ সালের মুদ্রাস্ফীতির হার উদ্দীপক হতে নির্ণয় কর। ৩

ঘ. মুদ্রাস্ফীতির ফলে হাবিব ও তুষারের মনোভাব ভিন্ন রকম হওয়ার কারণ কী? ব্যাখ্যা কর। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষিপণ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত রাসায়নিক উপাদান, যন্ত্রপাতি ও কলাকৌশলকে একত্রে কৃষি উপকরণ বলা হয়।

খ অর্থের যোগান কমানোই হলো মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের অন্যতম উপায়।

মুদ্রাস্ফীতি প্রতিকারের জন্য আর্থিক কর্তৃপক্ষ তথা কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার অর্থের যোগান পরিবর্তন করে যে নীতি গ্রহণ করে তা, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আর্থিক নীতি নামে পরিচিত। সুতরাং, মুদ্রাস্ফীতি কমাতে হলে অর্থের পরিমাণ কমাতে হবে। অর্থের পরিমাণ কমাতে হলে ব্যাংক ঋণ, সরকারি ব্যয়, কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও বিদেশ থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণ, টাকা ছাপানো ইত্যাদি কমাতে হবে। কারণ ব্যাংক ঋণ অর্থের পরিমাণ বাড়ায়।

গ উদ্দীপকের আলোকে, ভোক্তার মূল্যসূচক সংখ্যা ব্যবহার করে ২০১৪ সালের ভিত্তিতে ২০১৫ সালের মুদ্রাস্ফীতির হার নির্ণয় করা যায়—

	ভিত্তি বছর: ২০১৪ সাল		হিসাবি বছর: ২০১৫ সাল	
দ্রব্য	দ্রব্যের দাম (P_o)	হার $\frac{p_o}{p_o} \times 100$	দ্রব্যের দাম (Pn)	হার $\frac{p_n}{p_o} \times 100$
আলু	৬০০ টাকা প্রতি মণ	$\frac{৬০০}{৬০০} \times ১০০ = ১০০$	৯০০ টাকা প্রতি মণ	$\frac{৯০০}{৬০০} \times ১০০ = ১৫০$
ধান	৪০০ টাকা প্রতি মণ	$\frac{৪০০}{৪০০} \times ১০০ = ১০০$	৬০০ টাকা প্রতি মণ	$\frac{৬০০}{৪০০} \times ১০০ = ১৫০$

উপরের সারণিতে দেখা যায়, ২০১৪ সালের মূল্যসূচক সংখ্যা ১০০। ২০১৫ সালের এ সংখ্যা হলো ১৫০। এ থেকে বোঝায়, ২০১৪ সাল থেকে ২০১৫ সালের দামস্তর (১৫০−২০০) = ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ অর্থের ক্রয়ক্ষমতা ৫০% হারে হ্রাস পেয়েছে।

ঘ মুদ্রাস্ফীতির ফলে কৃষক হাবিব লাভবান হবে। পক্ষান্তরে, গ্রাম্য মহাজন তুষার ক্ষতিগ্রস্ত হবে। নিচে তাদের মনোভাব ভিন্নরকম হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করা হলো—

দামস্তর বৃদ্ধির ফলে কৃষিজীবী সম্প্রদায় লাভবান হয়। বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতির ফলে কৃষি উপকরণের মূল্য যতটুকু বৃদ্ধি পায় তার তুলনায় কৃষিপণ্যের মূল্য অনেক বেশি বৃদ্ধি পায়। সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন কৃষি উপকরণ মূল্য বৃদ্ধির কারণে কৃষিপণ্যের মূল্য তার চেয়ে অধিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে কৃষিপণ্যের উৎপাদনে মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব পড়ে। এক্ষেত্রে সচ্ছল কৃষকরা লাভবান হলেও দরিদ্র কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে মুদ্রাস্ফীতির ফলে কৃষি উৎপাদনের ওপর অনুকূল প্রভাব সৃষ্টি হয়।

অন্যদিকে, মুদ্রাস্ফীতির ফলে পাওনাদার বা ঋণদাতারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ, তারা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ফিরে পেলেও তা দ্বারা পূর্বাপেক্ষা কম পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে পারবে।

Teachingbd24.com

পক্ষান্তরে, মুদ্রাস্ফীতির ফলে দেনাদাররা লাভবান হয়। কারণ, মুদ্রাস্ফীতির সময় ঋণগ্রহীতারা অপেক্ষাকৃত কম দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় করে নির্দিষ্ট পরিমাণ দেনার অর্থ পরিশোধ করতে পারে।

উদ্দীপকের হাবিব ও তুষারের মধ্যে এই একই প্রভাবগুলো পরিলক্ষিত হয়েছে। হাবিব মুদ্রাস্ফীতির সময় তার উৎপাদিত পণ্যের দাম পূর্বের চেয়ে বেশি পেয়েছেন এবং কম দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় করেই তুষারের ঋণ পরিশোধ করেছেন। এতে করে তুষার তার নির্দিষ্ট পরিমাণ পাওনা ফেরত পেলেও তা দ্বারা পূর্বাপেক্ষা কম পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে পারবে। এভাবে মুদ্রাস্ফীতির মাধ্যমে হাবিব ও তুষারের মনোভাব ভিন্ন রকম হয়েছে।

প্রশ্ন ▶ ৩২ A ও B যথাক্রমে শিল্পনির্ভর ও কৃষিনির্ভর দেশ। A দেশে ২০১৩ সালের জানুয়ারিতে প্রতি কেজি চাল, লবণ ও পিঁয়াজের মূল্য ছিল যথাক্রমে ৩০ টাকা, ২২ টাকা ও ১৫ টাকা। B দেশে ওই একই বছরে একই পণ্যের দাম ছিল যথাক্রমে ৪০ টাকা, ২৫ টাকা ও ২০ টাকা। ২০১৫ সালে A দেশে উক্ত পণ্যের দাম যথাক্রমে ৩২ টাকা, ২৩ টাকা ও ১৮ টাকা হলেও B দেশে যথাক্রমে ৫৮ টাকা, ৩২ টাকা ও ৪৮ টাকা হয়। A দেশে উভয় বছরে উক্ত দ্রব্য ভোগের পরিমাণ স্থির এবং তা যথাক্রমে ৮ একক, ৫ একক ও ৩ একক হলেও B দেশে দেশে ১ম বছরে ৬ একক, ৪ একক ও ৩ একক হলেও ২য় বছরে তা যথাক্রমে ৮ একক, ৬ একক ও ৪ একক হয়।

[আলহেরা একাডেমি (স্কুল এন্ড কলেজ) বেড়া, পাবনা। প্রশ্ন নং ৬]

ক. ব্যাংক হার কী? ১

খ. মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আর্থিক নীতির দুটি হাতিয়ার উল্লেখ কর। ২

গ. উদ্দীপক হতে A দেশের মুদ্রস্ফীতি নির্ণয় কর। ৩

ঘ. উদ্দীপক হতে A দেশের মুদ্রস্ফীতির প্রভাব কি একই রকম হবে ব্যাখ্যা কর। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে প্রদেয় ঋণের জন্য যে ন্যূনতম সুদের হার ধার্য করে টাকা ধার দেয় তাকে ব্যাংক হার বলে।

খ মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আর্থিক নীতির দুটি হাতিয়ার হলো ব্যাংক হার বৃদ্ধি ও ঋণপত্র বিক্রয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক, ব্যাংক হার বৃদ্ধি করলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোও সুদের হার বাড়িয়ে দেয়। ফলে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে বিনিয়োগ ও ভোগের জন্য ঋণ প্রদানের ক্ষমতা হ্রাস পায়।

তাছাড়া সরকার মুদ্রাস্ফীতি রোধ করার জন্য জনসাধারণের নিকট খোলাবাজারে ঋণপত্র বিক্রি করে। যার ফলে জনগণের হাতে তার নগদ অর্থের পরিমাণ হ্রাস পায়।

গ উদ্দীপক অনুযায়ী A দেশে ২০১৩ সালের জানুয়ারিতে প্রতি কেজি চাল ৩০ টাকা, লবণের কেজি ২২ টাকা, পিঁয়াজের কেজি ১৫ টাকা ছিল। কিন্তু ২০১৫ সালে 'X' দেশে উক্ত পণ্যের দাম যথাক্রমে ৩২ টাকা, ২৩ টাকা এবং ১৮ টাকা হয়। এ অবস্থায় ভোক্তার মূল্যসূচকের ভিত্তিতে দেশটির মুদ্রাস্ফীতি হলো-

ভোক্তার দাম সূচক (CPI) = $\frac{\sum Pn\ Qn}{\sum Po\ Qo}$ × ১০০

এখানে, Pn = চলতি বছরের মূল্য, Qn = চলতি বছরের দ্রব্যের পরিমাণ
Po = ভিত্তি বছরের মূল্য, Qo = ভিত্তি বছরের দ্রব্যের পরিমাণ
$\sum$ = সমষ্টি।

ভোগ্যদ্রব্য	ভিত্তি বছর			চলতি বছর	
	পরিমাণ (Qo.)	দাম (Po) একক প্রতি	ব্যয় (PoQo)	দাম (Pn) একক প্রতি Pn	ব্যয় (PnQo)
চাল	৮	৩০	২৪০	৩২	২৬৫
লবণ	৫	২২	১১০	২৩	১১৫
পিঁয়াজ	৩	১৫	৪৫	১৮	৫৪
মোট ব্যয়			∑Po Qo = ৩৯৫		∑ PnQo= ৪২৫

উপরের সারণি অনুযায়ী, ভোক্তার মূল্যসূচক (CPI) = $\frac{৪২৫}{৩৯৫}$ × ১০০
= ১০৭.৫৯
= ১০৭

সাধারণত ভিত্তি বছরের মূল্য ১০০ ধরা হয় উপরের সারণি অনুযায়ী, ভোক্তার মূল্যসূচক (১০৭-১০০) = ৭% বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ A দেশে মুদ্রাস্ফীতি হার হলো ৭%।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশ দুটিতে মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব একই রকম হবে না। কারণ-

২০১৩ সালের জানুয়ারিতে B দেশে প্রতি কেজি চাল, লবণ এবং পিঁয়াজের দাম ছিল যথাক্রমে ৪০ টাকা, ২৫ টাকা এবং ২০ টাকা। কিন্তু ২০১৫ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে হয় ৫৮ টাকা, ৩২ টাকা এবং ৪৮ টাকা। 'Y' দেশে প্রথম বছরে দ্রব্য ভোগের পরিমাণ ৬, ৪, ৩ হলেও দ্বিতীয় বছরে ৮, ৬, ৪ একক হয়। এক্ষেত্রে B দেশটিতে ভোক্তার মূল্যসূচকের ভিত্তিতে মুদ্রাস্ফীতি হলো:

ভোক্তার দামসূচক (CPI) = $\frac{\sum Pn\ Qn}{\sum Po\ Qo}$ × ১০০ এখানে, Pn = চলতি বছরের মূল্য, Qn = চলতি বছরের দ্রব্যের পরিমাণ Po = ভিত্তি বছরের মূল্য, Qo = ভিত্তি বছরের দ্রব্যের পরিমাণ $\sum$ = সমষ্টি।

ভোগ্যদ্রব্য	ভিত্তি বছর			চলতি বছর	
	পরিমাণ (Qo)	দাম (Po) এককপ্রতি	ব্যয় (Po Qo)	দাম (Pn) এককপ্রতি	ব্যয় (PnQo)
চাল	৬	৪০	২৪০	৮	৪৪৬
লবণ	৪	২৫	১০০	৬	১৯২
পিঁয়াজ	৩	২০	৬০	৪	১৯২
মোট ব্যয়			∑Po Qo = ৪০০		∑ PnQo= ৮৪৮

উপরের সারণি অনুযায়ী, ভোক্তার মূল্যসূচক (CPI) = $\frac{৮৪৮}{৪০০}$ × ১০০
= ২১২

সাধারণত ভিত্তি বছরের মূল্য ১০০ ধরা হয়, উপরের সারণি অনুযায়ী ভোক্তার মূল্যসূচক (২১২-১০০) = ১১২% বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ B দেশে মুদ্রাস্ফীতির হার ১১২%। A দেশটিতে মুদ্রাস্ফীতির হার ৭% এবং B দেশটিতে মুদ্রাস্ফীতির হার ১১২%।

এক্ষেত্রে A দেশটিতে মুদ্রাস্ফীতির হার কম থাকায় এর প্রভাব পড়বে মৃদু। অপরদিকে B দেশটিতে অধিক মাত্রায় মুদ্রাস্ফীতি থাকায় ধাবমান মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। সুতরাং বলা যায়, দেশ দুটিতে মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব একই রকম না।

প্রশ্ন ▶ ৩৩ সেলিম গ্রামের একজন সাধারণ মানুষ। লেখাপড়াও কম জানে। সে তত্ত্ব কথাও খুব বেশি বোঝেনা। সে শুধু বোঝে দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাড়ল না কমল। পণ্য সামগ্রীর দাম যখন ক্রমাগত বাড়তে থাকে তখন সেলিম ও তার আশপাশের মানুষ কষ্টের মধ্যে থাকে এবং তখন বুঝতে পারে দেশে মুদ্রাস্ফীতি ঘটছে। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমছে এবং দুর্ভোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সবাই এ পরিস্থিতির উন্নতি চায়। তাই সরকারের উচিত মুদ্রাস্ফীতি রোধে বিভিন্ন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

[আলহেরা একাডেমি (স্কুল এন্ড কলেজ) বেড়া, পাবনা। প্রশ্ন নং ১০]

ক. মুদ্রাস্ফীতি কাকে বলে? ১

খ. ভোক্তার মূল্যসূচক বলতে কী বোঝ? ২

গ. সেলিমের মতে মুদ্রাস্ফীতির সময় মানুষ কী ধরনের অবস্থার সম্মুখীন হয়? ৩

ঘ. মুদ্রাস্ফীতি রোধে সরকারের কী করণীয় বলে তুমি মনে কর? ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুদ্রাস্ফীতি দামের আকস্মিক বা অস্থায়ী বৃদ্ধি নয়, বরং দামস্তরের অব্যাহত ও ক্রমাগত বৃদ্ধিই হলো মুদ্রাস্ফীতি।

Teachingbd24.com

খ যে সূচকের মাধ্যমে ভোক্তার দাম বা ব্যয় দেখানো হয় তাকে ভোক্তার দামসূচক বলে।

ভোক্তা যেসব দ্রব্য ভোগ করে সেগুলোর মধ্যে প্রতিনিধিত্ব করে এমন কতকগুলো দ্রব্য নিয়ে একটি দ্রব্যগুচ্ছ তৈরি করা হয়। এ দ্রব্যগুচ্ছ ক্রয় করতে পূর্বে তথা ভিত্তি বছরের খুচরা দামে কত ব্যয় হয়েছে এবং বর্তমানে তথা চলতি বছরের বিদ্যমান দামে কত ব্যয় হবে তা নির্ণয় করা হয়। এর ভিত্তিতে উভয় বছরের দামসূচক নির্ণয় করে তাদের মধ্যে তুলনা করলে মুদ্রাস্ফীতির হার পাওয়া যায়। এটিই মূলত মুদ্রাস্ফীতি পরিমাপের ভোক্তার দামসূচক পদ্ধতি।

গ মুদ্রাস্ফীতির সময় মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে যায় বলে মানুষের জীবনযাত্রার মান কমে যায়।

মুদ্রাস্ফীতি বলতে এমন এক অবস্থাকে বোঝায় যখন স্বল্পকাল ব্যবধানে দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং এর ফলে অর্থের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায় ও দামস্তর বাড়ে। আবার মুদ্রাস্ফীতি ঘটলে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়। নির্দিষ্ট আয়ের মানুষ আগে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী কিনতে পারত বর্তমানে তা পারে না। কারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়। ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার ফলে সাধারণ মানুষ প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করতে পারে না। ফলে তাদের জীবন নির্বাহ করা কষ্টকর হয়। মুদ্রাস্ফীতির ফলে সাধারণ মানুষ সবসময়েই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাছাড়া উচ্চাহারে দাম বৃদ্ধির ফলে দরিদ্র কৃষক, শ্রমিক, চাকরিজীবী প্রভৃতি শ্রেণির মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়। ফলে তাদের কার্যকর চাহিদা কমে যাওয়ায় বিনিয়োগও বাড়তে পারে না। উচ্চমাত্রার মূল্যস্ফীতির ফলে দরিদ্র শ্রেণির মানুষের প্রকৃত আয় উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমে যায়।

উদ্দীপকের সেলিম দেখে দ্রব্যসামগ্রীর দাম ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে তার এবং তার আশপাশের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে দুর্ভোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন সে বুঝতে পারে দেশে মুদ্রাস্ফীতি ঘটেছে। এ পরিস্থিতি থেকেই বোঝা যায়, মুদ্রাস্ফীতির সময় মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে জীবনযাত্রার মানও কমে যায়।

ঘ সৃজনশীল ৩০ নং প্রশ্নের এর 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩৪

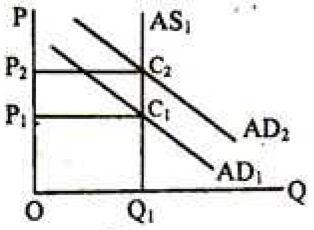

চিত্র: ১

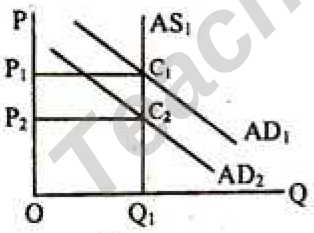

চিত্র: ২

[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, রংপুর। প্রশ্ন নং ২]

ক. Excise Duties কী? ১

খ. 'মুদ্রাস্ফীতি কষ্টকর, কিন্তু মুদ্রাসংকোচন অযৌক্তিক'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে চিত্র (১) এবং চিত্র (২) দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে— তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিস্থিতি রোধে আর্থিক নীতি ও রাজস্ব নীতির কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করো। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত পণ্যের ওপর আরোপিত শুল্ককে আবগারি শুল্ক বা Excise Duties বলে।

খ মুদ্রাস্ফীতি এমন এক অবস্থা প্রকাশ করে যখন সাধারণ দামস্তর ক্রমাগতভাবে বাড়ে। অন্যদিকে মুদ্রাসংকোচন হলো এমন এক অবস্থা যেখানে দামস্তর ক্রমাগতভাবে কমে। মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে পারলে সমাজের আয়, নিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এজন্য অনেকেই মৃদু বর্ধনশীল মুদ্রাস্ফীতিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক বলে মনে করেন। পক্ষান্তরে মুদ্রাসংকোচনের সময় দেশে আয়, উৎপাদন ও নিয়োগ হ্রাস পেতে থাকে। এ অবস্থা চক্রাকারে আবর্তিত হয়ে অর্থনীতিতে মন্দার সৃষ্টি হয়। তাই বলা হয়, মুদ্রাস্ফীতি কষ্টকর হলেও মুদ্রাসংকোচন অযৌক্তিক।

গ উদ্দীপকে চিত্র-১ দ্বারা মুদ্রাস্ফীতি এবং চিত্র-২ দ্বারা মুদ্রাসংকোচন বোঝানো হয়েছে। বিষয়টি নিচে ব্যাখ্যা করা হলো-

ভোগ ব্যয় বিনিয়োগ ব্যয় ও সরকারি ব্যয় তথা সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির ফলে যদি দামস্তর বৃদ্ধি পায় তখন তাকে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে। চিত্র-১ এ দেখা যায়, সামগ্রিক যোগান রেখা AS_1 স্থির থেকে সামগ্রিক চাহিদা রেখা AD_1 থেকে বৃদ্ধি পেয়ে AD_2 হলে দামস্তরও বৃদ্ধি পায় C_1C_2 বা P_1P_2 পরিমাণ। এক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ হলে $P_1P_2C_2C_1$।

অন্যদিকে দেশে যখন দ্রব্যের যোগান অপেক্ষা মুদ্রার যোগান কম হয় এবং মূল্যস্তর অব্যাহতভাবে হ্রাস পেতে থাকে তখন তাকে মুদ্রাসংকোচন বলে। চিত্র-২ এ দেখা যায়, সামগ্রিক যোগান রেখা AS_1 স্থির থেকে সামগ্রিক চাহিদা রেখা AD_1 থেকে হ্রাস পেয়ে AD_2 হলে দামস্তরও হ্রাস পায় P_1P_2 বা C_1C_2 পরিমাণ। এক্ষেত্রে মুদ্রাসংকোচন পরিমাণ হলো $P_2P_1C_1C_2$।

সুতরা যোগান স্থির থেকে চাহিদার বৃদ্ধির ফলে দামস্তর বৃদ্ধি পেলে মুদ্রাস্ফীতি এবং চাহিদা হ্রাসের ফলে দামস্তর হ্রাস পেলে মুদ্রাসংকোচন ঘটে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিস্থিতি তথা মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রা সংকোচন দেশের অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর। এই পরিস্থিতি রোধে আর্থিক নীতি ও রাজস্ব নীতির কার্যকারিতা নিচে বিশ্লেষণ করা হলো।

মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচন নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে সকল পদ্ধতি অবলম্বন করে সেগুলোর সমষ্টিই হলো আর্থিক নীতি। কেন্দ্রীয় ব্যাংক, ব্যাংকহার পরিবর্তন করে মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ব্যাংকহার বৃদ্ধি করলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোও সুদের হার বাড়িয়ে দেয় ফলে বিভিন্ন ব্যাংকের ঋণ প্রদানের ক্ষমতা কমে যায় এবং মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রিত হয়। আবার ব্যাংকহার হ্রাস করলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সুদের হার কমিয়ে দেয় যার ফলে ঋণ প্রদানের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এর্ব মুদ্রাসংকোচন নিয়ন্ত্রিত হয়। এছাড়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক নগদ জমার অনুপাত পরিবর্তন ও ঋণপত্র ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচন নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচন নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার বিভিন্ন ধরনের রাজস্ব নীতি গ্রহণ করে থাকে। সরকার অতিরিক্ত ব্যয় করলে মুদ্রাস্ফীতি বেশি হয় আর ব্যয় না করলে বা কম করলে মুদ্রাসংকোচন হয়। এজন্য সরকার সরকারি ব্যায়ের পরিমাণ পরিবর্তন, কর হারের পরিমাণ পরিবর্তন সরকারি ঋণের পরিমাণের পরিবর্তন এবং সঞ্চয়ের হারের পরিমাণের পরিবর্তনের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচন নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

দেশের সার্বিক আর্থিক অবস্থা স্থিতিশীল রাখার জন্য সরকারকে মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসংকোচন নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। এজন সরকার এসব আর্থিকনীতি ও রাজস্ব নীতি গ্রহণ করে থাকে।

প্রশ্ন ▶ ৩৫ মি. 'X' সাহেব 'ক' দেশে বসবাস করেন। তার দেশের ২০১২ সালের বিভিন্ন ভোগ দ্রব্যের দাম এবং পরিমাণের তালিকা নিম্নরূপ:

ভোগ্য দ্রব্য	২০১২		২০১৪
	দাম (টাকা)	পরিমাণ (কেজি)	দাম (টাকা)
চাল	৩০	৩৫	৩৮
গম	২৮	১০	৩২
চিনি	৩৫	৫	৪৩
বিবিধ	২০	১২	২৪

দেশটির সরকার দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার তাগিদে ব্যাংক হার, সঞ্চয়পত্রের উপর সুদের হার, নগর রিজার্ভের অনুপাত বৃদ্ধি করে এবং পরোক্ষ করে হার কমিয়ে দেয়। *[রাজশাহী কলেজ। প্রশ্ন নং ৮]*

Teachingbd24.com

https://teachingbd24.com

ক. ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি কী? ১

খ. মুদ্রাস্ফীতির সময়ে করদাতা লাভবান না ক্ষতিগ্রস্ত হন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে 'ক' দেশের ভোক্তার মূল্যসূচক (CPI) নির্ণয় কর। ৩

ঘ. সরকারের গৃহীত কার্যক্রমসমূহ দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা অর্জনে কীভাবে ভূমিকা রাখে? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দ্রব্যের চাহিদা স্থির থেকে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির কারণে অথবা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে উৎপাদন হ্রাস পেলে দ্রব্যের যোগান হ্রাস পায়। এরূপ অবস্থায় দামস্তর বৃদ্ধির প্রবণতাকে ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে।

খ দামস্তর বৃদ্ধির ফলে করদাতারা পূর্বাপেক্ষা কম দ্রব্যসামগ্রী বিক্রি করে কর পরিশোধ করতে পারে বলে করদাতা লাভবান হয়। তাছাড়া মুদ্রাস্ফীতির সময় নগদ অর্থের আকারে কর প্রদান করায় কর দাতাদের প্রকৃত ভার কম হয়।

গ নিচের উদ্দীপকের আলোকে 'ক' দেশের ভোক্তার মূল্যসূচক নির্ণয় করা হলো-

ভোগ্যদ্রব্য	ভিত্তি বছর (২০১২)			চলতি বছর (২০১৮)	
	পরিমাণ (Qo)	দাম (Po)	ব্যয় (Po Qo)	দাম (Pn)	ব্যয় (PnQo)
চাল	৩৫	৩০	১০৫০	৩৮	১৩৩০
গম	১০	২৮	২৮০	৩২	৩২০
চিনি	৫	৩৫	১৭৫	৪৩	২১৫
বিবিধ	১২	২০	২৪০	২৪	২৮৮
মোট ব্যয়	$\sum$Po Qo = ১৭৪৫			$\sum$ PnQo = ২১৫৩	

ভিত্তি বছরে ভোক্তার মূল্যসূচক (CPI)

$$(CPI) = \frac{PnQo}{PoQo} \times ১০০ = \frac{১৭৪৫}{১৭৪৫} \times ১০০ = ১০০$$

চলতি বছরে ভোক্তার মূল্যসূচক (CPI)

$$= \frac{\sum PoQo}{\sum PoQo} \times ১০০$$

$$= \frac{২১৫৩}{১৭৪৫} \times ১০০ = ১২৩.৩৮$$

এক্ষেত্রে দামস্তর (১২৩.৩৮ − ১০০) = ২৩.৩৮% বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতির হার হলো ২৩.৩৮%।

ঘ মি. 'X' সাহেবের 'ক' দেশটির সরকার দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য আর্থিক নীতি গ্রহণ করতে পারে।

দেশের আর্থিক কর্তৃপক্ষ (সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক) কর্তৃক অর্থব্যবস্থা পরিচালনা এবং অর্থ ও ঋণের যোগানের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নীতিই হলো আর্থিক নীতি। এ নীতির অন্তর্গত মুদ্রাস্ফীতিবিরোধী নীতি গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের অর্থ ও ঋণের পরিমাণ হ্রাস করতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রার প্রচলন সরাসরি হ্রাস করতে পারে। আবার কেন্দ্রীয় ব্যাংক, ব্যাংক হার বৃদ্ধি, খোলাবাজারে ঋণপত্র বিক্রয়, নগদ জমার অনুপাত বৃদ্ধি ইত্যাদি পরিমাণবাচক ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ কমাতে পারে। তাছাড়া ঋণের রেশনিং, ঋণের বরাদ্দকরণ, জামিনের প্রান্তিক হার পরিবর্তন, ভোক্তার ঋণ নিয়ন্ত্রণ, সরাসরি আদেশ প্রদান, নৈতিক চাপ, প্ররোচনা ইত্যাদি গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির মাধ্যমে ঋণের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আর্থিক নীতির কার্যকর প্রয়োগ ঘটলে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

মুদ্রাস্ফীতি সকল অর্থনৈতিক কার্যক্রম দারুণভাবে বিঘ্নিত ও সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এ জন্য কোনো অবস্থাতেই এটি কাম্য নয়। তাই মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা দরকার।

প্রশ্ন ▶ ৩৬ উন্নয়নশীল দেশগুলোর দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ঘাটতি ব্যয় ও অতিরিক্ত অর্থের যোগানসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করে, ফলে দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমতাবস্থায় বাজারে পর্যাপ্ত দ্রব্যসামগ্রীর যোগান থাকা সত্ত্বে নিম্নবিত্ত মানুষের সংসার চালাতে কষ্ট হয়। এ জন্য মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সরকারকে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে হয়। *[পুলিশ লাইন্স স্কুল ও কলেজ, রংপুর। প্রশ্ন নং ৮]*

ক. মুদ্রাস্ফীতি কী? ১

খ. মুদ্রাস্ফীতির সময় করদাতার ওপর কী প্রভাব পড়ে? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে মুদ্রাস্ফীতির কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারের পদক্ষেপগুলো বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যখন কোনো দেশে প্রচলিত অর্থের পরিমাণ উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর তুলনায় অধিক হওয়ার ফলে দামস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে থাকে তখন সে অবস্থাকে মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়।

খ মুদ্রাস্ফীতির ফলে সীমিত আয়ের লোকেরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ দামস্তর বাড়লে একই পরিমাণ মজুরি দ্বারা তারা পূর্বের চেয়ে কম পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে বাধ্য হয়।

সীমিত আয়ের লোকের ওপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব সবচেয়ে বেশি লক্ষ করা যায়। কারণ তাদের আয়ের সীমা নির্দিষ্ট থাকে। এই নির্দিষ্ট আয়ের ওপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব পড়লে তাদের প্রকৃত আয় কমে যায়। ফলে তাদের জীবনযাত্রার মান এবং ভোগব্যয় কমে যায়। এছাড়াও মুদ্রাস্ফীতি অবস্থায় দেশের ভূমিহীন, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ তাদের ক্রয়ক্ষমতা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

গ সৃজনশীল ১৩ নং প্রশ্নের 'গ'-এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১৩ নং প্রশ্নের 'ঘ'-এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৩৭

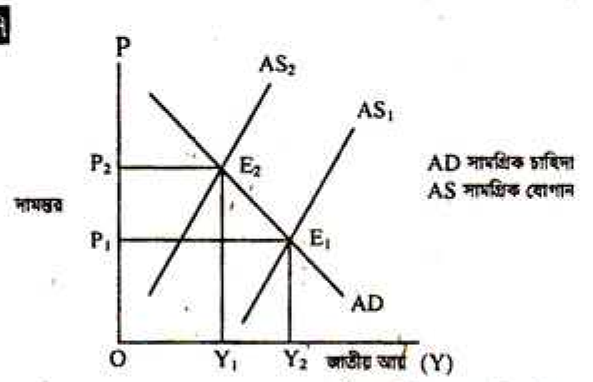

[ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজ। প্রশ্ন নং ৮]

ক. মুদ্রাস্ফীতির হার বলতে কী বোঝায়? ১

খ. "মুদ্রাস্ফীতি সব সময় খারাপ নয়"— বুঝিয়ে লেখ।

গ. চিত্রে কী ধরনের মুদ্রাস্ফীতি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পেলে প্রদত্ত চিত্রে কী পরিবর্তন হবে? ব্যাখ্যা করো। ৪

৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ভিত্তি বছরের তুলনায় চলতি বছরে দ্রব্যমূল্য কতটুকু বৃদ্ধি পেয়েছে তার শতকরা হার পরিমাপকে মুদ্রাস্ফীতির হার বলে।

খ মৃদু মুদ্রাস্ফীতি একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কাম্য। মৃদু মুদ্রাস্ফীতির সময় বেশি মুনাফা লাভের আশায় উদ্যোক্তারা বিনিয়োগে বেশি আগ্রহী হয়। এর ফলে উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে ভোগ ও সঞ্চয় বৃদ্ধি পায়। যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বা উন্নয়নকে নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, মুদ্রাস্ফীতি সব সময় খারাপ নয়।

গ সৃজনশীল ৫ নং প্রশ্নের এর 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ৫ নং প্রশ্নের এর 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৩৮ 'ক' দেশে ২০০৫ সালে ভোক্তার মূল্যসূচক ছিল ১২৫ এবং ২০০৬ সালে ভোক্তার মূল্যসূচক বেড়ে ১৮০ হয়। দেশটির সরকার এ সমস্যা মোকাবিলায় অর্থের যোগান হ্রাস, প্রত্যক্ষ করের হার বৃদ্ধি, ব্যাংক হার বৃদ্ধি এবং উৎপাদন বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

[ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, চট্টগ্রাম। প্রশ্ন নং ৫]

ক. খরচ বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি কী? ১

খ. 'মুদ্রাস্ফীতি উৎপাদনকারীর জন্য সুফল বয়ে আনে।'— ব্যাখ্যা কর। ২

গ. 'ক' দেশে ২০০৬ সালে মুদ্রাস্ফীতির হার কত ছিল? ৩

ঘ. 'ক' দেশের মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলোর যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদনের খরচ বা ব্যয় বৃদ্ধিজনিত কারণে যদি মূল্য বৃদ্ধি পায় তাহলে তাকে খরচ বা ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়।

খ মুদ্রাস্ফীতির ফলে উৎপাদন ও মুনাফা বাড়ে বলে উৎপাদনকারী লাভবান হয় ও তাদের মুনাফা বৃদ্ধি পায়। শেয়ারে অর্থ বিনিয়োগকারীরা মুদ্রাস্ফীতির কারণে লাভবান হয়। মুদ্রাস্ফীতির সময় কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যয় অপেক্ষা পণ্যের দাম বেশি হয়। তাই এ সময় কৃষকশ্রেণি বিশেষ করে ধনী কৃষক লাভবান হয়। মজুতদার, কালোবাজারি ও ফটকা কারবারি মুদ্রাস্ফীতির সময় পণ্য মজুত করে এগুলোর দাম বৃদ্ধি করে এবং মুনাফা বৃদ্ধির চেষ্টা করে।

গ নিচে উদ্দীপকের ২০০৫ সাল ও ২০০৬ সালের ভোক্তার মূল্যসূচকের ভিত্তিতে মুদ্রাস্ফীতির হার নির্ণয় করা হলো—

দ্রব্যসেবার যোগান স্থির অবস্থায়, সাধারণ মূল্যস্তর বা দামস্তরের ক্রমবৃদ্ধির প্রবণতাকে মুদ্রাস্ফীতি বলে। অপরদিকে একটি সময়কাল থেকে অন্য একটি সময়কালে মূল্যসূচকের শতাংশিক বৃদ্ধিকে মুদ্রাস্ফীতি বলে।

উদ্দীপক অনুযায়ী 'ক' দেশে ২০০৫ সালে ভোক্তার মূল্যসূচক ছিল ১২৫ এবং ২০০৬ সালে ভোক্তার মূল্যসূচক বেড়ে হয় ১৮০। এ অবস্থায় ভোক্তার মূল্যসূচকের ভিত্তিতে ২০০৬ সালে মুদ্রাস্ফীতির হার নিচের সূত্রটির মাধ্যমে নির্ণয় করা যায়।

$$\text{মুদ্রাস্ফীতির হার} = \frac{P_{02}-P_{01}}{P_{01}} \times ১০০\%$$

এখানে, P_{02} = চলতি বছরের মূল্যসূচক এবং P_{01} = পূর্ববর্তী বছরের মূল্যসূচক।

$$\text{সুতরাং নির্ণেয় মুদ্রাস্ফীতির হার} = \frac{১৮০ - ১২৫}{১২৫} \times ১০০ = ৪৪\%।$$

ঘ 'ক' দেশের সরকার মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য চতুর্মুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যেমন- অর্থের যোগান হ্রাস, প্রত্যক্ষ করের হার বৃদ্ধি, ব্যাংক হার বৃদ্ধি এবং উৎপাদন বৃদ্ধি।

অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণ: 'X' দেশে মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম প্রধান কারণ হলো অর্থের যোগান বৃদ্ধি। কেননা 'X' দেশের সরকারকে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রয়োজনে অর্থের যোগান বাড়াতে হয়। কিন্তু একই সাথে মুদ্রাস্ফীতির চাপ থেকে ভোক্তা সাধারণকে রক্ষা করতে হলে অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন।

ব্যাংক হার বৃদ্ধি: কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাংকরেট বৃদ্ধি করলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোও সুদের হার বাড়িয়ে দেয়। ফলে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে বিনিয়োগ ও ভোগের জন্য ঋণ প্রদানের ক্ষমতা হ্রাস পায়। এর মাধ্যমে অর্থের যোগান কমানো যায় এবং মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পায়।

প্রত্যক্ষ করের হার বৃদ্ধি: দ্রব্যসামগ্রীর দাম কমাতে হলে পরোক্ষ করের হার বৃদ্ধি না করে রাজস্ব সংগ্রহ বৃদ্ধির জন্য প্রত্যক্ষ করের আওতা বৃদ্ধি করা যায়। তাই 'X' দেশের সরকার মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য নতুন নতুন কর আরোপ ও বিদ্যমান করগুলোর হার বৃদ্ধি করে জনগণের ব্যয়যোগ্য আয় কমাতে পারে। তখন সামগ্রিক চাহিদা হ্রাস পাবে এবং দামস্তর কমবে।

উৎপাদন বৃদ্ধি: 'X' দেশে মুদ্রাস্ফীতি প্রতিকারের অন্যতম উপায় হলো কৃষি, শিল্প ও অন্যান্য সব খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি করা। উৎপাদন বাড়লে দ্রব্যসামগ্রীর যোগান বাড়বে এবং তা দ্রব্য ও সেবার বর্ধিত চাহিদা পূরণের মাধ্যমে দামস্তরের উর্ধ্বগতি রোধ করবে। কলাকৌশলের উন্নয়ন, অধিক প্রয়োজনীয় খাতে সম্পদের বরাদ্দকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে উৎপাদন বাড়ানো যেতে পারে।

সুতরাং, 'X' দেশের সরকার কর্তৃক মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের উপরিউক্ত ব্যবস্থা কতটুকু কার্যকরী হবে তা নির্ভর করে মুদ্রাস্ফীতির প্রকৃতির ওপর।

প্রশ্ন ▶ ৩৯

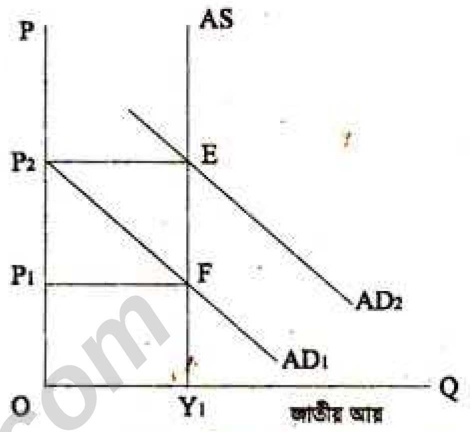

[ইস্পাহানী পাবলিক স্কুল ও কলেজ, কুমিল্লা। প্রশ্ন নং ৭]

ক. ব্যাংক হার কাকে বলে? ১

খ. মুদ্রাস্ফীতি কিভাবে সমাজকে প্রভাবিত করে? ২

গ. চিত্রটি কী নির্দেশ করছে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পেলে প্রদত্ত চিত্রে কী পরিবর্তন হবে? বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে প্রদেয় ঋণের জন্য ন্যূনতম সুদের হার হলো ব্যাংক ঋণ।

খ মুদ্রাস্ফীতি নানাভাবে সমাজকে প্রভাবিত করে থাকে। মুদ্রাস্ফীতির প্রাথমিক পর্যায়ে উৎপাদন ও নিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়ায় সামাজিক সমৃদ্ধি সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু অব্যাহত মুদ্রাস্ফীতির ফলে সমাজে ক্রমেই ধনবৈষম্য বৃদ্ধি পায় এবং শ্রেণিগত বিরোধ ও অসন্তোষ তীব্র আকার ধারণ করতে পারে। জীবনযাত্রার ব্যয় অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় মজুরি বৃদ্ধির দাবি ওঠে। এতে করে শ্রমিক মালিক বিরোধ প্রকট হয় এবং সার্বিকভাবে সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় সৃষ্ট সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুর্নীতি সমগ্র অর্থব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

গ উদ্দীপকের চিত্রটি চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির ধারণা নির্দেশ করছে।

মুদ্রাস্ফীতি বলতে এমন এক অবস্থাকে বোঝায়, যখন স্বল্পকালে ব্যবধানে উৎপাদন স্থির থেকে দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং এর ফলে অর্থের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়। দেশের সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির ফলে যে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। তাকে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে।

উদ্দীপকের চিত্রে সামগ্রিক যোগান বা AS রেখা স্থির থেকে চাহিদা রেখা AD থেকে AD_1 হওয়ায় দামস্তর বৃদ্ধি পায়। দামস্তর বৃদ্ধি পেয়ে P_1 থেকে P_2 হওয়াতে $P_1EF_1P_2$ পরিমাণ মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। একটি অর্থনীতির সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি, রপ্তানি বৃদ্ধি, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি, মুদ্রার পরিমাণ বেড়ে যাওয়া, সুদের হার হ্রাস ইত্যাদি কারণে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। সামগ্রিক যোগান স্থির থেকে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পেলে বাজারে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়।

Teachingbd24.com

ঘ সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পেলে প্রদত্ত চিত্রে AD_1 রেখা ডানদিকে উপরে স্থানান্তরিত হবে এবং মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।
অর্থনতিতে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির কারণে যে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে তাকে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়। সাধারণত ভোগ বৃদ্ধি, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি, রপ্তানি বৃদ্ধি, মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি ও সুদের হার হ্রাস পাওয়ার কারণে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি ঘটে থাকে।

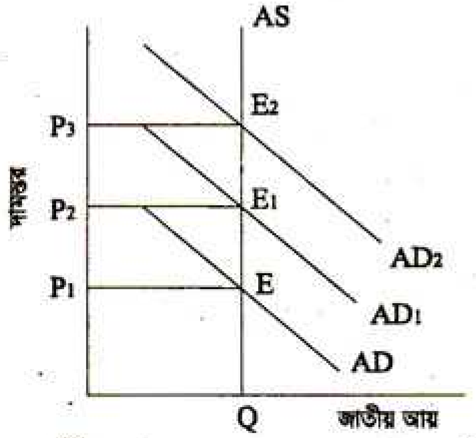

চিত্রে ভূমি অক্ষে জাতীয় আয় এবং লম্ব অক্ষে দামস্তর নির্দেশ হয়েছে। প্রাথমিক সামগ্রিক চাহিদা (AD) ও সামগ্রিক যোগান (AS) রেখা E বিন্দুতে ছেদ করেছে। যেকানে দামস্তর P_1। যোগান স্থির থেকে চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে AD_1 হওয়াতে দামস্তর বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল P_1 এবং মুদ্রাস্ফীতি পরিমাণ ছিল $P_1P_2E_1E_2$এখন সামগ্রিক যোগান (AS) রেখা স্থির রেখে চাহিদা যদি আরও বৃদ্ধি পায় এবং নতুন চাহিদা রেখা AD_2 হলে দামস্তর ও P_2 থেকে বৃদ্ধি পেয়ে P_3 হবে। দামস্তর বৃদ্ধি কারণে মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ ও বৃদ্ধি পাবে এবং $P_2EE_2P_3$ পরিমাণ মুদ্রাস্ফীতি ঘটবে।
সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পেলে উদ্দীপকের চিত্রে চাহিদা রেখা AD_1 ডানদিকে উপরে স্থানান্তরিত হবে এবং এর নতুন অবস্থান হবে AD_2। চাহিদা রেখার এই স্থানান্তর দরুন দামস্তর পূর্বের তুলনা P_2P_3 পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। এই দামস্তর বৃদ্ধি হেতু মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধির পরিমাণ $P_2E_1E_2P_3$ হবে।

প্রশ্ন ▶ ৪০ মি. ফারুক একটি বেসরকারি অফিসে নির্ধারিত বেতনে চাকরি করেন। তিনি গত বছর যে মাছ ও সবজি প্রতি কেজি যথাক্রমে ২০০ এবং ১০ টাকায় কিনেছিলেন এ বছর তা যথাক্রমে ৩০০ এবং ২০ টাকা দরে ক্রয় করতে হচ্ছে। *[মদনমোহন কলেজ, সিলেট] প্রশ্ন নং ৭]*

ক. CPI কী? ১
খ. মুদ্রাস্ফীতির কারণে ঋণদাতারা লাভবান না ক্ষতিগ্রস্ত হন- ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে ভোক্তার দামসূচক নির্ণয় কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে মুদ্রাস্ফীতির কারণ উল্লেখ করে এর সমাধানে তোমার মতামত ব্যাখ্যা কর। ৪

৪০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক CPI-Consumer Price Index হলো ভোক্তার ব্যয় সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে মূল্য বা দামসূচক নির্ণয়ের পদ্ধতি।

খ মুদ্রাস্ফীতির কারণে ঋণদাতারা ক্ষতিগ্রস্ত হন।
মুদ্রাস্ফীতির সময় দামস্তর বৃদ্ধির ফলে ঋণদাতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এসময় ঋণদাতারা নির্দিষ্ট সময়ের পরে সুদাসলসহ যে অর্থ পায় তার ক্রয় ক্ষমতা পূর্বের চেয়ে কম হয়। মুদ্রাস্ফীতির ফলে অর্থের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায় বলে ঋণদাতার ফেরত প্রাপ্ত অর্থের মূল্য আগের চেয়ে কম হয় মূলত উক্ত কারণেই ঋণদাতারা মুদ্রাস্ফীতির সময় ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

গ নিচে উদ্দীপকের আলোকে মি. ফারুকের দামসূচক নির্ণয় করা যায়।
উদ্দীপকের মি. ফারুক একটি বেসরকারি অফিসে চাকরি করেন। তার বেতন পূর্ব নির্ধারিত। তিনি গত বছর যে মাছ ও সবজি কেজি প্রতি যথাক্রমে ২০০ ও ১০ টাকা দরে কিনতে পারতেন, এ বছর তা যথাক্রমে ৩০০ ও ২০ টাকা দরে ক্রয় করতে হচ্ছে। উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে একটি সূচি তৈরি করা হলো-

ভোগ্যদ্রব্য	ভিত্তি বছর (গত বছর)			চলতি বছর (এ বছর)	
	পরিমাণ (Q)	দাম (P_0)	ব্যয় (P_0Q_0)	দাম (P_n)	ব্যয় (P_nQ_0)
মাছ	১ কেজি	২০০	২০০	৩০০	৩০০
সবজি	১ কেজি	১০	১০	২০	২০
মোট ব্যয়	∑PoQo = ২১০			∑ PnQo = ৩২০	

সুতরাং উপরের সূচির আলোকে গত বছরের তুলনায় এ বছরে ভোক্তার দামসূচক

$$(CPI) = \frac{PnQo}{PoQo} \times ১০০$$
$$= \frac{৩২০}{২১০} \times ১০০$$
$$= ১৫২.৩৮\%$$

এক্ষেত্রে দামস্তর গত বছরের তুলনায় এ বছর (১৫২.৩৮ - ১০০) বা ৫২.৩৮% বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতির হার হলো ৫২.৩৮%।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে মুদ্রাস্ফীতির কারণ উল্লেখপূর্বক এর সমাধানে আমার মতামত ব্যাখ্যা করা হলো—
বাংলাদেশের জনসংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। সাম্প্রতিককালে দেশের অতীতের তুলনায় দ্রব্য ও সেবাদির উৎপাদন অনেক বাড়লেও তা ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার তুলনায় অপ্রতুল। ফলে অতিরিক্ত চাহিদা দামস্তর বাড়িয়ে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়েছে।
উদ্দীপকের মি. ফারুক একটি বেসরকারি অফিসে নির্ধারিত বেতনে চাকরি করেন। বেশ কয়েক বছর ধরেই সরকার বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, রাষ্ট্রায়ত্ত ও কলকারখানার কর্মচারী ও শ্রমিকদের বেতন ভাতা ও মজুরি দফায় দফায় বাড়িয়েছে। কিন্তু প্রদত্ত আর্থিক সুবিধার বিপরীতে আনুপাতিকভাবে দ্রব্য ও সেবাদির উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হয়নি। ফলে সবকিছুর দাম বেড়ে মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয়েছে। এ সমস্যা সমাধানে তথা মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস করার জন্য নানা উপায় গ্রহণ করা যায়। মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আর্থিক কর্তৃপক্ষ তথা কেন্দ্রীয় ব্যাংক যেমন তার আর্থিক নীতি হাতিয়ারসমূহ প্রয়োগ করতে পারে তেমনি সরকারও রাজস্বনীতির হাতিয়ারগুলো প্রয়োগ করতে পারে তেমনি সরকার ও রাজস্বনীতির হাতিয়ারগুলো প্রয়োগ করতে পারে। আর্থিক নীতির ক্ষেত্রে ব্যাংক হার পরিবর্তন, খোলাবাজারে ঋণপত্র বিক্রয়, নগদ রিজার্ভের অনুপাতের পরিবর্তন, ঋণের রেশনিং, বন্ধকী ঋণের নগদাংশ পরিবর্তন ইত্যাদি গ্রহণের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ প্রদান ক্ষমতা সংশোধিত করা যায়। এমতাবস্থায় বেসরকারি ভোগ ও বিনিয়োগ প্রবণতা হ্রাস হেতু সামগ্রিক চাহিদা হ্রাস পায়। ফলে মূল্যস্তর ও হ্রাস পায়। অপরদিকে সরকারি রাজস্বনীতির মাধ্যমে, যেমন- সরকারি ব্যয় হ্রাস, করের পরিমাণ বৃদ্ধি, সরকারি ঋণপত্র বিক্রয়, হস্তান্তর ব্যয় হ্রাস, সরকারি অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পেনশন সাময়িক বন্ধ বা হ্রাস করে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে আনা যায়। এছাড়াও উৎপাদন বৃদ্ধি, মজুরি নিয়ন্ত্রণ, আমদানি বৃদ্ধি, পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ইত্যাদির দ্বারা মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
উপরিউক্ত মুদ্রাস্ফীতির কারণগুলো চিহ্নিত করার মাধ্যমে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতির মতো ভয়াবহ সমস্যা সমাধান করা সম্ভব বলে আমি মনে করি।

https://teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৪১

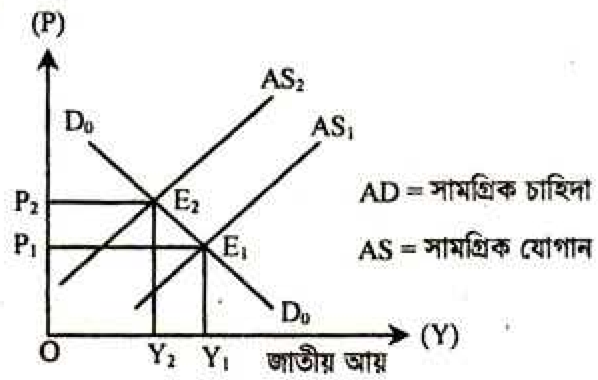

[মদনমোহন কলেজ, সিলেট। প্রশ্ন নং ৮]

ক. মুদ্রা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি কী? ১
খ. উৎপাদন ব্যয় হ্রাস কীভাবে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করে? ২
গ. চিত্রে কোন ধরনের মুদ্রাস্ফীতি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উৎপাদন খরচ বাড়লে অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় কথাটি বিশ্লেষণ করো। ৪

৪১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যুদ্ধ, বন্যা, মহামারি, উন্নয়ন প্রভৃতির জন্য সরকার যদি মুদ্রার যোগান বৃদ্ধি করলে দেশে যে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়, তাকে ঘাটতি ব্যয়জনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে। অর্থাৎ, মুদ্রা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি হলো ঘাটতি ব্যয়জনিত মুদ্রাস্ফীতি।

খ উৎপাদন ব্যয় হ্রাস দ্রব্যমূল্য হ্রাসের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করে।
সাধারণত উৎপাদনের উপকরণের ব্যয় বাড়লে বাজার দ্রব্যের দাম বাড়ে। ফলে দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। এখন যদি উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায়, তাহলে দ্রব্যের দাম কম হবে। ফলশ্রুতিতে দেশে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রিত হবে। তাই বলা যায়, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করে।

গ সৃজনশীল ৫ নং প্রশ্নের এর 'গ' এর উত্তর দেখো।

ঘ উৎপাদন ব্যয় বাড়লে দেশে ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। নিচে তা বিশ্লেষণ করা হলো।
উৎপাদন ক্ষেত্রে নানা কারণে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পেতে পারে। এর ফলে দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে। যেমন- শ্রমের চাহিদা বৃদ্ধির কারণে শ্রমিকের দরকষাকষি ক্ষমতা বাড়ে। ফলে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা না বাড়লেও মজুরি বাড়ে। এজন্য উৎপাদন খরচ বেড়ে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। এছাড়া, সরকার ব্যাপক হারে পণ্যসামগ্রীর ওপর পরোক্ষ কর আরোপ করলে মূল্যস্তর বেড়ে যায় এবং মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয়।
উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির জন্য উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস দরুন দেশে ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। আবার, শ্রমিকসংঘ মালিক পক্ষের সাথে দরকষাকষির মাধ্যমে তাদের উৎপাদনশীলতার সাথে ন্যায়সঙ্গত নয় এমন ধরনের মজুরি বাড়াতে পারে। ফলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি না পেয়েও মজুরি বাড়লে খরচ তাড়িত মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।
অর্থনীতির দুর্বল ব্যবস্থাপনা, বিনিয়োগ বৃদ্ধি বা চাহিদা বৃদ্ধির সাথে উৎপাদন সমান হারে বাড়ে না। ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সরকারের তদারকি ব্যবস্থার দুর্বলতা এবং ব্যবসা-বাণিজ্য মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার জন্য তাদের মাত্রাতিরিক্ত মুনাফা অর্জন মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম কারণ। তাই পরিশেষে বলা যায়, উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি একটি দেশে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করে।

প্রশ্ন ▶ ৪২ বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। ফলে খাদ্যের উৎপাদন দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। কিন্তু খাদ্যের দাম বেড়েই চলেছে। এতে সাধারণ মানুষ ও খেটে খাওয়া মানুষের দুর্ভোগ বেড়েই চলেছে। এ সমস্যা সমাধানের উপায় হচ্ছে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা। *[মদনমোহন কলেজ, সিলেট। প্রশ্ন নং ৯]*

ক. Hyper Inflation কী? ১
খ. কৃষক শ্রেণির ওপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত মুদ্রাস্ফীতির পরিচয় দাও। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে তোমার সুপারিশ কী? ৪

৪২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মূল্যস্তর যদি দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পায়, তবে তাকে Hyper Inflation বলে।

খ মুদ্রাস্ফীতির সময় ধনী কৃষকরা লাভবান হলেও প্রান্তিক, দরিদ্র ও ক্ষুদ্র কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
সাধারণত মুদ্রাস্ফীতির সময় বাজারে বেশি দামে বিক্রয় করার মতো কৃষিজাত দ্রব্য ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের নিকট তেমন উদ্বৃত্ত থাকে না। এর ফলে এ সকল কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু ধনী কৃষক শ্রেণি তাদের উদ্বৃত্ত দ্রব্য বেশি দামে বিক্রি করে লাভবান হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত মুদ্রাস্ফীতিটি চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতিকে নির্দেশ করে।
অর্থনীতিতে চাহিদা বৃদ্ধির জন্য দামস্তর বৃদ্ধির প্রবণতাকে চাহিদা বৃদ্ধি জনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে। একটি অর্থনীতিতে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি অর্থাৎ ভোগ বৃদ্ধি, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি, রপ্তানি বৃদ্ধি, মুদ্রার সরবরাহ বৃদ্ধি, সুদের হার হ্রাসের ফলে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি ঘটে থাকে।

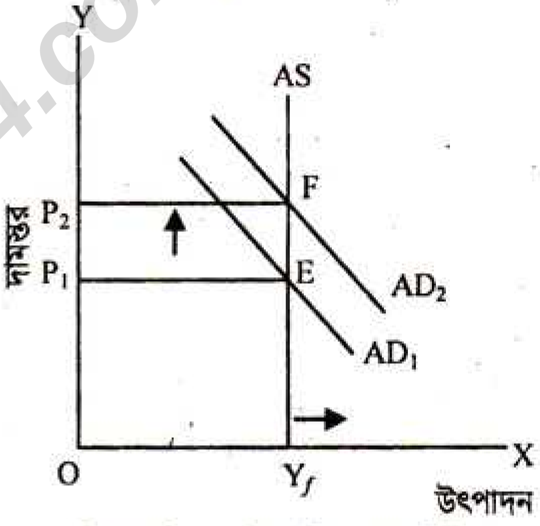

চিত্র: চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য ভোগ বৃদ্ধিও সরকারি ব্যয় বৃদ্ধির কারণে দেশে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পায়। যা চিত্রে AD_1 থেকে AD_2 হয়। ফলশ্রুতিতে দামস্তর P_1 থেকে বেড়ে P_2 হয়। অর্থাৎ সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির জন্য মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত মুদ্রাস্ফীতিটি হলো চাহিদাবৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে।
চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম কারণ হলো অতিরিক্ত চাহিদার ব্যয় মেটানোর জন্য অর্থের যোগান বৃদ্ধি। এর ফলে দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। তাই অর্থের যোগান নিয়ন্ত্রণ করলে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রিত হবে।
উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ হ্রাস দরুন উৎপাদন কম হচ্ছে। অথচ জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়া খাদ্য চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। এমতাবস্থায় আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ ও উন্নত বীজ ও সার ব্যবহার করে উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। কারণ উৎপাদন বাড়লে দ্রব্যের যোগান বৃদ্ধির মাধ্যমে বাজারে দাম হ্রাস পাবে।
কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাংকরেট বৃদ্ধি করলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোও সুদের হার বাড়িয়ে দেয়। ফলে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে বিনিয়োগ ও ভোগের জন্য ঋণ প্রদানের ক্ষমতা হ্রাস পায়। এর মাধ্যমে অর্থের যোগান কমানো যায়

Teachingbd24.com

এবং মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পায়। দ্রব্যসামগ্রীর দাম কমাতে হলে পরোক্ষ করের হার বৃদ্ধি না করে রাজস্ব সংগ্রহ বৃদ্ধির জন্য প্রত্যক্ষ করের আওতা বৃদ্ধি করা যায়। তাই বাংলাদেশ সরকার মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য নতুন নতুন কর আরোপ ও বিদ্যমান করগুলোর হার বৃদ্ধি করে জনগণের ব্যয়যোগ্য আয় কমাতে পারে। তখন সামগ্রিক চাহিদা হ্রাস পাবে এবং দামস্তর কমবে। তাই বলা যায়, উপরে উল্লিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে দেশে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রিত হবে বলে আশা করা যায়।

প্রশ্ন ▶ ৪৩ সালাম সাহেব ২০১৭ সালে প্রতি কেজি চাল, আটা ও আলু যথাক্রমে ৪৫, ৩২ ও ২৫ টাকায় ক্রয় করেছিলেন। কিন্তু ঘাটতি বাজেট ব্যয় নির্বাহে ও অতিরিক্ত অর্থের যোগান বৃদ্ধির কারণে ২০১৮ সালে একই দ্রব্যগুলো তিনি যথাক্রমে ৪৮, ৩৫ ও ২৮ টাকায় ক্রয় করতে বাধ্য হন। *[সরকারি সৈয়দ হাতেম আলী কলেজ, বরিশাল ▌প্রশ্ন নং ১]*

ক. মুদ্রাস্ফীতি কী? ১

খ. মুদ্রাস্ফীতি সব সময় খারাপ নয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. CPI পদ্ধতি ব্যবহার করে মুদ্রাস্ফীতি নির্ণয় কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে সৃষ্ট বিষয়টি কারণগুলো কী কী হতে পারে বলে তুমি মনে কর এবং তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুদ্রাস্ফীতি বলতে এমন এক অবস্থাকে বোঝায়, যখন স্বল্পকাল ব্যবধানে উৎপাদন স্থির থেকে দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং এর ফলে অর্থের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়।

খ মৃদু মুদ্রাস্ফীতি একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কাম্য। মৃদু মুদ্রাস্ফীতির সময় বেশি মুনাফা লাভের আশায় উদ্যোক্তারা বিনিয়োগে বেশি আগ্রহী হয়। এর ফলে উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে ভোগ ও সঞ্চয় বৃদ্ধি পায়। যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বা উন্নয়নকে নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, মুদ্রাস্ফীতি সব সময় খারাপ নয়।

গ নিচে উদ্দীপকের ২০১৭ সাল ও ২০১৮ সালের দামস্তরের তথ্যের আলোকে ভোক্তার দামসূচক পদ্ধতি ব্যবহার করে মুদ্রাস্ফীতির হার নির্ণয় করা হলো:

ভোগ্যদ্রব্যের নাম (কেজি)	ভিত্তি বছর (২০১৭)			চলতি বছর (২০১৮)	
	পরিমাণ (Q_0)	দাম (P_0)	ব্যয় (P_0Q_0)	দাম (P_n)	ব্যয় (P_nQ_0)
চাল	১	৪৫	৪৫	৪৮	৪৮
আটা	১	৩২	৩২	৩৫	৩৫
আলু	১	২৫	২৫	২৮	২৮
মোট ব্যয়	$\sum P_0Q_0 = ১০২$			$\sum P_nQ_0 = ১১১$	

সুতরাং, চলতি বছরে ভোক্তার দামসূচক (CPI)

$$= \frac{\sum P_nQ_0}{\sum P_0Q_0} \times ১০০; = \frac{১১১}{১০২} \times ১০০ = ১০৮.৮২$$

তাহলে, ভিত্তি বছরে ভোক্তার দামসূচক (CPI)

$$= \frac{\sum P_0Q_0}{\sum P_0Q_0} \times ১০০; = \frac{১০২}{১০২} \times ১০০ = ১০০$$

এক্ষেত্রে দামস্তর (১০৮.৮২ − ১০০) = ৮.৮২% বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতির হার হলো ৮.৮২%।

ঘ উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, উন্নয়নশীল দেশগুলো ঘাটতি ব্যয় ও অতিরিক্ত অর্থের যোগানসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করার ফলে দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। নিচে এর কারণগুলো আলোচনা করা হলো—

১. উন্নয়নশীল দেশে মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম প্রধান কারণ হলো অর্থের যোগানের বিপুল বৃদ্ধি। অর্থের যোগান বিপুল পরিমাণ বাড়লেও দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাদির পরিমাণ তার তুলনায় না বাড়ায় দামস্তর বেড়ে মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয়েছে।

২. বড় আয়তনের বাজেট বাস্তবায়নের জন্য অভ্যন্তরীণ ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে সরকারের ঋণ গ্রহণ বৃদ্ধি পাওয়ায় তা দামস্তর বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। বিগত বছরগুলোতে রাজস্ব ও উন্নয়ন ব্যয় উভয়ই যথেষ্ট পরিমাণে বেড়েছে। রাজস্ব ব্যয় বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন তেমন না বাড়ায় এবং নির্বাহকৃত উন্নয়ন ব্যয়ের সুফল দ্রুত প্রাপ্ত না হওয়ায় দামস্তর বেড়ে চলেছে।

৩. উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও দরিদ্রদের জন্য আর্থিক নিরাপত্তাব্যবস্থা এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে উচ্চহারে ভর্তুকি বজায় রাখার স্বার্থে সরকারের সামগ্রিক ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে বাজেট ঘাটতি অব্যাহত রয়েছে। এ বিষয়টি দেশের মূল্যস্ফীতির একটি কারণ।

৪. উন্নয়নশীল দেশে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বড় আয়তনের বাজেট বাস্তবায়নের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়। কিন্তু এসব ব্যয়ের বিপরীতে সমপরিমাণ দ্রব্য ও সেবাপ্রবাহ সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হয় না বলে দামস্তর বৃদ্ধি পায়। এসব দেশে উন্নয়নমুখী ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

প্রশ্ন ▶ ৪৪

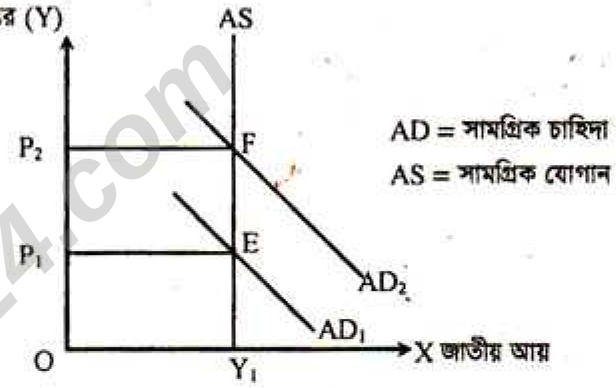

[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর ▌প্রশ্ন নং ৮]

ক. ব্যাংক হার কী? ১

খ. মৃদু মুদ্রাস্ফীতি অর্থনীতির জন্য আশীর্বাদ— ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ নির্ণয় কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টির কারণগুলো ব্যাখ্যা কর। ৪

৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে ন্যূনতম সুদের হার ধার্য করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে ঋণ প্রদান করে, তাকে ব্যাংক হার বলে।

খ মৃদু মুদ্রাস্ফীতি একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কাম্য। দামস্তর ধীরে ধীরে এবং ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে তা সহনীয় পর্যায়ে থাকলে তাকে মৃদু মুদ্রাস্ফীতি বলে, যা সাধারণত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে উজ্জীবিত করে।

মৃদু মুদ্রাস্ফীতির সময় বেশি মুনাফা লাভের আশায় উদ্যোক্তারা বিনিয়োগে বেশি আগ্রহী হয়। এর ফলে উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে ভোগ ও সঞ্চয় বৃদ্ধি পায়, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বা উন্নয়নকে নির্দেশ করে। তাই বলা যায়, মৃদু মুদ্রাস্ফীতি অর্থনীতির জন্য আশীর্বাদ।

গ উল্লিখিত চিত্র অনুযায়ী, মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ ab বা ১০ একক। উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্রটি হলো চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি। ভোগ ব্যয়, বিনিয়োগ ও সরকারি ব্যয় তথা চাহিদা বৃদ্ধির ফলে যদি দামস্তর বৃদ্ধি পায়, তবে তাকে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে।

প্রদত্ত চিত্রে লক্ষ করা যায়, X-অক্ষ বরাবর দ্রব্যের পরিমাণ ও Y অক্ষ বরাবর দাম বা দামস্তর দেখানো হয়েছে। আরো লক্ষ করা যায়, প্রাথমিক চাহিদা (AD_1) এবং যোগান (AS) রেখা a বিন্দুতে ছেদ করেছে। যেখানে দামস্তর ৮০ একক। পরবর্তীতে চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে AD_1 থেকে AD_2 হলে AD_2 ও AS রেখা b বিন্দুতে ছেদ করে। যেখানে দাম

নির্ধারিত হয় ৯০ একক। এক্ষেত্রে দামস্তর হলো (৯০-৮০) বা ১০ একক, যা চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতিকে নির্দেশ করে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, প্রদত্ত চিত্র অনুযায়ী, মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ হলো ১০ একক।

ঘ প্রদত্ত চিত্রে উল্লিখিত মুদ্রাস্ফীতিটি হলো চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি। নিচে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির কারণ বিশ্লেষণ করা হলো।

বর্তমানে যোগানের তুলনায় চাহিদা বেশি হলে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। কারণসমূহ হলো নিম্নরূপ:

প্রথমত, সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি: সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম কারণ। দেশের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। কিন্তু সে অনুপাতে স্বল্পকালে উৎপাদন বাড়ে না, যার ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

দ্বিতীয়ত, অর্থের যোগান বৃদ্ধি: অর্থের যোগান বাড়লে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ে। ফলে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয়।

তৃতীয়ত, ব্যয়যোগ্য আয় বৃদ্ধি: দেশে জনগণের ব্যয়যোগ্য আয় বাড়লে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়ে। ফলে দামস্তর ঊর্ধ্বমুখী হয়।

চতুর্থত, জনসংখ্যা বৃদ্ধি: জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে চাহিদা বৃদ্ধির দ্বারা দেশের দামস্তর বাড়ে তথা মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

উপর্যুক্ত কারণগুলো ছাড়াও চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির অন্যান্য কারণগুলো হলো ঘাটতি ব্যয়, অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বৃদ্ধি, রপ্তানি বৃদ্ধি ও উদার ঋণ নীতি ইত্যাদি।

প্রশ্ন ▶ ৪৫ বাংলাদেশ ব্যাংকের এক বৈঠকে মুদ্রাস্ফীতির কারণ সম্পর্কিত এক সভায় ব্যাংকের গভর্নর বলেন, "দেশে ব্যাংক ঋণ যে অনুপাতে বেড়েছে ওই অনুপাতে দ্রব্য উৎপাদন বাড়েনি। ভোগ ও বিনিময় ব্যয় বৃদ্ধি, ব্যয়যোগ্য আয় বৃদ্ধি এবং ঘাটতি ব্যয়ের কারণে মুদ্রাস্ফীতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে।" তিনি সভায় মুদ্রাস্ফীতির ধরন ও বাস্তবচিত্র তুলে ধরায় চেষ্টা করেন। এ বাস্তবচিত্র উপস্থাপন করতে গিয়ে তিনি সভা কক্ষের মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরে কিছু দ্রব্যের দামের সরলসূচক সংখ্যা প্রকাশ করেন। এগুলো হলো– চাল, গম, ডাল, তৈল ও চিনি। *[স্কলারস হোম, সিলেট ∎ প্রশ্ন নং ৮; ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, জাহানাবাদ, খুলনা ∎ প্রশ্ন নং ৪]*

ক. CPI-এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. মুদ্রাস্ফীতির সামাজিক প্রভাব বর্ণনা কর। ২

গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মুদ্রাস্ফীতির যে কারণগুলো উল্লেখ করেছেন সেগুলো ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের উক্তিতে দেয়া যোগানের অপর্যাপ্ততার কারণে যে মুদ্রাস্ফীতির দেখা দেয় তার বিশ্লেষণ করো। ৪

৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক CPI-এর পূর্ণরূপ হলো— Consumar Price Index

খ মুদ্রাস্ফীতি প্রাথমিক পর্যায়ে উৎপাদন ও নিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়ায় সামাজিক সমৃদ্ধি সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু অব্যাহত মুদ্রাস্ফীতির ফলে সমাজে ক্রমেই ধনবৈষম্য বৃদ্ধি পায় এবং শ্রেণিগত বিরোধ ও অসন্তোষ তীব্র আকার ধারণ করতে পারে।

জীবনযাত্রার ব্যয় অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় মজুরি বৃদ্ধির দাবি ওঠে, শ্রমিক-মালিক বিরোধ প্রকট হয় এবং সার্বিকভাবে সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় সৃষ্ট সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুর্নীতি সমগ্র অর্থব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর বর্ধিত চাহিদাজনিত মুদ্রাস্ফীতির কারণগুলো উল্লেখ করেছেন।

কোনো দেশে বিভিন্ন কারণে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। তবে সাধারণভাবে বলা যায়, দ্রব্যসামগ্রীর যোগানের তুলনায় আর্থিক আয় ও ব্যয় বৃদ্ধি পেলে বেশি পরিমাণ অর্থ কম পরিমাণ দ্রব্যাধির পেছনে ধাবিত হয় বলে দামস্তর বাড়ে। অর্থাৎ উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর জন্য কার্যকর চাহিদা বৃদ্ধি পায় বলেই দামস্তর বৃদ্ধি পায়। অতএব মূলত দ্রব্যসামগ্রীর বর্ধিত চাহিদা ও অবর্ধিত যোগান মুদ্রাস্ফীতির প্রধান দুটি কারণ হিসেবে কাজ করে।

উদ্দীপকে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মুদ্রাস্ফীতির জন্য যে কারণগুলোর উল্লেখ করেছেন তা মূলত দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির দিকে ইঙ্গিত করে। যেমন— অর্থ ও ঋণের যোগান বৃদ্ধি; সরকার কর্তৃক চালুকৃত অর্থ, ব্যাংকে ঋণের প্রসার এবং অর্থের প্রচলন গতি বাড়লে এবং সে তুলনায় উৎপাদন না বাড়লে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়ে। ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

ভোগ ও বিনিময় ব্যয় বৃদ্ধি; ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় বৃদ্ধির ফলে ভোগ্য ও বিনিময়সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু স্বল্পকালে সে তুলনায় উৎপাদন বাড়ে না। ফলে দামস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়।

ব্যয়যোগ্য আয় বৃদ্ধি; সমাজে মোট ব্যয়যোগ্য আয় বাড়লে দ্রব্য ও সেবার দাম বাড়ে। অতীত সঞ্চয়ের ব্যবহার, বর্তমান বঞ্চয় হ্রাস, ভোগ প্রবণতা বৃদ্ধি, মজুরি বৃদ্ধি, কর হ্রাস ইত্যাদি কারণে সমাজের ব্যয়যোগ্য আয় বাড়তে পারে।

ঘাটতি ব্যয়; সরকারের আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশি হলে দেশের ভেতর অথবা বাইরে থেকে ঋণ গ্রহণ, অতিরিক্ত মুদ্রা চালু ইত্যাদি পদ্ধতি দ্বারা ঘাটতি ব্যয় পূরণ করা হয়। এক্ষেত্রে অর্থ ও ঋণের যোগান বাড়লে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়ে। কিন্তু স্বল্পকালে সে তুলনায় উৎপাদন বাড়ে না বলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

ঘ উদ্দীপকে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের দেয়া উক্তিতে যোগানের অপর্যাপ্ততার জন্য যে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় তা হচ্ছে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি। নিচে একটি চিত্রের সাহায্যে চাহিদা বৃদ্ধি জনিত মুদ্রাস্ফীতি বিশ্লেষণ করা হলো—

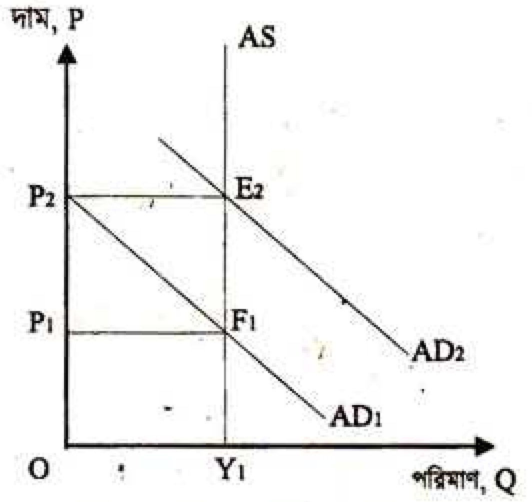

চিত্র: চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি

উপরের চিত্রে, ভূমি-অক্ষে যোগান a এবং লম্ব অক্ষে দামস্তর, p নির্দেশিত হয়েছে। সামগ্রিক যোগান রেখা As স্থির থাকা অবস্থায় চাহিদা রেখা AD_1 থেকে AD_2 হলে অর্থাৎ চাহিদা বাড়লে দামও P_1 থেকে বৃদ্ধি পেয়ে P_2 হবে। এক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ হবে $P_1E_1E_2P_2$, যা চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি।

অর্থাৎ, সামগ্রিক যোগান স্থির থেকে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির ফলে বাজারে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। তখন শ্রমের দক্ষতা, যোগান, উৎপাদন কৌশল, উৎপাদন ব্যয় প্রভৃতি স্থির অবস্থায় দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ফলে দামস্তর বৃদ্ধি পায়। এ ধরনের মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম কারণ হলো সামগ্রিক চাহিদা এবং যোগানের অপর্যাপ্ততা। সমাজে সাধারণত ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় বাড়লে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পায়। সামগ্রিক যোগান স্থির থাকা অবস্থায় চাহিদা বাড়লে দামস্তর বাড়ে, ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

Teachingbd24.com

প্রশ্ন ▶ ৪৬ উন্নয়নশীল দেশগুলোর দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ঘাটতি ব্যয় ও অতিরিক্ত অর্থের যোগানসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করে। ফলে দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমতাবস্থায় বাজারে পর্যাপ্ত দ্রব্যসামগ্রীর যোগান থাকা সত্ত্বেও নিম্নবিত্ত মানুষের সংসার চালাতে কষ্ট হয়। এজন্য মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সরকারকে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে হয়। *[ডা. আব্দুর রাজ্জাক মিউনিসিপ্যাল কলেজ, যশোর | প্রশ্ন নং ৮]*

ক. মুদ্রাস্ফীতি কী? ১

খ. রপ্তানি বৃদ্ধি কিভাবে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে মুদ্রাস্ফীতির কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সমস্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারের পদক্ষেপগুলো বিশ্লেষণ কর। ৪

৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যখন কোনো দেশে প্রচলিত অর্থের পরিমাণ উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর তুলনায় অধিক হওয়ার ফলে দামস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখন সে অবস্থাকে মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়।

খ রপ্তানি বৃদ্ধির দ্বারা অভ্যন্তরীণ বাজারে পণ্যের যোগান হ্রাস পেলে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয়।

কোনো দেশে আমদানি অপেক্ষা রপ্তানি বেশি হলে তথা বৈদেশিক বাণিজ্যে উদ্বৃত্ত দেখা দিলে জনগণের আয় বৃদ্ধি পায় ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সে অনুপাতে উৎপাদন না হলে তখন দ্রব্যসামগ্রীর দামস্তর বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। সুতরাং, রপ্তানি বৃদ্ধির দ্বারা অভ্যন্তরীণ যোগান হ্রাস বা আয় বৃদ্ধি ঘটলে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয়।

গ সৃজনশীল ১৩ নং প্রশ্নের 'গ'-এর উত্তর দেখো।

ঘ সৃজনশীল ১৩ নং প্রশ্নের 'ঘ'-এর উত্তর দেখো।

প্রশ্ন ▶ ৪৭ উদ্দীপকটি লক্ষ কর:

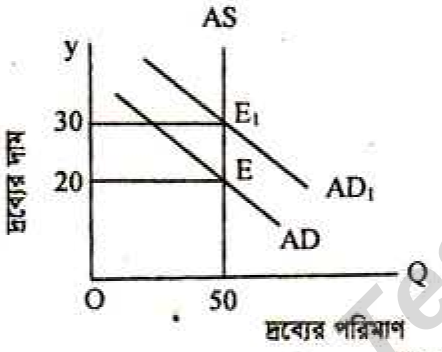

[চট্টগ্রাম কলেজ | প্রশ্ন নং ৭]

ক. মুদ্রাস্ফীতি কী? ১

খ. ব্যয় বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি অর্থনীতির জন্য খারাপ কেন? ২

গ. চিত্র অনুযায়ী মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. চিত্রে উল্লিখিত মুদ্রাস্ফীতির কারণ ব্যাখ্যা কর। ৪

৪৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মুদ্রাস্ফীতি বলতে এমন এক অবস্থাকে বোঝায়, যখন স্বল্পকাল ব্যবধানে উৎপাদন স্থির থেকে দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং এর ফলে অর্থের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়।

খ খরচ বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকারক।

খরচ বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি ঘটার অন্যতম কারণ হলো— শ্রমিক সংঘসমূহের দাবির প্রেক্ষিতে মজুরি এতটা বৃদ্ধি হয়, যা তাদের উৎপাদনশীলতার সাথে সংগতিপূর্ণ নয়। তাছাড়া, একচেটিয়া কারবারিরা অতিরিক্ত মুনাফার লোভে তাদের দ্রব্যের যোগান লক্ষণীয়ভাবে কমিয়ে দিলে এ মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। ব্যাপকভাবে পরোক্ষ কর আরোপের দরুন দামস্তর বাড়লে জনসাধারণ বেশি ব্যয় করতে বাধ্য হয়; তখন স্থির আয়ের লোকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এসব কারণে খরচ বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি অর্থনীতির জন্য খারাপ বলে গণ্য হয়।

গ উল্লিখিত চিত্র অনুযায়ী, মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ ab বা ১০ একক।

উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্রটি হলো চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি। ভোগ ব্যয়, বিনিয়োগ ও সরকারি ব্যয় তথা চাহিদা বৃদ্ধির ফলে যদি দামস্তর বৃদ্ধি পায়, তবে তাকে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি বলে।

প্রদত্ত চিত্রে লক্ষ করা যায়, X-অক্ষ বরাবর দ্রব্যের পরিমাণ ও Y অক্ষ বরাবর দাম বা দামস্তর দেখানো হয়েছে। আরো লক্ষ করা যায়, প্রাথমিক চাহিদা (AD_1) এবং যোগান (AS) রেখা a বিন্দুতে ছেদ করেছে। যেখানে দামস্তর ৮০ একক। পরবর্তীতে চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে AD_1 থেকে AD_2 হলে AD_2 ও AS রেখা b বিন্দুতে ছেদ করে। যেখানে দাম নির্ধারিত হয় ৯০ একক। এক্ষেত্রে দামস্তর হলো (৯০-৮০) বা ১০ একক। যা চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতিকে নির্দেশ করে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, প্রদত্ত চিত্র অনুযায়ী, মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ হলো ১০ একক।

ঘ প্রদত্ত চিত্রে উল্লিখিত মুদ্রাস্ফীতিটি হলো চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি। নিচে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির কারণ বিশ্লেষণ করা হলো।

কোনো দেশে বিভিন্ন কারণে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। তবে সাধারণভাবে বলা যায়, দ্রব্যসামগ্রীর যোগানের তুলনায় আর্থিক আয় ও ব্যয় বৃদ্ধি পেলে বেশি পরিমাণ অর্থ কম পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রীর পেছনে ধাবিত হয় বলে দামস্তর বাড়ে। অর্থাৎ উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর জন্য কার্যকর চাহিদা বৃদ্ধি পায় বলেই দামস্তর বৃদ্ধি পায়। অতএব মূলত যোগানের তুলনায় চাহিদা বেশি হলে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির কারণসমূহ হলো নিম্নরূপ:

প্রথমত, সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি; সরাসরি ব্যয় বৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম কারণ। দেশের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য সরকার প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। কিন্তু সে অনুপাতে স্বল্পকালে উৎপাদন বাড়ে না, যার ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। দ্বিতীয়, অর্থের যোগান বৃদ্ধি; সরকার কর্তৃক চালুকৃত অর্থ, ব্যাংকঋণের প্রসার এবং অর্থের প্রচলন গতি বাড়লে এবং সে তুলনায় উৎপাদন না বাড়লে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়ে। ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। তৃতীয়, ব্যয়যোগ্য আয় বৃদ্ধি; অতীত সঞ্চয়ের ব্যবহার, বর্তমান সঞ্চয় হ্রাস, ভোগ প্রবণতা বৃদ্ধি, মজুরি বৃদ্ধি, কর হ্রাস ইত্যাদি কারণে সমাজে ব্যয়যোগ্য আয় বৃদ্ধি পায়। এর ফলে জনগণের দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়ে। এই অতিরিক্ত চাহিদা দ্রব্য ও সেবার দাম বাড়ায় এবং মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি করে। চতুর্থত, জনসংখ্যা বৃদ্ধি; জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে চাহিদা বৃদ্ধির দ্বারা দেশে দ্রব্যের দামস্তর বাড়ে তথা মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। পঞ্চমত, ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় বৃদ্ধি; ভোগ ও বিনিয়োগ ব্যয় বৃদ্ধির ফলে ভোগ্য ও বিনিয়োগ সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু স্বল্পকালে সে তুলনায় উৎপাদন বাড়ে না। ফলে দামস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পায় এবং মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয়।

উপরের কারণগুলো ছাড়াও চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির অন্যান্য কারণগুলো হলো ঘাটতি ব্যয়, অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বৃদ্ধি, রপ্তানি ব্যয় বৃদ্ধি, উদার ঋণ ইত্যাদি। মূলত উল্লিখিত কারণগুলোই চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়ে থাকে।

Teachingbd24.com